অদ্ভুত-রামায়ণ।

মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূলগ্রন্থ হইতে

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পয়ারাদি বিবিধ
ছন্দে বিরচিত ও প্রকাশিত।

সাকিম শিবপুর—জেলা হাওড়া।

প্রমাদ অথবা ভ্রমে হইয়া পতন।
যদি কিছু লিখে থাকি অযুক্ত বচন॥
নীরক্ষীরে হংস যথা, তথা সুধীজন।
দোষ ত্যজি গুণভাগ করুন গ্রহণ॥

কলিকাতা,

সিমুলিয়া, বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬৮ সংখ্যক ভবনে কৃপানন্দ যন্ত্রে
শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

Bagbazar Reading

উৎসর্গ-পত্র।

ক্রাউন্ অফ্ ইণ্ডিয়া।

মহামহিমার্ণবোপমা মাদৃশ সুদীন বিধবাকন্যা
পালিকা স্বদেশহিতৈষিণী, কল্পলতিকা-
সদৃশী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া
মাদৃশ নিরাশ্রয়া বিধবাকন্যাপালিকাসু।

সবিনয় নিবেদন।

মাতঃ! আমি বহু যত্নে এবং বহু চেষ্টায় মহামুনি বাল্মীকির সর্ব্বস্বধন এই অদ্ভুতরামায়ণ গ্রন্থখানি নানাবিধ বাঙ্গালা ছন্দে রচনা করিয়াছি। ইহা ভক্তগণের পরমবস্তু, মুমুক্ষুর ভব-সমুদ্র-তরণী, ধার্ম্মিকের পরমবন্ধু, আর্য্যগণের আদরের ধন, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন। ইহা যেরূপ ভাবে ভাষান্তরিত হওয়া উচিত, আমা দ্বারা তাহার কতদূর হইয়াছে, তাহা আমি জানি না, তবে এইমাত্র ভরসা, "রামনাম" মাধুর্য্যবিহীন নহে। এই নামে ভক্তবৃন্দের হৃদয়-বারিধি সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমি এই ভরসাতে সাহসী হইয়া, এই রামনামাঙ্কিত মহাকাব্য ভাষান্তরিত করিয়া একগাছি মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক আপনার গলদেশে ভক্তিভাবে প্রদান করিবার নিমিত্ত নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। একবার হৃদয়দেশে ধারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। মাতঃ! আমি সামান্য জ্ঞান-সম্পন্না, ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। আমি অল্প দিন হইল বিধবা হইয়াছি। এ হতভাগিনার আর কেহ কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটী বালিকা লইয়া অকূল দুঃখসমুদ্রে ভাসমানা। উদরান্নের অন্য কোন উপায় নাই। বিষয় নাই, বিভব নাই। কাজেই গ্রন্থাদি রচনা অথবা দাসীবৃত্তি ভিন্ন উপায় কি আছে? দ্বিতীয় পন্থাপেক্ষা প্রথম পন্থাবলম্বনে নিকটে উপস্থিত হইলাম। নব-বিধবা-তরুণী-কুলবালাকে কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ বিতরণে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। আমার ন্যায় কত শত রমণী আপনার কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছে, তবে কেন আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। পুস্তক উৎসর্গচ্ছলে জীবন উৎসর্গ করিলাম, প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি।

সন ১২৯৭ সাল।	শরণাগতা নববিধবা
জ্যৈষ্ঠ।	শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।
	শিবপুর—হাওড়া।

উপক্রমণিকা।

এই অদ্ভুত রামায়ণ গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে [ভা]ষান্তরিত হইয়া নানাবিধ পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত হইল। [কা]রণ সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বুঝিবার সম্পূর্ণ অসুবিধা [ব]লিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরসা করি, এই [অল্প]বুদ্ধি কুলবালার রচিত গ্রন্থখানি সকলের আনন্দদায়ক [হই]লেও হইতে পারে; কিন্তু এই ভাগ্যহীনা বিধবার [ভা]গ্যে যে কতদূর ঘটিবে, তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত।

কত কত মহাশয়-ব্যক্তিদিগের কত শত অর্থ সামান্য [কা]র্য্যে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা যদি এই [অভা]গিনীর প্রতি একটু কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহা [হই]লে তাঁহাদিগের মহিমার উন্নতিসাধনের সহিত আমারও [অব]স্থার উন্নতি সাধন হয়।

এই গ্রন্থখানি ভবার্ণবের তরণীস্বরূপ। সুতরাং [মু]ক্তিমিচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এক একখানি গ্রহণ করা উচিত। [কি]ন্তু কলিরাজের প্রবল তাড়নায় কতদূর ঘটিবে, বলা [যা]য় না। কিমধিকমিতি।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণের সুবিধার জন্য এই অদ্ভুত রামায়ণ নামক গ্র
খানি বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত হইল। এই অমূল্য গ্রন্থাবলী ব্রহ্মলো
অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত ছিল। পরে ভারদ্বাজ ঋষি শ্রীমদ্বাল্মীকির নিক
প্রশ্ন করায় বাল্মীকি উক্ত শিষ্যের নিকট শ্লোকচ্ছন্দে সমস্ত বি
করেন। দশহাজার শ্লোকপূর্ণ এই অদ্ভুতোত্তরকাণ্ড রামায়ণ এক্ষণে এ
হতভাগিনী সৌদামিনী পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে ভাষায় রচনা করি
সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওন জন্য সংপ্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি
বাধ্য হইল। এক্ষণে এই দুভাগ্যবতীর রচনা সকলের প্রীতিজনক হইলে
সমস্ত দুঃখ ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ভয়ঙ্কর কলিরাজের প্রাদুর্ভাব, ধর্ম্মরাজ এক্ষণে একপদে দণ্ডায়মা
অধর্ম্ম ত্রিপাদ এবং মহা প্রতাপান্বিত হইয়া কলিরাজের মন্ত্রীকর্ম্ম সা
ধনে তৎপর; এরূপ না হইলে চৌরাশি নরককুণ্ড কি প্রকারে পরিপ
হইবেক। কারণ এই রামায়ণের শেষাংশের ফলশ্রুতির প্রতি একব
দৃষ্টি করিয়া দেখুন, এই রামায়ণের এক বা অর্দ্ধশ্লোক পাঠে সম্পূর্ণ রাম
য়ণপাঠের ফললাভের সহিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কিন্তু আমার পক্ষে তাহ
সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে; যেহেতু আমি এই গ্রন্থখানি লেখা আরম্ভ ক
অবধি আমার স্বামীর পীড়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া গ্রন্থ শেষ হওয়ার সা
সঙ্গে তাঁহারও জীবন শেষ হইয়া গেল। স্বামীর রক্তপিত্ত পীড়ার উৎপ
দেখিয়া, তাঁহার কল্যাণ জন্য এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়
ছিলাম; কিন্তু কলিরাজের মাহাত্ম্যগুণে ও আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বিপরী
ফলোৎপত্তি হইল। তথাপি লিখিতে ছাড়ি নাই। কারণ ভগবান হ
আপনি বলিয়াছেন;—

"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।
তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসের দাস॥"

আমাকে ভজিলে দুঃখ দিব পদে পদে।
সর্ব্বদা রাখিব তারে বিপদের হ্রদে।
রোগশোক দুঃখে তারে করি জর জর।
হায় হায় করিয়া কান্দাব নিরন্তর।
দেখিব কেমন ভক্ত সেই মহাজন।
এত কষ্ট সহ্য ক'রে করিবে স্মরণ।
বিনা কষ্টে কেবা সুধা খাইবারে পায়।
যে পায় একান্ত চায় সে পায় আমায়।
দেখ ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ আদি ঋষি।
করিয়া কঠোর তপ হইয়া সন্ন্যাসী।
প্রেমপাশে আমাকে বান্ধিয়া ভক্তগণ।
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ পদ করিল গ্রহণ।
দ্বারেতে বান্ধিল বলি ভকতির জোরে।
ভক্তের নিকটে আমি বান্ধা প্রেম-ডোরে।
আত্মবশ নহি আমি ভক্তের অধীন।
ভক্ত-আজ্ঞাবহ আমি হই রাত্র দিন।
পাণ্ডবেরা যবে বনে করিল স্মরণ।
ফেলিয়া মুখের অন্ন করেছি রক্ষণ।
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় নাম সে আমার।
নাম হৈতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ করহ বিচার।
ভক্তেরে অদেয় মম কিছুমাত্র নাই।
দেবী কহে ও চরণে স্থান যেন পাই।

হরির এই বাক্যানুসারে আমি সর্ব্বনাশ সহ্য করিয়াও গ্রন্থ রচনায় ক্ষান্ত হই নাই। গত ১২৯৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ আমার স্বামী মানবলীলা সম্বরণ করত ঈশ্বরধামে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ৪টী বালিকা লইয়া অনাথা হইয়া পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জগতে অবস্থান করিতেছি।

আমার ভাই নাই ; একমাত্র জন্মদাতা পিতামহাশয়ই এক্ষণে অবলম্বন। অন্যান্য যাঁহারা আত্মীয় আছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলেই পলায়নপর। এক্ষণে এক ঈশ্বরমাত্র ভরসা।

অতঃপর বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ সমীপে এই অনাথা-নববিধবা-কুলবালার নিবেদন এই যে, যদি সকলে আমার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে উচিত মূল্যে রামায়ণ গ্রন্থের এক এক খণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিশেষরূপে উপকৃত হই। সামান্যভাবে ভিক্ষা দেওয়াপেক্ষা এইরূপ দানে, দাতা ও গৃহীতা উভয়েই কৃতকৃতার্থ ; এজন্য বিনয় বচনে নিবেদন এই এ অনাথা কুলবালার গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করিলে কৃতার্থ হই। অলমতিবিস্তরেণ।

আর্য্যধর্ম্মসেবীমহাত্মাগণের চির আশ্রিত,

১২৯৭—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

শিবপুর—হাওড়া।

আমি এই রামায়ণগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। পাঠকমহাশয়গণ! সতীত্ব সকলের আদরের ধন ; সতীর অমূল্য ভূষণ, ভারতের চিরগৌরব, যদি জগতে কোথাও সতীত্ব থাকে, তবে ভারত তাহার আকরভূমি; সতীত্ব কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, ভারত-রমণীগণ সে বিষয়ে সহজে সুশিক্ষিতা ; এক এক রমণীর বিষয় স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময় ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া যায়। তাদৃশী রমণীগণকে রক্ষা করিবার জন্য এ জীবনকে পতঙ্গবৎ আহুতি দিতে ইচ্ছা করে। হিন্দুরমণী স্বামীকে সেবাদাস বা পার্থিব সুখসামগ্রী বোধ করেন না ; স্বামীর হস্তে বিষ্ঠামূত্র যুক্ত সবুট-পদ তুলিয়া দিয়া যানারোহণ করা দূরে থাকুক, বোধ হয় স্বপ্নেও কখন সে অভিনয় দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। হিন্দুরমণী পর পুরুষের করমর্দ্দনপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া যানারোহণে যদৃচ্ছাক্রমে প্রান্তরে পুলিনে, নিকুঞ্জ কাননে, স্বজন-নির্জ্জনে ভ্রমণ করা দূরে থাকুক, পরপুরু

পর্শ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। হিন্দুরমণী বহুসংখ্যক পুরুষমধ্যস্থ হইয়া লোল রসনা সঞ্চালন করিয়া সহাস্যে কুখাদ্য সকল সর্ব্বাগ্রে ভক্ষণ করেন না; হিন্দুরমণীর—

কি কব লজ্জার কথা, লজ্জাবতী লতা যথা,
মৃতপ্রায় পর-পরশনে।

হিন্দুরমণী সাধের বলে (নাচে) সবলে পরের স্কন্ধে ঠ্যাং তুলিয়া দিয়া অদ্ভুত নৃত্যাভিনয় প্রাণান্তেও দেখাইতে পারেন না। শ্বশুর ভাশুর প্রভৃতির হস্তধারণে নৃত্য করা ত দূরের কথা, গুরুজনসন্নিকটে কদাচই গমন করেন না। এক এক জনে ৫।৭।৯ বা ততোধিক স্বামী দর্শন করেন না। এখনও ভারতে সতীত্ব-মাহাত্ম্য আছে; কিন্তু রাজধর্ম্মে, আর যুবাগণের কর্ম্মে তাহা অধিক দিন থাকে না;—

বলে ধরি জোর করি রমণী-মস্তক,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে খাইছে যুবক।
মদ্যমাংস কেরী রোষ্ট অকৃস্-টং আদি,
রমণীর সহ মহাসুখেতে আস্বাদি,
রাক্ষস-রাক্ষসী রূপ করিয়া ধারণ;
আর্য্যধর্ম্মে আর্য্যকর্ম্মে দিছে বিসর্জ্জন।

তাই বলি, আর থাকে না। যাহা আছে, তাহাও আর থাকে না। এখনও যদি যুবকগণ মোহনিদ্রা পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁহাদের সকল যাইবে, নিদ্রাবশে তাঁহারা সকল হারাইবেন, কিছুই থাকিবে না। আর কেন!!! মোহনিদ্রা ত্যাগ করুন। আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন। ঐ দেখুন, আপনাদের আর্য্যকুলবালা পতি হারাইয়া পথের ভিখারিণী হইয়া সতীত্বরক্ষা করিবা ভিক্ষার জন্য আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। একবার সাদরে গ্রহণ করিয়া সমুচিত সম্মান রক্ষা করত আর্য্যনামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। অলমত্যুড়ম্বরেণ।

কস্যচিজ্জনস্য।

সীতার শক্তিমূর্ত্তি দর্শনে রামকৃত স্তব। গৃহীগণের বিপন্নাশক কবজ-স্বরূপ। এজন্য ভক্তগণের নিত্যপাঠার্থে এইস্থলে তাহা বিন্যস্ত করা হইল।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী।
উবাচ রাঘবং দেবী যোগীনামভয়প্রদা।
মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াং।
অনন্যামব্যয়ামেকাং মাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ।
অহং বৈ সর্ব্বভাবানামাত্মা সর্ব্বান্তরা শিবা।
শাশ্বতী সর্ব্ববস্তূনাং সর্ব্বমূর্ত্তিপ্রবর্ত্তিকা।
অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে পদমৈশ্বরং।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈষা রামোঽপশ্যচ্চ তৎপদং।
কোটীসূর্য্যপ্রতীকাশং কালানলশতোপমং।
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্শং জটামণ্ডলভূষিতং।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়াপহং।
প্রশাম্যসৌম্যবদনমনন্তৈশ্বর্য্যসংযুতং।
চন্দ্রতুল্যনখশ্রেণীং চন্দ্রকোটীসমপ্রভং।
কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরুপশোভিতং।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং চ কীর্ত্তিবাসসং।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রং বৈ বাহ্যামভ্যন্তরং পরং।
সর্ব্বশক্তিময়ং শান্তং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রৈরীড্যমানপদাম্বুজং।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ পদমৈশ্বরং।
দৃষ্ট্বা চ তাদৃশং রূপং দিব্যং মাহেশ্বরং পদং।

ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ সরামো হৃতমানসঃ ।
আত্মন্যাধ্যায় চাত্মানং ওঁকারং সমনুস্মরন্ ।
নাম্নামষ্টশতেনৈব তুষ্টাব পরমেশ্বরীং ।
সীতোমা পরমা শক্তিরনন্তানিষ্কলামলা ।
শান্তা মাহেশ্বরী নিত্যা শাশ্বতী পরমাক্ষরা ।
অচিন্ত্যা কেবলানন্তা শিবাত্মা পরমাত্মিকা ।
অনাদিরব্যয়া শুদ্ধা দেবাত্মা সর্ব্বশঙ্করা ।
একানেকবিভাগস্থা মায়া সীতা সুনির্ম্মলা ।
মহামাহেশ্বরী শক্তির্ম্মহাদেবী নিরঞ্জনা ।
কাষ্ঠা সর্ব্বান্তরস্থা চ চিচ্ছক্তিরতিলালসা ।
জানকী মিথিলানন্দা রাক্ষসান্তবিধায়িনী ।
রাবণান্তকরী রক্ষা রামবক্ষস্থলালয়া ।
উমা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা জ্যোতিরূপামৃতাক্ষরা ।
শান্তিঃ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বেষাং নিশ্চিতা হ্যমৃতপ্রদা ।
ব্যোমমূর্ত্তির্ব্ব্যোমময়ী ব্যোমধারাযুতালয়া ।
অনাদিনিধনা যোধাকারণাত্মা কুলপ্রিয়া ।
প্রাণপ্রিয়তমা মাতা মহামহিষবাহিনী ।
প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী ।
সর্ব্বশক্তিঃ কলা কাষ্ঠা জ্যোৎস্নেন্দোর্ম্মহিমাস্পদা
সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী ।
অনাদিরব্যক্তগুণা মহানন্দা সনাতনী ।
আকাশযোনির্যোগস্থা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী ।
মহামায়া সুসম্পন্না মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
সংসারযোনিঃ সকলা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা ।
সংসারসারা দুর্ব্বার্য্যা দুর্নিরীক্ষ্যাদুরাসদা ।
প্রাণশক্তিঃ প্রাণবিদ্যা যোগিনী পরমাপরা ।

মহাবিভূতিদুর্দ্ধর্ষা মূলপ্রকৃতিসম্ভবা।
অনাদ্যনন্তবিভবা পরমা পুরুষাত্মিকা।
স্বর্গস্থিতিলয়করী সুদুর্ব্বাচ্যা নিরত্যয়া।
শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা।
প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা।
পুরাণী চিন্ময়ী পুংসামাদিপুরুষরূপিণী।
ভূতান্তরস্থা কূটস্থা মহাপুরুষসংজ্ঞিতা।
জন্মমৃত্যুজরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্না প্রধানানুপ্রবেশিনী।
ক্ষেত্রজ্ঞা ব্যক্তিরব্যক্তা চাক্ষয়ামলবর্জ্জিতা।
অনাদিমায়া সম্ভিন্না ত্রিতত্ত্বা প্রকৃতিগ্রহা।
মহামায়া সমুৎপন্না তামসী পৌরুষী ধ্রুবা।
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা কৃষ্ণা রক্তা শুক্লা প্রসূতিকা।
অকার্য্যা কার্য্যজননী ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণসংশ্রয়া।
সর্ব্বাত্মিকা প্রথমজা মহতী জ্ঞানরূপিণী।
ভবানী চৈব রুদ্রাণী মহালক্ষ্মীরথাম্বিকা।
মাহেশ্বরী সমুৎপন্না ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববর্ণা নিত্যামুদিতমানসা।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী।
ঈশ্বরার্দ্ধাসনরতা রঘূত্তমপতিব্রতা।
সচ্চিদানন্দরূপাঢ্যা সমুদ্রপরিশোষিণী।
পার্ব্বতী হিমবৎপুত্রী পরমানন্দদায়িনী।
গুণাঢ্যা যোগদা যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তির্ব্বিকাশিনী।
সাবিত্রী কমলা লক্ষ্মীঃ শ্রীরনন্তা চিদাত্মিকা।
সুরাজনিলয়া শুভ্রা যোগনিদ্রা সুবর্দ্ধিনী।
সরস্বতী সর্ব্ববিদ্যা জগজ্জ্যেষ্ঠা সুমঙ্গলা।

বাসবী বরদা বামা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বার্থদায়কা।
বাগীশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা।
গুহ্যবিদ্যা অবিদ্যা চ সর্ব্ববিদ্যাত্মভাবিতা।
স্বাহা বিশ্বম্ভরা সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিঃ।
নাড়ী সুনাড়ী সুকৃতির্ম্মাধবী নরবাহিনী।
পূজাবিভাবনী সৌম্যা ভোগিনী ভোগদায়িনী।
শোভা বংশকরী লোলা মালিনী পরমেষ্ঠিনী।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী।
মহানুভাবমধ্যস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী।
পদ্মমালা পাপহরা বিচিত্রমুকুটোজ্জ্বলা।
কান্তা চিত্রাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসৃষ্টিবিবার্দ্ধনী।
নির্যন্ত্রা মন্ত্রবাহস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা।
আদিত্যবর্ণা কৌমারী ময়ূরবরবাহিনী।
বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চ্চিতা।
অদিতিরমিতা রৌদ্রী পদ্মগর্ভা বিবাহনা।
বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাপুরনিবাসিনী।
মহাকলানবদ্যাঙ্গী কামপুরবিভাবিনী।
বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতর্দ্ধিবিবর্দ্ধিনী।
কৌষিকী কর্ষণী রাত্রিস্ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী।
বিরূপা চ স্বরূপা চ ভীমা চ মোক্ষদায়িনী।
দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী।
সর্ব্বাতিশায়িনী বিদ্যা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী।
সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া তার্ক্ষা সমুদ্রান্তরবাসিনী।
অষ্টাধিকশতৈর্নাম্নাং স্ত্রিভিস্তুষ্টাব রাঘবঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সীতাং হৃষ্টতনুরুহঃ।

ভারদ্বাজ মহাভাগ এতৎ স্তোত্রোত্তমোত্তমং।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স যাতি পরমং পদং।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি।
শূদ্রঃ সদ্গতিমাপ্নোতি ধনধান্যবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি স্তোত্রমাহাত্ম্যাৎ পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ব্যাধীনাং প্রভবে ঘোরে শত্রুত্থানে চ সঙ্কটে।
অনাবৃষ্টির্ভয়ে চাপি সর্ব্বশান্তিকরং পরং।
যদ্‌যদিষ্টতমং যস্য তৎসর্ব্বং স্তোত্রতো ভবেৎ।
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যক্ সীতানাম শতত্রয়ং।
রামেণ সহিতা দেবী তত্র তিষ্ঠত্যসংশয়ঃ।
মহাপাপাতিপাপানি বিলয়ং যান্তি সুব্রত॥

ইতি সীতানাম-কবচং।

অদ্ভুত-রামায়ণ।

প্রথম-সর্গ।

অথ শ্রীরামাদি সর্ব্বদেব বন্দনা।

বন্দি সরস্বতী নারায়ণ নরোত্তমে।
সংসার জয়ের হেতু, শাস্ত্র কহি ক্রমে॥
প্রসিদ্ধ তপস্বী, তেজঃপুঞ্জ মুনিবর।
বিষয়ে বিতৃষ্ণ যিনি অতি গুণাকর॥
শান্তি-গুণ-বিশিষ্ট বাল্মীকি তপোধনে।
করি কোটী প্রণিপাত ভক্তিপূর্ণ মনে॥
রামচন্দ্র, রামভদ্র, রঘুকুলোত্তমে।
জানকী সহিত দেবে প্রণমিনু ক্রমে॥
শমন-দমন যিনি রঘুবংশধর।
রাবণ বধিতে যাঁর জন্ম ধরাপর॥
দশরথ সুত, নীল-কমল-লোচন।
তিনি সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বরূপি হন॥
সেই রঘুবরে করি প্রণতি বিস্তর।
কহিব অদ্ভুত কাণ্ড সবার গোচর॥

সৌদামিনী দেবী কহে করিয়া মিনতি।
জীবনান্তে পদপ্রান্তে রেখো রঘুপতি॥

নদী সা তমসা, তমোগুণনাশা,
অতি বেগবতী সতী।
তত্তীরে বসতী, জিতেন্দ্রিয় অতি,
তপে যাঁর সদা মতি॥
শ্রীবাল্মীকি নাম, অতি গুণধাম,
সশিষ্যে একদা বসি।
অতি হর্ষ মনে, শাস্ত্র আলাপনে,
আছেন যতেক ঋষি॥
ভারদ্বাজ নাম, শিষ্য গুণধাম,
জিজ্ঞাসিলা যোড় করে।
তব বিরচিত, সুরস মিশ্রিত,
শত কোটী শ্লোকোত্তরে॥
শ্রীরাম চরিত, আছে যা গোপিত,
ব্রহ্মলোকে যত্নে অতি।
ব্রহ্মা পদ্মাসনে, পিতৃ ঋষি সনে,
শুনেন কৌতুকে অতি॥
শ্লোক সুবিস্তার, পঁচিশ হাজার,
যাহা আছে ধরা'পরে।

তব সে কৃপায়, জ্ঞাত আমি তায়,
কহি নাথ যোড় করে ॥
শতকোটী শ্লোকে, যাহা ব্রহ্মালোকে,
ধরাতে নাহিক যাহা।
তাপস প্রধান, হয়ে কৃপাবান,
আমাকে বলুন তাহা ॥

পয়ার।

বদন-পঙ্কজ বিগলিত সেই সুধা।
পানে তৃপ্ত হবে চিত্ত-ভৃঙ্গ, যাবে ক্ষুধা ॥
অতএব কৃপা করি তাপস রতন।
সেই রামায়ণ কথা করুন বর্ণন ॥
প্রিয় শিষ্য প্রশ্নেতে বাল্মীকি হর্ষমন।
সমুদয় রামায়ণ হইল স্মরণ ॥
হস্তস্থিত আমলক ফলের মতন।
স্মারিত হইল, মুনি অতি হৃষ্টমন ॥
ওঁ বাক্য উচ্চারণ করি সেই ক্ষণ।
আশীষ করিয়া মুনি শিষ্য প্রতি কন ॥
চিরজীবী হও ভারদ্বাজ তপোধন।
তব প্রশ্নে স্মরণ হইল রামায়ণ ॥
শতকোটী শ্লোক রামায়ণমহার্ণব।
রামের আশ্চর্য্য কথা আছে যাহে সব ॥

পঞ্চবিংশ সহস্র যা আছে ধরণীতে।
যথা উপযোগী কথা লিখিয়াছি তাতে॥
সীতা-মাহাত্ম্যের সার আছে যাহা যাহা।
তন্মধ্যে বর্ণন আমি করি নাই তাহা॥
সীতার মাহাত্ম্য আর শ্রীরামচরিত।
শুন বৎস! তব স্থানে কহি বিস্তারিত॥
শ্রীরাম সীতার সেই চরিত্র মহৎ।
গুপ্তভাবে ব্রহ্মলোকে আছে এতাবৎ॥
প্রকৃতি স্বরূপা সেই জনক-নন্দিনী।
সৃষ্টির কারণ আদিভূতা সনাতনী॥
তপস্যায় যিনি স্বর্গ সিদ্ধির কারণ।
ধনবান লোকের ঐশ্বর্য্যরূপা হন॥
আত্মা বিদ্যা রূপা আর সর্ব্বত্র ব্যাপিকা।
ব্রহ্মবাদি ঋষিগণকৃত আরাধিকা।
সত্ত্ব রজস্তমোগুণা, গুণ কার্য্যবতী।
কারণে কারণীভূতা ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতি॥
প্রকৃতি বিকৃতি কৃত-কার্য্যের কারণ।
জ্ঞান আর কুলকুণ্ডলিনীরূপা হন॥
ইচ্ছা দ্বারা চরাচর যাহার সৃজন।
ব্রহ্ম নামে খ্যাত জন্ম-মোচন কারণ॥
যে সময়ে ধর্ম্মহানি অধর্ম্ম উদয়।
তখনি প্রকৃতি সীতা প্রাদুর্ভাব হয়॥

শ্রীরাম সাক্ষাৎ তেজপুঞ্জ আদিময় ;
জানকী শ্রীরামে ভেদ কণামাত্র নয় ॥
যেই রাম সেই সীতা ভাবিলে অভেদ।
দৃঢ়-ভব-বন্ধন অনাসে হয় ছেদ ॥
অশুচি দ্বিজের অগোচর সেই রাম।
জ্ঞানিগণ হৃদিধন শুচি অবিরাম ॥
সকলের সাক্ষী সর্ব্বভুতে অধিষ্ঠান।
সীতা সহ চিন্তনীয় জ্ঞান শক্তিমান্॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় উদ্ভব, গুণে যাঁর।
বর্ণনা অতীত তাঁর মহিমা অপার ॥
পাণি-পাদ-হীন-গতি এ তিন জগতে।
নেত্র-কর্ণ হীন, দর্শনাদি সর্ব্ব ভূতে॥
তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁরে আদি করি কন।
সেই রাম সীতা সদা চিন্তনীয় হন ॥
ধরা ধামে জন্ম লোক হিতের কারণ।
আকৃতি বিহীন সর্ব্ব রূপাদি ধারণ ॥
এই গ্রন্থ পাঠে বিপ্র বৃহস্পতি সম।
ক্ষত্রিয়ে রাজত্ব প্রায় হয় নরোত্তম ॥
বৈশ্যে পুণ্য শূদ্রেতে উত্তম গতি পায়।
প্রণমি শ্রীরামচন্দ্রে সৌদামিনী গায় ॥

ইতি বাল্মিকিকৃত অদ্ভুতোত্তরকাণ্ড রামায়ণে
প্রথম সর্গ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়-সর্গ ।

ইক্ষ্বাকুকুল-সাগরে রামচন্দ্র-মণি
যেরূপে উদ্ভব তাহা শুন কহি মুনি ॥
ধরণীতে ধরাসুতা জন্মে যে কারণ।
শুন কহি মুনিবর আশ্চর্য্য কথন ॥
অম্বরীশ ঘটিত বৃত্তান্ত-মনোহর ।
শ্রীপুরুষোত্তম গুণ কহি অতঃপর ॥
ত্রিশঙ্কু নামেতে রাজা প্রভাবান্ অতি ।
তার প্রিয়াভার্য্যা, নাম ধরে পদ্মাবতী ॥
অম্বরীশ মাতা তিনি শুদ্ধা চিত্তা অতি ।
এক মনে সদা ধ্যানে চিন্তেন শ্রীপতি ॥
শুদ্ধা সাধ্বী পতিব্রতা ত্রিশঙ্কু রমণী ।
এক মনে হৃদয়ে ভাবেন চিন্তামণি ॥
যোগ-নিদ্রা-প্রাপ্ত-বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় ।
তাঁর নাভি পদ্মে'পরি বিধির আশ্রয় ॥
তমোগুণধারী কাল রুদ্র মহাশয় ।
রজোগুণসহ কনকাণ্ডে জন্ম হয় ॥
সত্ত্বগুণ সমাশ্রয়ে সর্ব্ব ব্যাপি হরি ।
সর্ব্বদেব নমস্কৃত সুদর্শনধারী ॥
ত্রিশঙ্কু রমণী তাঁরে ভাবে হৃদাসনে ।
আন্তরিক বাচনিক কায়িক মননে ॥

নানা উপহারে সদা করেন পূজন।
গন্ধ ধূপ দীপ নিজে করি আয়োজন॥
নিজ করে মালা গাঁথি দেন নারায়ণে।
সদাস্তুতি পদ্মাবতী করে এক মনে॥
বিষ্ণু আরাধনা বিনা অন্য নাহি মনে।
সহস্র বৎসর দশ পূজে জনার্দ্দনে॥
বৈষ্ণবের সেবা আর বহু ধন দান।
এক মনে করিতেন নৃপ ভাগ্যবান্॥
দ্বাদশী তিথিতে উপবাসে পদ্মাবতী।
শয়নে গোবিন্দ অগ্রে, পতিসহ সতী॥
দৃঢ়ভক্ত জানি হরি হইয়া সদয়।
কহিলেন চাহ বর যাহা ইচ্ছা হয়॥
দেখিয়া বিষ্ণুর রূপ পদ্মা যোড়করে।
কহিলা ও পদে ভক্তি দেহ মুরহরে॥
আর বর যদি দেহ হয়ে কৃপাবান্।
বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বগুণী হউক সন্তান॥
অতঃপর নিদ্রাভঙ্গ হইল পদ্মার।
সম্মুখে দেখিলা এক ফল চমৎকার॥
স্বপ্ন কথা পতিস্থানে কহিলা তখন।
ভাবি নারায়ণ ফল করিলা ভক্ষণ॥
বিরচিলা সৌদামিনী শ্রীহরি স্মরিয়া।
শুন শুন ভক্তবৃন্দ সবে মন দিয়া॥

পূজি রমাপতি, হয়ে গর্ভবতী,
সুখি পদ্মাবতী হইলা মনে।
পূর্ণ দশ মাস, দিক্ সুপ্রকাশ,
প্রসবে নন্দন সে শুভক্ষণে॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ, দেখিয়া নন্দন,
নৃপ হৃষ্টমন হইলা অতি।
গণিয়া জ্যোতিষ, নাম অম্বরীশ,
রাখে নরঈশ গণক মতি॥
দুঃখি বিপ্রগণে, তুষিলেন ধনে,
আশীষ বচনে সবে বিদায়।
ক্রমে প্রিয়তম, চন্দ্রকলা সম,
বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হইলা তায়॥
পরে সে রাজন, তপে দিলা মন,
স্বর্গেতে গমন তাহার পর।
সম্পূর্ণ যৌবন, অম্বরীশ হন,
দেখি মন্ত্রিগণ সুখি অন্তর॥
পিতার আসনে, বসায় রাজনে,
প্রজা সর্ব্বজনে হরষ অন্তরে।
নরেন্দ্র শাসনে, সুখি প্রজাগণে,
সবে মনে মনে প্রশংসা করে॥
অম্বরীশ রাজা, তেজে মহা তেজা,
সুখে পালে প্রজা পুত্রের সম।

প্রজাগণ বশ, সবে গায় যশ,
বিষ্ণুভক্ত সবে ভূপতি সম ॥
নাহি পাপ লেশ, আদি রোগ ক্লেশ,
সুখে রাজ্যদেশ বর্দ্ধিত হয়।
ক্রমেতে রাজার, মনের বিকার,
দিয়া রাজ্যভার মন্ত্রিরে কয় ॥
সুখে প্রজাগণে, পালহ যতনে,
আমি যাই বনে ভজিতে হরি।
এই কথা বলি, নৃপ মহাবলী,
যান বনে চলি রাজ্য পরিহরি ॥
সহস্র বৎসর, তপ অতঃপর,
করে নৃপবর অরণ্য মাঝে।
দেখি সে কঠোর, তপ ভয়ঙ্কর,
হয় ভীতান্তর অমররাজে ॥
করি যোড়পাণি, কহে সৌদামিনী,
অন্তে চক্রপাণি রেখ চরণে।
রাম ধনুর্দ্ধারী, ভবের কাণ্ডারী,
এ তরুণী তরী রক্ষ তুফানে ॥

অথ অম্বরীশকে বিষ্ণুর ছলনা ও বরপ্রদান।

রাজার কঠোর তপে তুষ্ট নারায়ণ।
গরুড়ের প্রতি আজ্ঞা দিলেন তখন॥
ঐরাবৎ রূপ তুমি ধর খগবর।
আমি ইন্দ্র হয়ে আরোহিব তবোপর॥
এত শুনি বৈনতেয় হরি প্রতি কন।
কত মায়া জান মায়াধারী নারায়ণ॥
অতঃপর ঐরাবৎ হইলা গরুড়।
ইন্দ্র রূপে নারায়ণ হৈলা সমারূঢ়॥
চলিলেন যথা অম্বরীশ মহারাজা।
করিছেন কঠোর তপস্যা মহাতেজা॥
দেখি অম্বরীশের আশ্চর্য্য ব্যবহার।
সহস্র প্রশংসা হরি করিলা তাঁহার॥
অম্বরীশে ডাকি ইন্দ্ররূপী হরি কন।
তপস্যায় আর তব নাহি প্রয়োজন॥
করিলে কঠোর তপ সহস্র বৎসর।
না করিল কৃপা হরি কঠিন অন্তর॥
দেখিয়া তোমার কষ্ট হয়ে দুঃখ মন।
আসিয়াছি ইন্দ্র, বর লও হে রাজন॥
অম্বরীশ কহে কেবা ডেকেছে তোমারে।
না চাহি তোমার বর যাও স্থানান্তরে॥

তপস্যায় বিঘ্ন মম জন্মাবার তরে।
বুঝি আসিয়াছ ইন্দ্র ছলিতে আমারে ॥
হৃদয়ে আছেন মম হৃদয়ের ধন।
নেত্র খুলি হারাইব এই তব মন ॥
কভু না মিলিব অক্ষি থাকিতে জীবন।
শাপিব নতুবা কর যথেচ্ছ গমন ॥
এত শুনি কহিলেন দেব নারায়ণ।
ইন্দ্র নহি আমি তব হৃদয়ের ধন ॥
আসিয়াছিলাম তব জানিবারে মন।
দেখ দেখ অম্বরীশ মিলিয়া নয়ন।
এত বলি নিজ রূপ করিলা ধারণ।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র কৌস্তভভূষণ ॥
চতুর্দ্দিকে দেবগণ করিছে স্তবন।
গরুড়ে আরূঢ় স্থিত অম্বরে তখন ॥
রূপ দেখি অম্বরীশ প্রেমে পুলকিত।
করযোড়ে স্তব করিলেন অপ্রমিত ॥

অথ অম্বরীশকৃত বিষ্ণুর স্তব।

নম নিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকার।
নিরাকার আকার নহে সাকার।
কেবা জানে নাথ মহিমা তোমার।
বিধি অপারগ আমি কোন ছার।

কত ছলে ছল নিজ ভক্তগণে।
অনুরক্ত আসক্ত আমি চরণে।
নিজগুণে কৃপা কর বিশ্বপতে।
দেহি গতি শ্রীপতি শরণাগতে॥
করুণাময় কেশব কংশ অরে।
মধুকৈটভনাশন হে মুরারে।
মধুসূদন হের অপাঙ্গ কোণে।
কর কৃপাকটাক্ষ আপন গুণে।
হে মুরলীধর অধম উদ্ধর হে।
ভবতাপ প্রাণে আর সহ্য নহে।
যশোদাসুত শমন-ত্রাসন হে।
হরি ভব-দাবানল-বারণ হে।
শ্রীহরি কাণ্ডারী দেহি পদতরী।
আশ্রয়ে সে তরী তরি ভববারি।
চক্রধর কেন শক্ররূপ ধরি।
ছলে ছলিবারে দাসে মায়া করি।
না জেনে এ অজ্ঞ কহিয়াছে মন্দ।
নিজ গুণে ক্ষমা কর শ্রীগোবিন্দ।
হে গোপাল গদাধর নিস্তারণ।
দেহি দেহি দাসে দেহি শ্রীচরণ।
সৌদামিনী কামিনী দীনা অতি।
দেহি গতিহীনে গতি গতি-পতি॥

অথ অম্বরীশের প্রতি নারায়ণের বর প্রদান এবং
অম্বরীশের রাজ্য শাসন।

নৃপতির স্তবে তুষ্ট কমল-লোচন,
কহিলেন বর চাহ, যাহা লয় মন।
শিব তুল্য দৃঢ় ভক্ত তুমি হে আমার,
হয়েছি হে তব বশ গুণেতে তোমার।
এত শুনি নরনাথ যোড়করে কয়,
নিজ গুণে দাসে তব কৃপা যদি হয়।
এই বর দেহ তবে দীন অকিঞ্চনে,
রহুক অচলা ভক্তি তব শ্রীচরণে।
করিয়া বৈষ্ণবময় পালি প্রজাগণে,
শত্রুকে নাশিব রণে এই বাঞ্ছা মনে।
তথাস্তু বচনে বর দিয়া নারায়ণ,
কহিলেন শুন রাজা আমার বচন।
পূর্ব্বকালে মহারুদ্র প্রভাব কারণ,
মম বরে মুনি শাপে ইহার মোচন।
এই সুদর্শন চক্র অতি খরতর,
নাশিবেন মুনিশাপ শুন দণ্ডধর।
তব রক্ষা হেতু এই চক্র সুদর্শন,
সদত তোমার সঙ্গে করিবে ভ্রমণ।
এত কহি অন্তর্দ্ধান হইলেন হরি,
প্রণমি শ্রীহরি, ভূপ চলে নিজ পুরী।

আসি নিজ দেশে রাজা হয়ে হৃষ্ট মন,
বহু যত্নে প্রজাগণে করেন পালন।
রাজ্য সুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত করিলা নৃপতি,
পুণ্যবান্ নৃপতি পালেন সুখে ক্ষিতি।
নিজ নিজ কর্ম্মে সবে করি নিয়োজন,
অর্থদানে তুষিলেন বৈষ্ণবব্রাহ্মণ।
শত শত অশ্বমেধ রাজকার্য্য কবি,
সসাগরা বসুন্ধরা পালে দণ্ডধারী।
অম্বরীশ মহারাজ পুণ্যবান অতি,
লক্ষ্মী সহ নারায়ণ প্রতি ঘরে স্থিতি।
প্রজাগণ সদা মত্ত হরিগুণ গানে,
নৃপ মগ্ন সদা হরিনামামৃত পানে।
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা গাভি দুগ্ধবতী,
পুণ্যবান্ প্রজাগণ সদা ধর্ম্মে মতি।
দুর্ভিক্ষ রহিত রোগহীন সর্ব্ব লোক,
না হয় অকালে মৃত্যু নাহি হয় শোক।
ইন্দ্রসম মহারাজ প্রতাপে শমন,
সুদর্শন সদা যার করেন রক্ষণ।
আসমুদ্র করগ্রাহি রাজা ভাগ্যবান,
নাহি পুন্যবান অম্বরীশের সমান।

ইতি অদ্ভুতোত্তর কাণ্ড রামাযণে বাল্মীকি কৃত
দ্বিতীয সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়-সর্গ।

অথ শ্রীমতীর জন্ম বিবরণ।

পয়ার।

এই রূপে সুখে রাজ্য পালেন ভূপতি,
না হয় সন্ততি রাজা অতি দুঃখমতি।
বহু দিন পরে এক হইল নন্দিনী,
পরমা রূপসী কন্যা সৌদামিনী জিনি।
শ্রীযুক্তা দেখিয়া নাম রাখিলা শ্রীমতী,
চন্দ্রকলা সম কন্যা বাড়ে নিতি নিতি।
রূপে লক্ষ্মী গুণেতে শারদা তুল্যা ধনী,
ক্রমেতে ষোড়শী বালা সম্পূর্ণ যৌবনী।
উপযুক্ত পাত্র রাজা করে অন্বেষণ,
অতঃপর শুন নর অপূর্ব্ব ঘটন।
নারদ পর্ব্বত দুই দেবর্ষি প্রধান,
হরি নাম গান দিয়া বীণায় সুতান।
নাচিতে গাইতে যান রাজার সভায়,
উপস্থিত সভা মাঝে সৌদামিনী গায়।

নারদের গীত।

হরি! হরি! সদা বল রে মন! বিফলে দিন গেল,
সম্মুখে ভব-জলধি-বারি অতীব প্রবল।

বেদ আগমেতে শুনি, কর্ণধার চক্রপাণি ;
তাঁহারি পদ-তরণী পতিত-সম্বল।

পর্ব্বতের গীত।

কৃপাঙ্কুরু কেশব হে কাতর সুদীনে।
কালে কাল হরিছে কালে হরিসাধন বিনে ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি.
নিজ গুণে রমাপতি রাখ শ্রীচরণে ॥

এইরূপে সভাতে দিলেন দরশন,
দেখিয়া সভায় উঠে যত সভাজন।
নৃপ কহিলেন অদ্য সফল জীবন,
অধীনে করিয়া কৃপা দিলা দরশন।
এবম্বিধ স্তব করি কোশলরাজন,
স্বকরে সবারে দিয়া বসিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা চরণ,
বসিলেন ঋষিদ্বয় আনন্দিত মন।
অতঃপর শুন মুনি দৈবের ঘটন,
সভাতে শ্রীমতী আসি দিলা দরশন।
তড়িৎ জড়িত বর্ণ হেমলতা জিনি,
কমল-নয়নী পৃষ্ঠে ভুজঙ্গিনী বেণী।

গজেন্দ্র গমনে আইলেন সভা মাঝে,
রূপ দেখি শিহরিলা দুই ঋষিরাজে।
জিজ্ঞাসিলা রাজাকে নারদ মহামুনি,
এ কন্যা কে হন তব কহ নৃপমণি।
করিলাম দুই জনে ত্রিলোক ভ্রমণ,
নয়নে না হেরি কভু হেন সুগঠন।
এত শুনি ভূপ কহে যোড় করি পাণি,
শ্রীমতী ইহার নাম আমার নন্দিনী।
বিবাহের যোগ্য হইয়াছে বরাননে,
ভ্রমিতেছি উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে।
ত্রিভুবনে মহামুনি করিলে ভ্রমণ,
এ কন্যা কাহাকে দিব কহ তপোধন।
এত শুনি নারদ পর্ব্বত হর্ষ মন,
উভয়ে কহিলা মোরে কর হে অর্পণ।
পরিহাস ভাবি রাজা হাস্যমুখে কন,
এক কন্যা দুই বর হইল মিলন।
মুনিদ্বয় কহিলেন পরিহাস নয়,
দান কর কন্যা তব যারে মনে লয়॥
উভয়ের কথায় রাজার হৈল ভয়,
কি কহিতে কি হইল আরো বা কি হয়
এত ভাবি কহিলেন নৃপ যোড়কর,
এক কন্যা আপনারা দুই যোগ্য বর।

এমন বিবাহে মম অধিকার নাই,
যারে মাল্য দিবে গলে সে হবে জামাই।
এত শুনি দুইজনে হরষিত মন,
অদ্য যাই বলি দোঁহে করিলা গমন।
সৌদামিনী বিরচিল অপূর্ব্ব আখ্যান,
শুনিলে সভক্তিভাবে অবশ্য নির্ব্বাণ।

অথ নারদ ও পর্ব্বতের বৈকুণ্ঠে গমন এবং নারায়ণের নিকট উভয়ের বর প্রার্থনা।

পয়ার।

নারদের মনে কভু না ছিল বিকার,
বিরহ বিকারে মুনি দেখে অন্ধকার।
উঠিতে পড়িতে ধায় বৈকুণ্ঠ ভুবন,
উচটি পড়িয়া দন্ত ভাঙ্গি অচেতন।
কোথায় পড়িল বীণা কোথা নামাবলী,
হরিনাম ছাড়িয়া শ্রীমতী নাম বুলী।
খসিল জটার গাঠা কটীর বসন,
আলুথালু হয়ে মুনি বৈকুণ্ঠে গমন।
লক্ষ্মীসহ বসিয়া ছিলেন নারায়ণ,
মুনি রঙ্গ দেখি লক্ষ্মী কৈলা পলায়ন।
ক্ষিপ্তপ্রায় মুনিবরে দেখি নারায়ণ,
আপন উত্তরী তাঁরে পরাইয়া কন।

উন্মাদের প্রায় দেখি একি মুনিবর,
কি হেতু হইলে হেন কহ হে সত্বর।
মুনি কন কি আর জিজ্ঞাস নারায়ণ,
তব নাম করে যায় বিফল জীবন।
লক্ষ্মীসহ মহাসুখে আছ রাত্র দিনে,
ভক্তের মনের দুঃখ জানিবে কেমনে।
তাহা শুনি হরি কন বুঝিয়াছি সার,
বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়েছে তোমার।
বিবাহের যোগ্য কন্যা কর অন্বেষণ,
দিব হে বিবাহ তব স্থির কর মন।
এত শুনি দেবর্ষি কহিলা ক্রুদ্ধ মন,
মম বিভা দিয়া তব নাহি প্রয়োজন।
যদি ইচ্ছা হয় তবে দেহ এক বর,
পর্ব্বত ঋষির মুখ হইবে বানর।
অম্বরীশকন্যা নাম ধরে সে শ্রীমতী,
তাঁহাকে করিতে বিভা দোঁহাকার মতি।
যে হবে সুন্দর তাঁকে বরিবে সুন্দরী,
তাই বর হেতু আসিয়াছি দনুজারি।
সকলে দেখিবে মুখ যেমন তেমনি,
বানর দেখিবে মাত্র রাজার নন্দিনী।
তথাস্তু বচনে বর দিলা চক্রপাণি,
আনন্দে বিদায় হয়ে চলিলেন মুনি।

অতঃপর পর্ব্বত আসিয়া উপস্থিত,
অভ্যর্থনা করিলেন হরি যথোচিত।
পাদ্য অর্ঘ দিলেন বসিতে সিংহাসন,
স্নেহে জিজ্ঞাসিলা হরি কেন আগমন।
পর্ব্বত কহিলা সব জান নারায়ণ,
তবে যে জিজ্ঞাস দাসে ছলনা কারণ।
অম্বরীশনন্দিনী পরমা রূপবতী,
বিবাহ করিতে তাঁরে হইয়াছে মতি।
নারদ তাঁহাকে বিভা করিবারে চান,
তাই বর হেতু আসিয়াছি তবস্থান।
হইবে নারদ মুনি মর্কট আনন,
এই বর দেহ দাসে প্রভু জনার্দ্দন।
স্বাভাবিক মুখ যেন দেখে অন্য জনে,
কন্যা মাত্র বানর দেখিবে হে নয়নে।
তথাস্তু বলিয়া হরি দিলা সেই বর,
হরিষ অন্তরে মুনি যান স্থানান্তর।

অথ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারায় অম্বরীশের
সভা ও নগর সজ্জা॥

মাঙ্গলিক নানা দ্রব্য করি আয়োজন।
সাজাইলা সভা কিবা বিচিত্র শোভন॥

পূর্ণ ঘট দ্বারে দ্বারে আম্রশাখা তায়।
কদলির তরু তন্নিকটে শোভা পায়॥
নর্ত্তকেতে নাচে গায় কত করে গান।
নানা বর্ণ পতাকা উড়িছে শোভমান॥
রমণীর উলুধ্বনি শঙ্খের বাদন।
ঘরে ঘরে সবে করে মঙ্গলাচরণ॥
আনন্দে মাতিয়া নাচে গায় প্রজাগণ।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য কে করে গণন॥
কাড়া পড়া টিকারা মৃদঙ্গ বীণা বাঁশী।
ঢাক ঢোল মোচঙ্গ মাদোল ভেরী কাঁসি॥
বাজিছে নবত কিবা মধুর সুস্বর।
ঋষিগণ বেদপাঠ করে নিরন্তর॥
নানা সাজে সুসজ্জিত হৈল রাজপুরী।
সভাতে আনিতে কন্যা কহে দণ্ডধারী॥
ছদ্মবেশ ধরি যত শ্রেষ্ঠ দেবগণ।
সভাতে বসিলা সবে অতি হর্ষ মন॥
বহু বহু রাজা আর রাজপুত্রগণে।
বসিলেন সভাতে বিচিত্র সিংহাসনে॥
শ্রীমতীকে সাজাইয়া প্রিয় সহচরী।
আনিল সভাতে রূপ জিনি বিদ্যাধরী॥
কন্যার দেখিয়া রূপ বিচিত্র গঠন।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় দেখে সভাজন॥

ব্রহ্মাণী শিবানী শচী কমলা কৌমারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা আদি বিদ্যাধরী॥
ইহাদের অপেক্ষা শ্রীমতী রূপবতী।
কি দিব তুলনা জিনি মদনের রতি॥
উদিলা সভাতে অকলঙ্ক শশীমুখি।
জ্ঞান হত লোক যত সে রূপ নিরখি॥
মৃণাল নিন্দিত করে মাল্য শোভা করে।
গজেন্দ্র গামিনী গতি অতি ধীরে ধীরে॥
দাণ্ডাইলা সভাতে সবার বিদ্যমান।
দেবী কহে শুন পরে অপূর্ব্ব আখ্যান॥

ইতি অদ্ভুতোত্তকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীককৃত
তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ-সর্গ।

—০*০—

অথ নারদ ও পর্ব্বতের রাজসভায় আগমন এবং শ্রীমতী হরণ।

পয়ার।

নারদ পর্ব্বত দোহে হয়ে একত্রিত;
আসি রাজসভাতে হইলা উপস্থিত॥
মুনিদ্বয় দেখি রাজা অতি ভীত চিত।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া স্তব করি অপ্রমিত॥

রত্নাসনে দোঁহায় বসান সমাদরে।
সম্মুখে নৃপতি দণ্ডাইলা যোড়করে॥
মালা করে কন্যা যান মুনির গোচর।
মুনি না দেখিয়া দেখে দুইটী বানর॥
রাজা কন কেন বৎসে দাঁড়ায়ে রহিলে।
যাঁরে মনে লয় মাল্য দেহ তাঁর গলে॥
কন্যা কন পিতঃ মুনি না দেখি নয়নে।
মর্কট আনন দেখিতেছি দুই জনে॥
নারদ পর্ব্বত তাঁরা দুই মহামুনি।
না দেখি তাঁদের কেন কহ পিত শুনি॥
মধ্যে দেখিতেছি এক পুরুষ রতন।
নব দুর্ব্বাদল জিনি অঙ্গের বরণ॥
পদ্মাসনে বসি পদ্ম যুগল নয়ন।
বামেতে রমণী কিবা রূপ সুগঠন॥
করিয়া দক্ষিণ কর মোরে প্রসারণ।
এস বলি ডাকিছেন সুহাস্য বদন॥
কুন্দকলি জিনি কিবা দন্তপাঁক্তি শোভা।
ধাইতেছে ভৃঙ্গগণ হয়ে মধুলোভা॥
এত শুনি নারদ সন্দিগ্ধ চিত্ত হয়ে।
কন্যাকে জিজ্ঞাসে কহ রাজার তনয়ে॥
কয় করে শোভা করে পুরুষ-রতন।
সবিস্ময়া হয়ে কন্যা মুনি প্রতি কন॥

দুই কর দেখিতেছি পরম সুন্দর।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসিলা পর্ব্বত সত্বর॥
কি শোভে তাঁহায় করে আর বক্ষোপরে।
সত্য করি রাজসুতা কহত আমারে॥
শ্রীমতী কহিলা করে ধনু শোভা করে।
সুন্দর কুসুমহার শোভে বক্ষোপরে॥
নারদ পর্ব্বত দোঁহে ভাবিছেন মনে।
মায়া করি বুঝি হরি এলেন এখানে॥
হইল বানরমুখ কেন দোঁহাকার।
দোঁহে মনে এই মত ভাবেন অপার॥
দোঁহাপ্রতি জিজ্ঞাসা করিয়া নরেশ্বর।
কি গুণে দুজনে মুখ করিলা বানর॥
যদি কন্যা আশে আসা হয় মহাশয়।
মায়াক্ষয় কর দোঁহে হইয়া সদয়॥
শুনি দোঁহে নৃপ প্রতি কন ক্রোধ করি।
কি কহিলে নৃপ মোরা হই মায়াধারী॥
তুমিই নৃপতি যত অনর্থের মূল।
যদি চাহ নিজ হিত রক্ষ রাজকুল॥
এক জনে কন্যা তব করুন বরণ।
দুই জনে সুখি মনে যাই নিকেতন॥
মুনি ক্রোধ দেখি ভয়ে রাজার নন্দিনী।
সঘনে কম্পিতা, মালা করে করে ধনী॥

পুন দাণ্ডাইয়া দেখে সে দুই বানর।
মধ্যেতে পুরুষ এক পরম সুন্দর॥
তাঁর গলে বরমাল্য দিলেন সুন্দরী।
কন্যা হরি অন্তর্দ্ধান আপনি শ্রীহরি॥
একি! ওকি! চতুর্দ্দিকে শব্দ হাহাকার।
অতঃপর মুনিবর শুন সমাচার॥

ধূয়া।

হরি তব মহিমা অপার।
বুঝিতে চক্রির চক্র হেন সাধ্য কার॥
বর্ণিত বেদপুরাণে, নানারূপে নানা স্থানে,
ছলিবারে ভক্তগণে, স্বরূপ প্রচার।
মৎস্য কূর্ম্মাদি বরাহ, নৃহরি বামনদেহ,
জামদগ্ন্য রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ অবতার॥
কলিযুগে কল্কীরূপে, বিনাশিয়া ম্লেচ্ছভূপে,
পাপ রোগ হতে ধরায় করিবে উদ্ধার।
দিয়া ওপদতরণী, তারো দীনা সৌদামিনী,
এ ভবযন্ত্রণা প্রাণে সহে না হে আর॥

অথ নারদ ও পর্ব্বতের পুনঃ বৈকুণ্ঠে যাত্রা।

ত্রিপদী।

পূর্ব্বজন্মে যে শ্রীমতী, পাইতে শ্রীপতি পতি,
অতি কষ্টে তপ আচরিলা।
সেই পুণ্যফলে সতী, পাইলেন রমাপতি,
হরি মনোবাঞ্ছা পূরাইলা॥
অতঃপর যে প্রসঙ্গ, নারদ পর্ব্বতে রঙ্গ,
মনোভঙ্গ হৈল দোঁহাকার।
দুই জন ক্রোধমন, যান বৈকুণ্ঠভুবন,
নেত্রে অগ্নি জ্বলে অনিবার॥
হরি অতি ভীতমনে, শ্রীমতীকে সম্বোধনে,
কহিলেন বিপদ ঘটিল।
শীঘ্র গুপ্তস্থানে গিয়া, লুকাইয়া রহ গিয়া,
নারদ পর্ব্বত যে আইল॥
শ্রীপতিবাক্যে শ্রীমতী, হাস্যমুখে শীঘ্রগতি,
গুপ্তস্থানে লুকাইলা সতী।
মুনিদ্বয় ক্রোধমনে, আসি হরিসন্নিধানে,
কহিলেন নরহরি প্রতি॥
আমা দোঁহা প্রবঞ্চিয়া, কন্যা আনিলে হরিয়া,
মায়া করি গুপ্ত রূপ ধরি।
তাহা শুনি চক্রধারী, কর্ণে হস্তার্পণ করি,
কন একি কথা হরি! হরি!

শুন কহি মুনিদ্বয়, এ কর্ম্ম আমার নয়,
নারী হরি কি ফল আমার।
কমলা নাম রমণী, রমণীর শিরোমণি,
কি কাজ সামান্য নারী আর॥
নারদ দুঃখিত মনে, কহিলা হরির কাণে,
কহ ওহে দেব ভগবান্।
মম মুখ কি কারণ, হইল বানরানন,
সত্য কহ অদিতিসন্তান॥
এত শুনি নারায়ণ, নারদের প্রতি কন,
দেব-ঋষি শুন বিবরণ।
তুমি যাচিলে যে বর, পর্ব্বত চাহে সে বর,
দোঁহাকেই করি বরার্পণ।
দোঁহে মম ভক্ত স্থির, আমি বশ ভকতির,
সে কারণে দিয়াছি হে বর।
তাই দোঁহার বদন, হইল বানরানন,
সত্যকথা শুন ঋষিবর॥
চক্রস্পর্শে কহি মুনি, আমি কিছু নাহি জানি,
ক্রোধ ত্যজ বচনে আমার।
অতএব স্থির মনে, যাও দোঁহে নিজ স্থানে,
দ্বন্দ্বে কিবা ফল হবে আর॥
মুনি কন হরি প্রতি, শুন দেব রমাপতি,
দ্বিকর ধনুকবাণ করে।

অলক্ষিতভাবে আসি, আমাদের মধ্যে বসি,
রাজবালা সেই জন হরে॥
হরি কন মুনিবর, আমি ত নহি হিকর,
দেখ চতুর্ভুজ চক্র করে।
অতএব মহাশয়, এ কর্ম্ম আমার নয়,
বুঝে দেখ আপন অন্তরে॥
আছে কত মায়াধারী, হরিল রাজকুমারী,
হইয়া গিয়াছে যা হবার।
শুন দুই ঋষিরাজ, দ্বন্দ্বে আর নাহি কাজ,
ক্রোধ ত্যজ বাক্যেতে আমার॥
হরির অনন্ত লীলা, কে বুঝিবে বাক্যছলা,
মুনিদ্বয় বিশ্বাস করিলা।
তব পদে সদা মতি, থাকে যেন রমাপতি,
এই ভিক্ষা চাহে এ অবলা॥

অথ ঋষিদ্বয়ের পুনঃ রাজসভায় গমন ও অম্বরীশকে শাপপ্রদান
এবং চক্রকৃত মুনিদ্বয়ের দুরবস্থা।

পয়ার।

শুনি শ্রীহরির বাক্য ঋষি দুই জন।
প্রণাম করিয়া দোঁহে হরিপ্রতি কন॥

বুঝিলাম তব দোষ নহে নারায়ণ।
ইহাতে নৃপতি যত দোষের কারণ॥
এত বলি বিদায় হইয়া দুইজন।
পুনঃ রাজসভাতে দিলেন দরশন॥
ক্রোধিত দেখিয়া রাজা দুই মুনিবরে।
সভায় সম্মুখে দাণ্ডাইলা যোড়করে॥
নারদ পর্ব্বত ডাকি কহিলা রাজনে।
আমা দোঁহা বঞ্চি কন্যা দিলা অন্যজনে॥
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে হইয়া অজ্ঞান।
আমাদের ডাকিয়া করিলে অপমান॥
এই পাপে তমোরাশি হইয়া উত্থিত।
আচ্ছন্ন তোমার দেহ করিবে ত্বরিত॥
না দেখিবে নিজ দেহ সেই অন্ধকারে।
শাপ দিয়া দুই জন চলিল সত্বরে॥
শাপমাত্রে উপজিল ঘোর অন্ধকার।
নৃপতির প্রতি ধায় করিয়া চীৎকার॥
তমোরাশি দেখি রাজা অতি ভীতমন
করযোড়ে করিলেন চক্রের স্মরণ॥
রাজার রক্ষক সেই চক্র সুদর্শন।
তমোরাশি প্রতি ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
তমোরাশি সুদর্শনে করি দরশন।
ভয়ে নৃপে ছাড়ি যায় যথা মুনিগণ॥

তমো আর চক্রে দেখি দুই মুনিবর।
ধাইলেন দোঁহে অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
প্রাণভয়ে বেগে চলিলেন দুই জন।
ত্রিভুবন দোঁহে করিলেন পর্য্যটন॥
কোথাও নাহিক রক্ষা ভাবি মনে মন।
ধাইতে ধাইতে যান বৈকুণ্ঠভুবন॥
দোঁহার দুর্দ্দশা হরি করি দরশন।
তিষ্ঠ বলি চক্রে শান্ত করি হরি কন॥
কি কারণে দ্বন্দ্ব কর কহ সর্ব্বজন।
তাহা শুনি কহিলেন চক্র সুদর্শন॥
এই দুই মুনি হয় পাপাশয় অতি।
বিনাদোষে অম্বরীশে শাপিল সম্প্রতি॥
সেই দোষে অদ্য বিনাশিব মুনিদ্বয়।
এখনি বধিতে আজ্ঞা কর দয়াময়॥
অতঃপর চক্রে শান্ত করি নারায়ণ।
তমোকে সম্ভাষি কন মধুর বচন॥
অম্বরীশ আর এই মুনি দুই জনে।
ক্ষমা কর তমোরাশি মম ভক্তজ্ঞানে॥
ভক্তের জীবনরক্ষাকারী সুদর্শন।
চক্রে ক্ষমা কর মুনিগণ সে কারণ॥
বুঝিয়া বিষ্ণুর মায়া দুই মুনিবর।
বিষ্ণুকে দিলেন শাপ ক্রোধিত অন্তর॥

যেরূপ ধরিয়া হরি হরিলে শ্রীমতী।
সেই রূপে নরলোকে জন্মিবে শ্রীপতি॥
অম্বরীশবংশে দশরথের তনয়।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম লইবে নিশ্চয়॥
শ্রীমতীও হইবেন ধরণীর সুতা।
হরিবে রাক্ষসে তাঁরে না হবে অন্যথা॥
রাক্ষসী-ধর্ম্মেতে তুমি হরিলে শ্রীমতী।
তব পত্নী রাক্ষসে হরিবে হে শ্রীপতি॥
না পেয়ে শ্রীমতী মোরা যেরূপ কাতর।
ততোধিক বিরহে জ্বলিবে হে শ্রীধর॥
শুনিয়া দোঁহার শাপ দেব নারায়ণ।
কহিলেন মুনিদ্বয়ে করিয়া সান্ত্বন॥
অম্বরীশবংশে আমি জন্মিব নিশ্চয়।
হইব পুণ্যাত্মা দশরথের তনয়॥
লক্ষ্মণ নামেতে মম হইবে অনুজ।
ভরত হইবে মম সম ডানি ভুজ॥
শত্রুঘ্ন নামেতে তাঁর হবে সহকারী।
ব্রাহ্মণের শাপ কভু খণ্ডিতে না পারি॥
অতএব চক্র তুমি করহ গমন।
তমোরাশি শুন এবে আমার বচন॥
রামরূপে যবে আমি হইব উদয়।
সেই কালে মম অঙ্গে করিবে আশ্রয়॥

নৃপেরে ছাড়িয়া তুমি যাও স্থানান্তর।
এত বলি সকলেরে তুষিলা শ্রীধর ॥
বিদায় হইয়া সবে করিল গমন।
দেবী কহে অন্তে হরি দিও শ্রীচরণ ॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবিবরণ।

লঘু ত্রিপদী।

হরির আজ্ঞায়, তমো দূরে যায়,
সুদর্শন শান্ত হইলা পরে।
দুই মুনিবরে, দুঃখিত অন্তরে,
প্রণমি শ্রীধরে গমন করে ॥
যাইতে যাইতে, দুই মহামতে,
প্রতিজ্ঞা করিলা শপথ করি।
থাকিতে জীবন, আমরা দুজন,
করিব না কভু গ্রহণ নারী ॥
প্রতিজ্ঞা বন্ধন, করি দুই জন,
তপ আচরণে দিলেন মন।
পরে এইরূপ, অম্বরীশ ভূপ,
হইলেন মুনিশাপে মোচন ॥
রাজা মহাতেজা, সুখে পালি প্রজা,
অন্তেতে বৈকুণ্ঠে করিলা বাস।

ভক্তের বচন, রক্ষার কারণ,
দেব নারায়ণ করিলা আশ ॥
রাম রূপ ধরি, ভুবি অবতরি,
তমোরাশি আসি ধরিল তাঁরে।
হৈলে প্রয়োজন, সদা বিস্মরণ,
সতত অসুখী নিজ অন্তরে ॥
করি প্রবঞ্চন, নিজে নারায়ণ,
মুনিশাপে নর হইলা হরি।
অতএব শুন, অহে বিজ্ঞগণ,
কোরো না বঞ্চনা ছলনা করি ॥
জগত আধার, রাম অবতার,
জন্ম যে কারণ ধরণীধামে।
শ্রীহরি মায়ার, মাহাত্ম্য রাজার,
করিয়া বিস্তার বলিছি ক্রমে ॥
যেই জন ভণে, অথবা যে শুনে,
শ্রীহরির এই মায়ার সার।
মায়ামোহ নাশ, অন্তে স্বর্গে বাস,
শমনের ভয় না হয় তার ॥
শ্রীরামের জন্ম, শ্রীরামের কর্ম্ম,
লিখে পঠে অনুমোদন করে।
হলে বিপ্রজাতি, বিষ্ণুপদে স্থিতি,
পলায় শমন তাঁহার ডরে ॥

সৌদামিনী কয়, রাম দয়াময়,
পতিতে তারিতে ওপদতরী।
পতিত আমার, সম নাহি আর,
রাখ হে মহিমা ভিক্ষা পদে করি॥

অথ কৌশিকমুনির উপাখ্যান।

পয়ার।

অতঃপর ভরদ্বাজ কর হে শ্রবণ।
কৌশিক নামেতে এক ছিলেন ব্রাহ্মণ॥
বাসুদেবভক্ত রত হরিগুণগানে।
শয়নে স্বপনে উপবেশনে বা দানে॥
হরিপদে নিষ্ঠা রতি শুচি দ্বিজবর।
তান মানে রত গানে প্রফুল্ল অন্তর॥
মূর্চ্ছনাদি যোগে হরিক্ষেত্রে করি গান।
ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন মতিমান্॥
পদ্মাক্ষ নামেতে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
অন্নদানে তুষিলেন কৌশিকের মন॥
সশিষ্যে কৌশিক দ্বিজ গানেতে মগন।
পদ্মাক্ষ সভক্তিভাবে করেন শ্রবণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য তিন জাতি।
কৌশিকের সপ্ত শিষ্য অতি শুদ্ধমতি॥

হরির পরম ভক্ত অতি জ্ঞানবান্।
সপ্ত জন একমন একই সমান ॥
পদ্মাক্ষ দিতেন অন্ন এই অষ্ট জনে।
করিতেন দ্বিজ গান অতি হৃষ্টমনে ॥
হরিক্ষেত্রে হরিগুণ করিতেন গান।
পরে শুন মুনিবর অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
মালব নামেতে এক বৈদ্যচূড়ামণি।
হরিক্ষেত্রে দীপমালা করিতেন তিনি ॥
পতিব্রতা সতী সেই মালব-রমণী।
মালতী তাঁহার নাম পতিপরায়ণী ॥
করেন লেপন ক্ষেত্র যোগমায়াবলে।
শুনিতেন পতিসহ গান কুতূহলে ॥
গানেতে পরম প্রীত হৈত তাঁর মন।
সেবাতে কৌশিকে সদা করেন তোষণ ॥
কৌশিকের যত কর্ম্ম নিজ করে করি।
শুনিতেন গান তাঁর দিবস শর্ব্বরী ॥
সংসার বিদিত সেই কলিঙ্গ ভূপতি।
নিজগণমুখে শুনি গানের সুখ্যাতি ॥
সভাতে কৌশিকে আনি কহিলা রাজন।
মম গুণ শিষ্য সহ গাও হে ব্রাহ্মণ ॥
পরম গায়ক তুমি করেছি শ্রবণ।
গাইয়া আমার গুণ তোষ সভাজন ॥

কৌশিক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলা রাজনে।
এ রসনা হরি বিনা কিছুই না জানে॥
সেই পদযুগে বাঁধা কৌশিকের মন;
না করি ইন্দ্রের স্তব শুন হে রাজন॥
কৌশিক কহিলা যদি এতেক বচন।
মালব শ্রীকর আদি কহে সপ্তজন॥
আমাদের শ্রোতৃগণ হরিনাম বিনে।
না শুনি ইন্দ্রের গান শ্রবণ মননে॥
তব গুণগান না শুনিব নৃপবর।
এত কহি সর্ব্বজন হন নিরুত্তর॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা অতি ক্রুদ্ধ মন।
কহিলেন গাও মম গুণ সভাজন॥
তা হলে অবশ্য শুনিবেন সর্ব্বজন।
রাজ আজ্ঞামাত্র গান করে সভ্যগণ॥

সভ্যগণকৃত রাজগুণগান।

ধন্য হে ভূপতি কলিঙ্গ ঈশ্বর।
তব যশে পরিপূর্ণ ধরা-ধরাধর॥
শান্ত দান্ত ক্ষমাবন্ত, গুণের না হয় অন্ত,
যাঁহার ভয়ে কৃতান্ত, পলায় পেয়ে হৃদে ডর।
তুমি রাজা ইন্দ্রসম, ধরাতলে নৃপোত্তম,
কে আছে হে তব সম, তাই ভাবি নিরন্তর॥

কর্ণে প্রবেশিবে গান এই ভাবি মনে।
কাষ্ঠশঙ্কু দিয়া কর্ণ রোধে দ্বিজগণে।
কৌশিক এবং তাঁর যত শিষ্যগণ।
সকলে আপন মনে করিল চিন্তন।
অকস্মাৎ নিজগুণ গাওয়াইল ভূপ।
জিহ্বাগ্র ছেদিলা সবে ভাবি এইরূপ।
ইহা দেখি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভূপতি।
দ্বিজগণে তাড়াইলা করিয়া দুর্গতি।
সর্ব্বস্ব হরণ আর করি অপমান।
মুনিগণে খেদাইল নৃপতি পাষাণ।
উত্তর দিকেতে সবে করিলা গমন।
কালক্রমে কালপ্রাপ্ত মরে দ্বিজগণ।
যমদূত যমালয়ে লইয়া চলিল।
পয়ার প্রবন্ধে সৌদামিনী বিরচিল।

অথ কৌশিকাদির যমালয় হইতে বৈকুণ্ঠে গমন।

ত্রিপদী।

দেখি হরিভক্তগণে, শমন সভয় মনে,
জিজ্ঞাসা করেন সর্ব্বজনে।
ওহে হরিভক্তগণ, মম পুরে কি কারণ,
কি করিব কহ হে এক্ষণে॥
ব্রহ্মা নিজ মনে জানি, কহিলেন দৈববাণী,
হরিভক্ত যত দ্বিজগণে।

করি হরিসংকীর্ত্তন, তুষিয়াছে নারায়ণ,
কেন যাবে শমনভবনে ॥
নিজ হিতে যদি মন, থাকে শুন দেবগণ,
দেবত্ব যদ্যপি বাঞ্ছা কর।
তবে মম সন্নিধানে, আন হরিভক্তগণে,
শুন ওহে প্রধান অমর ॥
পিতামহের বচনে, দেবগণ ভীত মনে,
যমালয়ে করিলা গমন।
হে পদ্মাক্ষ হেমালতি, হেকৌশিক বাক্যে ইতি
সাদরে করিয়া সম্বোধন ॥
গিয়া যমসন্নিধানে, লয়ে হরিভক্ত গণে,
ব্রহ্মলোকে করেন গমন।
দেখিয়াকৌশিক আদি, গাত্রোত্থানে যথাবিধি
বিধি করিলেন সম্ভাষণ ॥
একত্রেতে দেব যত, জিজ্ঞাসে সবে স্বাগত,
ব্রহ্মলোকে হৈল কোলাহল।
ভক্তের আদর অতি, জানি তুষ্ট লক্ষ্মীপতি
অন্তর্যামী জানিলা সকল।
হরিভক্ত-সমাদর, দেখি ব্রহ্মা হর্ষান্তর,
কৌশিকাদি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণে।
সঙ্গে লয়ে হর্ষমনে, চলিলা বিষ্ণুসদনে,
মানস শ্রীহরি দরশনে।

পয়ার।

কৌশিকাদি ব্রহ্মাসহ ব্রহ্মলোকে গিয়া।
আহ্লাদে প্রফুল্ল সবে শ্রীকান্তে দেখিয়া॥
বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্র-রতন।
শ্বেতদ্বীপনিবাসী মহাত্মা যত জন॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে।
পাপহীন অষ্টাশীতি সহস্র অমরে॥
অস্মদাদি নারদ সনক সনাতন।
সুন্দরীগণেতে সেবে শ্রীবিষ্ণুচরণ॥
সহস্র যোজন দীর্ঘে আড়ে সুবিস্তার।
নানা রত্নে সুশোভিত সহস্রেক দ্বার॥
মুক্তা মণি মাণিক্য মণ্ডিত রত্নাসনে।
উপবিষ্ট নারায়ণ মহা হর্ষ মনে।
ভক্ত-প্রতিপালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণে।
চাহিয়া ছিলেন হরি সে সবার পানে।
এমত সময়ে ব্রহ্মা কৌশিকাদি লয়ে।
উপস্থিত হইলেন বৈকুণ্ঠে আসিয়ে।
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করি নারায়ণে।
চতুষ্কর যোড়ে স্তব চতুর আননে।

ব্রহ্মাকৃত নারায়ণের অষ্টোত্তর শত নাম স্তব।

মিশ্রচ্ছন্দ।

জন অর্দ্দ জনার্দ্দন তারণ হে।
জগদীশ যমত্রাস-বারণ হে।
জগদাধার নিস্তার কারণ হে।
জগ স্বজন পালন মারণ হে।
জয় যাদব মাধব বামন হে।
জয় দুষ্ট কংসাসুর নাশন হে।
যমুনাজলকেলি-কদম্বমূলে।
বিহারি বিহার কর লীলাছলে।
নীলগিরিবরে জগন্নাথ স্বামী।
গয়াসুর উদ্ধার কারণ তুমি।
দীনবন্ধু অনাথের নাথ হরি।
গোবৎস প্রলম্ব ধনুক অরি।
শ্রীরাম, জামদগ্ন্য দর্পহর।
রাবণ নাশন সীতোদ্ধার কর।
তুমি অদ্ভুত বামন বালক হে।
ধ্রুব প্রহ্লাদ উদ্ধার কারক হে।
গোপীকান্ত গো-পালক পালক হে।
বসুনন্দন নন্দপ্রবঞ্চক হে।
কমঠো নরসিংহ বরাহতনু।
তব নেত্র সুধাংশু অনল ভানু।

শ্রীমান শ্রীপতি শ্রীধারক হে।
শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধন বাহক হে।
প্রকাণ্ড বিরাট মূরতি ধারী।
রমাকান্ত রাধিকা মানসহারী।
বৃন্দাবন বিহারী দয়াময় হে।
দ্বারকানাথ গোলোক আলয় হে।
বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ শ্যামল হে।
মলহারী সুনির্ম্মল বিমল হে।
নিত্যানন্দ চৈতন্যে চৈতন্যকারী।
চিদানন্দ সদানন্দ হৃদিচারী।
ধরা স্বর্গ পাতালাদি তব হতে।
তুমি সর্ব্বাধার আছ সর্ব্বভূতে।
আমি দীনা অধীনা রমণী জাতি।
কিবা জানি নাথ তব স্তব স্তুতি।
অনন্তের অন্ত শম্ভু নাহি জানে।
সৌদামিনী কি জানে বিহীনা জ্ঞানে।
তরুণীকে দিও নাথ পদতরী।
নির্গুণ গুণনিধি কৃপা করি।

পয়ার।

ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট কমললোচন।
স্বাগত সম্ভাষি সবে করেন তোষণ।

সকলের অন্তর্যামি দেব নারায়ণ।
হিরণ্যগর্ভের প্রতি কহেন তখন।
কুশদ্বীপনিবাসী যে কৌশিক ব্রাহ্মণ।
তাঁর সহচারী আদি আর যত জন।
সাধ্যগণ সহ দেহ তাঁহাদের স্থান।
থাকিবে সুকুতূহলে শুনি মম গান।
পরে কহিলেন হরি কৌশিকের প্রতি।
দিগন্ধ নামেতে তুমি হও গণপতি।
চিরকাল মম পুরে বসতি করিয়া।
হরিনামামৃত পিবে শ্রবণ ভরিয়া।
মালব মালতী প্রতি কহিলা শ্রীপতি।
শুন বৈশ্য দ্বিজরাজ আমার ভারতি।
চিরকাল পত্নীসহ হরষিত মনে।
শুন মম গুণগান থাকি মম স্থানে।
পদ্মাক্ষের প্রতি হরি কহেন তখন।
ধন অধিপতি তুমি হও হে এখন।
বহু ধনে ধনী তুমি হবে ধনদাতা।
তোমাকে করিবে স্তব গণের দেবতা।
ঐকান্তিক ভক্ত যাঁরা মগ্ন মম গানে।
না শুনে অন্যের গান কর্ণ আচ্ছাদনে।
দেবত্ব পাইবে হবে দেবের মূরতি।
বৈকুণ্ঠে পরম সুখে করিবে বসতি।

ত্রিলোক ঈশ্বর হরি এই কথা বলি।
হইলেন উপবিষ্ট তথা বনমালী।
স্বীয় করে পালন করিয়া ভক্তগণে।
ভক্ত লোক সহ বাস বৈকুণ্ঠভুবনে।
হরির জীবন ভক্ত ভক্ত আভরণ।
ভৃগুপদচিহ্ন হৃদে করিলা ধারণ।
ভক্তবৃন্দ লয়ে হ'য়ে অতি সুশোভিত।
রহিলেন হয়ে ভক্ত-মালায় বেষ্টিত।
ভক্তের অধীন হরি বেদের বচন।
দেহি মে অচলা ভক্তি সৌদামিনী কন।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত কৌশিক্যাদির বৈকুণ্ঠে গমন নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম-সর্গ।

অথ নারদ মুনি লক্ষ্মীকে শাপ দেন।

পয়ার।

বীণাবাদ্যবিশারদ যত সিদ্ধগণে।
কৌশিকে তুষিলা সবে হরিগুণগানে।
হেনকালে বিষ্ণুপ্রিয়া গরুড়বাহনে।
বেষ্টিতা হইয়া সহস্রেক দাসীগণে।

বেত্র করে সহস্রেক কোটী লোকগণ।
কমলার অগ্রে পাছে ধায় সর্ব্বজন।
সুমধুর গানবাদ্য শুনিতে শুনিতে।
আইলেন রমা রমাকান্তের সাক্ষাতে।
ব্রহ্মা আদি দেব আর ঋষি মুনিগণে।
দেখি শ্রেষ্ঠ চেড়ীগণ অতি ক্রোধ মনে।
তর্জ্জনা করিয়া সবে দূরে সরাইয়া।
বিষ্ণু সন্নিধানে যান হর্ষিতা হইয়া।
ব্রহ্মা আদি সবে করি বাহিরে গমন।
নারায়ণে করিলেন বিবিধ স্তবন।
হইয়াছে আমাদের সমুচিত ফল।
এত কহি যান সবে নিজ নিজ স্থল।
হেনকালে তুম্বুরু নামেতে ঋষিবরে।
লইলেন কমলা পরম সমাদরে।
বিবিধ মূর্চ্ছনা বীণাযন্ত্রে দিয়া তান।
স্বরূপ স্বরবিশেষে রাগরঙ্গে গান।

অথ তুম্বুরুকৃত সংগীত।

ভজ রে মানস সদা ভজ লক্ষ্মীনারায়ণ।
ধরি ধ্যানে হৃদাসনে বসাও করি সযতন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ, চিন্ত রে চিত্ত সতত,
হবে চির নিরাপদ, ভাব মুদি দু-নয়ন।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, শোভিত শ্রীকর-পদ,
যোগির অতি আরাধ্য, সেই নিত্য সত্যধন।
স্বর্ণ নবজলধর, কটীতটে পীতাম্বর,
ক্ষণপ্রভা জলধর, যথা হয় সুশোভন।
তুমি নাথ নবঘন, আমার হৃদয়ধন,
বিনা ঘন কি কখন, দামিনী হয় সুশোভন।

কৌশিক বিষ্ণুর সহ শুনিলেন গান।
তুম্বুরুর সঙ্গীতে পরম প্রীতি পান।
উত্তম বসন আদি রত্ন অলঙ্কার।
গায়কে দিলেন হরি সুখে পুরস্কার।
হইয়া পরম তুষ্ট তুম্বুরু তখন।
বিষ্ণুপুব হৈতে পরে করেন গমন।
অবশিষ্ট দেবতা প্রণমি বিষ্ণুপায়।
জয় শব্দ কোলাহলে হইলা বিদায়।
কুটীল নারদ দেখি তুম্বুরু আদর।
বিষাদসাগরে মগ্ন অতি দুঃখান্তর।
চেড়ীর তাড়নে পেয়ে অতি মনস্তাপ।
সক্রোধে নারদ লক্ষ্মী প্রতি দেন শাপ।
সন্তানেরে তাড়াইলি রাক্ষসী আচারে।
শীঘ্র জন্ম লও গিয়া রাক্ষসী উদরে।

যেমন তোমার দাসী করি অহঙ্কার।
তাড়াইল বেত্রাঘাত করিয়া প্রহার।
রাক্ষসী গর্ভেতে তুমি যখন জন্মিবে।
জন্মমাত্র ভূতলেতে তোমাকে পোঁথিবে।
নারদের শাপে কাঁপে এ তিন সংসার।
ব্রহ্মাদি অমরগণ করে হাহাকার।
কহে দেবী সৌদামিনী একাক্ষী কমলা।
দেবর্ষি তাহার সমুচিত ফল দিলা।

অথ নারায়ণ নারদকে সান্ত্বনা করিয়া গান শিক্ষার্থে উপদেশ প্রদান করেন এবং গান শিক্ষার্থে দেবর্ষি মানসোত্তর পর্ব্বতে গমন করেন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

অনন্তর মহামুনি, মনে মহা দুঃখ গণি,
কহিলেন ধিক্ ধিক্ মোরে।
প্রথমে বিষ্ণুকে শাপি, হইয়াছি মহাপাপী,
শেষে শাপিলাম কমলারে।
আহা কি দুঃখের কথা, মরমে রহিল ব্যথা,
কি কুক্ষণে তুম্বুরু আইল।
তুম্বুরুর কিবা দোষ, ঈর্ষ্যায় করিয়া রোষ,
জন্মাবধি কলঙ্ক রহিল।

কি কারণে চেড়ীগণ, তাড়াইল অকারণ;
সে কারণে বিপদ ঘটিল।
কি করিব এ জীবনে,যাইব না কোন স্থানে
কান্দি মুনি অধৈর্য্য হইল।
নিদারুণ শাপ জানি, রমা সহ চক্রপাণী,
আইলেন দেবর্ষি সাক্ষাতে।
লক্ষ্মী তুষ্টা হয়ে অতি, কহেন মুনির প্রতি,
কৃতাঞ্জলিপুটে যোড়হাতে।
দিয়াছ যে শাপ মুনি, অন্যথা না হবে বাণী,
কিন্তু এক ভিক্ষা মোরে দিবে।
যে রাক্ষসী মুনিরক্ত, পানে হইবে আসক্ত,
সেই রক্তে মম জন্ম হবে।
লক্ষ্মীর প্রার্থনা শুনি, স্বীকার করেন মুনি,
পূর্ণ তব হইবে মানস।
অনন্তর নারায়ণ, দেবর্ষির প্রতি কন,
আমি অতি সঙ্গীতের বশ।
তীর্থব্রত আদি দানে, ততোধিক ফল গানে
গানে মুক্তি কৌশিক পাইল।
তানে মানে করি গান, তুম্বুরু ভক্তপ্রধান,
দেখ মোরে সন্তুষ্ট করিল।
যদি শিক্ষা কর গান, মূর্চ্ছনাদি তালমান,
তবে শুন আমার বচন।

মানসোত্তর পর্ব্বতে, যাও তুমি মহামতে,
গানবন্ধু পেচকসদন।
করি বহু সমাদর, তোমাকে পেচকবর,
শিখাইবে গান মনোনীত।
এত শুনি মহামুনি, প্রণমিয়া চক্রপাণি,
চলিলেন হইয়া ত্বরিত।
পর্ব্বত মানসোত্তর, গিয়া দেখে মুনিবর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষগণ।
গানবন্ধুকে বেষ্টিত করি বসি চতুর্ভিত,
গানশিক্ষা করে সর্ব্বজন।

অথ গানবন্ধু পেচকের নিকট মহর্ষি নারদের গানশিক্ষা ও গানবন্ধুর পূর্ব্ববিবরণ শ্রবণ।

পয়ার।

গানবন্ধু পেচক দেখিয়া মুনিবরে।
প্রণমিয়া যোড়করে তোষে সমাদরে।
উঠি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত সম্ভাষে।
কি হেতু মুনীন্দ্র অদ্য অধম আবাসে।
কি করিব তব প্রীতে কহ মুনিবর।
তুষ্ট হয়ে নারদ কহেন অতঃপর।
শুন হে উলূকশ্রেষ্ঠ মম বিবরণ।
যেহেতু তোমার গৃহে মম আগমন।

শুনিলে আশ্চর্য্য হবে সে সকল কথা,
আসিয়াছি হৃদয়ে পাইয়া বড় ব্যথা।
হরি দরশনে মোরা বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
গিয়াছিলাম ব্রহ্মাদি অমর সর্ব্বজনে।
হেন কালে লক্ষ্মী আসি গরুড়বাহনে,
বেত্রাঘাতে তাড়াইলা আমা সর্ব্বজনে।
ডাকিয়া তুম্বুরু দ্বিজে করিয়া সম্মান,
লক্ষ্মীনারায়ণ শুনিলেন তাঁর গান।
তাড়িত হইয়া মোরা যাই স্থানান্তর,
গানেতে কৌশিক দ্বিজ হৈল গণেশ্বর।
কৌশিকাদি শুনে তথা তুম্বুরুর গান,
ব্রহ্মাদি আমরা তথা নাহি পাই স্থান।
গানযোগে গাণপত্য কৌশিক পাইল,
আমাদের তপ যোগে কি ফল ফলিল।
অপমানে দুঃখান্তর হইলাম অতি,
তাহা জানি কৃপা করি কহিলা শ্রীপতি।
মানসোত্তর পর্ব্বতে উলূক প্রধান,
গানবন্ধু নাম ধরে অতি মতিমান্।
যদি তব ইচ্ছা হয় শিখিবারে গান,
অবিলম্বে যাও তুমি পেচকের স্থান।
হরিবাক্যে তব স্থানে মম আগমন,
হইলাম তব শিষ্য পূরাও মনন।

যহাযশা গানবন্ধু মুনি প্রতি কন,
আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত মম করুন শ্রবণ।
ভুবনেশ নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে,
দানশীল নৃপবর খ্যাত ভূমণ্ডলে।
বহু অশ্বমেধ বাজপেয় আদি করি,
সুবর্ণ মাণিক্য মণি দেন দণ্ডধারী।
হস্তি অশ্ব গাভী কন্যা আদি করি দান,
বিপ্রগণে তুষিতেন নৃপেন্দ্রপ্রধান।
কিন্তু এক নিয়ম করিল নৃপবর,
কেহ না গাইবে গান রাজ্যের ভিতর
মম রাজ্যে দেবপক্ষে যে করিবে গান,
সে হবে আমার বধ্য লব তার প্রাণ।
বেদবিধিমতে বিপ্র দেবতা তুষিবে,
অন্যথা করিলে মম বধার্হ হইবে।
মাগধ সূত প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যা আদি,
তাহারা করিবে গান বাদ্য যথাবিধি।
এই আজ্ঞা দিয়া রাজা পালেন পৃথিবী,
পয়ার প্রবন্ধে কহে সৌদামিনী দেবী।

অথ হরিমিত্রের প্রসঙ্গ।

পয়ার।

রাজার রাজ্যেতে হরিমিত্র দ্বিজবর,
শীতোষ্ণ-সহিষ্ণু হরিভক্ত গুণাকর।
নদীতীরে বিষ্ণুমূর্ত্তি করিয়া স্থাপন,
ধূপ ধূনা দধি দুগ্ধ করি আয়োজন।
ভক্তিভাবে শ্রীহরিকে পূজিয়া ধীমান্,
রাগরঙ্গে তালে মানে হরিগুণ গান।
হরিনাম গান শুনি রাজদূতগণ,
ব্রাহ্মণে লইয়া যায় নৃপতি সদন।
আমূল বৃত্তান্ত দূত রাজাকে জানায়,
শুনিয়া গানের কথা ক্রুদ্ধ নররায়।
বিবিধ ভৎর্সনা করি হরিদ্বিজবরে,
সর্ব্বস্ব হরণ করি তাড়াইল দূরে।
হরির স্থাপিত সেই শ্রীহরি-মুরতি,
না দেখিল নেত্রে রাজা হয়ে ক্রুদ্ধমতি।
বহুকাল পরে রাজা কালপ্রাপ্ত হন,
জীবনান্তে পেচক হইল সে রাজন।
বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া অতঃপর,
নাহি পান খাদ্য কিছু ক্ষুধায় কাতর।
অধৈর্য্য হইয়া যমে কহিল তখন,
হইতেছে ক্ষুধাতে জীবন জ্বালাতন।

অতি দুঃখী আমি হই অতি পাপকারী,
কি করিব কোথা যাব বুঝিতে না পারি।
ধর্ম্মতঃ বিচারকর্ত্তা কহেন শমন,
সজ্ঞানত মহাপাপ করেছ রাজন।
হরিভক্ত.হরিমিত্র হরিনামগানে,
আছিলেন মগ্ন বিপ্র নামামৃতপানে।
হরিয়া সর্ব্বস্ব হরিমিত্রে তাড়াইলে,
হরির স্থাপিত হরিপূজা না করিলে।
হরি অর্চ্চনার দ্রব্য তব দূতগণ,
কতক করিল নষ্ট কতক ভোজন।
হরিনামগানে বাধা দিয়াছ বিস্তর,
সেই মহাপাপে পাপী তুমি দণ্ডধর।
পাপহেতু স্বর্গগতি হইয়াছে নাশ,
ভূধর-কোটরে তুমি কর গিয়া বাস।
পূর্ব্বত্যক্ত মৃতদেহ করিয়া কর্ত্তন,
মন্বন্তরাবধি থাক করিয়া ভোজন।
নরক সদৃশ সেই মৃত কলেবর,
নিজ কর্ম্মফলে গিয়া ভক্ষ নৃপবর।
যে কর্ম্ম করেছ তুমি হইয়া নিষ্ঠুর,
এক মন্বন্তরান্তরে হইবে কুকুর।
ধরাতে ভ্রমিবে হয়ে মনুষ্যঘৃণিত,
পরে নরদেহ পাবে এ কথা নিশ্চিত।

এই মত কহিলেন শমন-ঈশ্বর,
সৌদামিনী কহে মুনি শুন অতঃপর।

অথ হরিমিত্রের নিকট পেচকের আত্মবিবরণ নিবেদন ও গানবন্ধুকে হরিমিত্র বর প্রদান করেন।

লঘু ত্রিপদী।

শুন অতঃপর, ওহে মুনিবর,
সে অবধি মম এখানে বাস।
হয়ে পেঁচা পাখী, সতত অসুখী,
মৃতদেহ ভক্ষি দ্বাদশ মাস॥
কিছু দিন পর, হরিদ্বিজবর,
দেব-কলেবর তেজস্বী অতি।
চাপিয়া বিমানে, বিষ্ণুদূতগণে,
হইয়া বেষ্টিত হরিষ মতি॥
অর্কবর্ণ রথে, যান স্বর্গপথে,
পথিমধ্যে মোরে দর্শন করি।
ভুবন রাজার, সে মৃত্যু আকার,
সম্মুখে আমার দেখিয়া হরি॥
হয়ে কৃপাবান্, দ্বিজেন্দ্রপ্রধান,
জিজ্ঞাসিলা মম নিকটে আসি।
শবের আকৃতি, ভুবন ভূপতি,
কেন তুমি শব নিকটে বসি॥

শবের আকার, আহার তোমার,
উপক্রম কেন উলূকবর।
তাঁহার বচনে, সজল নয়নে,
কহিলাম যুড়ি যুগল কর॥
কাহিনী আমার, করিয়া বিস্তার,
কহি সমুদয় দ্বিজেন্দ্রস্থল।
হইয়া অজ্ঞান, তব অপমান,
করেছিলাম ইহা তাহারই ফল॥
মৃত কলেবর, এক মন্বন্তর,
করিব ভক্ষণ দেবের বাণী।
মন্বন্তরান্তরে, কুকুর আকারে,
জন্ম ধরা'পরে হইবে জানি॥
পাপশেষে তবে, নরজন্ম হবে,
দেবের বচন অন্যথা নয়।
হয়ে একমন, রাঘবচরণ,
হৃদয়ে ধরিয়া দামিনী কয়॥

পয়ার।

মম দুঃখ শুনি হরি হয়ে কৃপাবান্।
কহিলেন ভয় ত্যজ উলূকপ্রধান্॥
তব অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবে।
কুকুরের জন্ম তব কভু না হইবে॥

মম প্রসন্নতা হেতু এই মৃতকায়।
এখনি অদৃশ্য হবে চিন্তা কিবা তায়॥
হইবে গায়কশ্রেষ্ঠ তুমি মহাজন।
নহিবে অন্যথা কভু সত্য এ বচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আদি দেবগণ।
সকলে শিখিবে গান তোমার সদন॥
সকলের গুরু তুমি হইবে এখন।
গানে হবে পাপক্ষয় তুষ্ট নারায়ণ॥
পাইবে উত্তম ভক্ষ্য বরেতে আমার।
এত দিনে দুঃখশেষ হইল তোমার॥
এইরূপে কহি বহু অমৃতবচন।
হরিপুরে হরিমিত্র করিলা গমন॥
হরিমিত্রবাক্যে বিষ্ণুদূতের সম্মতে।
সর্ব্ব কষ্ট নষ্ট মম হৈল হেন মতে॥
স্বভাবত বিষ্ণুভক্ত দয়ালু হৃদয়।
বহু অপরাধী প্রতি ক্রোধ নাহি রয়॥
এইরূপে গায়ক হয়েছি মহাশয়।
কহিলাম আমার বৃত্তান্ত সমুদয়॥
হরিমিত্র প্রসাদে গাইয়া হরিনাম।
পাইব শ্রীহরিপদ এই মনস্কাম॥
হে নারদ এই মম পূর্ব্বের কাহিনী।
শুনিলে পাতকে মুক্ত তরে বৈতরণী॥

শুনে ভণে আজ্ঞা দেয় আর যেবা গায়।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই বিষ্ণুলোকে যায়॥
হরিমিত্র উপাখ্যান সুধার আধার।
কহে দেবী সৌদামিনী রচিয়া পয়ার॥

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত হরিমিত্র উপাখ্যান না:
পঞ্চম-ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম-সর্গ।

অথ গান শিক্ষা করিয়া নারদের অহঙ্কার ও দর্পচূর্ণ।

পয়ার।

পুনঃ গানবন্ধু কহে শুন মুনিবর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সর কিন্নর॥
ইহাঁরা শিখেন গান আমার গোচর।
শ্রম করি গান শিক্ষা কর মুনিবর॥
কেবল তপস্যামাত্র তোমাদের ধন।
গানবিদ্যা তপে নাহি হয় কদাচন॥
পেচকের বাধ্য হয়ে মুনীন্দ্রপ্রধান।
উলকে মানিয়া গুরু শিখিলেন গান॥

মুনি প্রতি গানবন্ধু কহে অতঃপর।
লজ্জা ত্যজি গান শিক্ষা কর মুনিবর॥
বিদ্যাস্থানে গানে ধ্যানে ধনধান্যদানে।
ক্ষুতে স্ত্রীগমনে লজ্জা ত্যজিবে ধীমানে॥
স্বীয় অঙ্গ চালন কম্পন হাস্য ভয়।
নিজাঙ্গ দর্শন অন্যমন এই ছয়॥
অন্য দিকে দৃষ্টি এই সপ্ত দোষ হয়।
গানকালে বুদ্ধিমান ত্যজিবে নিশ্চয়॥
ক্ষুধার্ত্ত ভয়ার্ত্ত দর্শনার্থ যে পীড়িত।
চতুর্ব্বিধ লোকে গান করা অনুচিত॥
বীণাদি বাদন বিদ্যা নারদ ধীমান্।
শিক্ষা করিলেন গান সহ তাল মান॥
হইলেন সমস্ত রাগের ভাগকারী।
শিখিলেন কত স্বর বর্ণিতে না পারি॥
ছত্রিশ অযুত আর ছত্রিশ হাজার।
ছত্রিশ শতেক স্বর বিবিধ প্রকার॥
শিখিয়া নারদমুনি বহুবিধ গান।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সহ অতি প্রীতি পান॥
শিক্ষা করি বহু গান গানবন্ধুস্থান।
কহিলেন নারদ হইয়া হর্ষবান্॥
গানে সুপণ্ডিত তুমি হে উলূকবর।
তোমার কৃপায় গান শিখেছি বিস্তর॥

তব প্রীতে কি করিব কহ কাক-অরি।
শুনিয়া উলূক্ কহে যোড়কর করি॥
বিধাতার এক দিন চতুর্দ্দশ মনু।
তদনন্তে প্রলয় জানহ ব্রহ্মজনু॥
তাবৎ আমার যশ ঘুষিবে সংসার।
ইচ্ছামাত্র যেন শুভ হয় হে আমার॥
এই বর দেহ প্রভু হয়ে কৃপাবান্।
বলিলা তথাস্তু বাক্য নারদ ধীমান্॥
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধি অহে খগবর।
কল্পান্তরে হইবে গরুড় কলেবর॥
বিষ্ণুর বাহন হয়ে মুক্তিপদ পাবে।
অমোঘ আমার বাক্য অন্যথা না হবে॥
মঙ্গল হউক তব অহে খগরায়।
অতএব তব স্থানে হই হে বিদায়॥
অতঃপর বিদায় হইয়া মুনিবর।
তুম্বুরু জিনিতে যান ঈর্ষ্যা করি ভর॥
দেখিলেন তুম্বুরুর ভবন নিকট।
রমণী পুরুষাকৃতি অতীব বিকট॥
ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণ হস্তপদহীন।
ছিন্নবক্ষ ছিন্নতুণ্ড নয়ন বিহীন॥
অঙ্গুলি বিহীন কেহ অতি কদাকার।
দেখি মুনি জিজ্ঞাসেন নিকটে সবার॥

কে তোমরা কহ অহে অঙ্গহীনগণ।
এস্থানে রয়েছ সবে কিসের কারণ॥
এত শুনি কহে সবে নারদনন্দন।
তবকৃত অঙ্গহীন মোরা সর্ব্বজন॥
যবে তুমি কর গান অহে মুনিবর।
অঙ্গহীন রাগে মোরা ছিন্নকলেবর॥
তুম্বুরুর গানে পুনঃ নিজ অঙ্গ পাই।
দুঃখের কাহিনী মুনি তোমারে জানাই॥
নারদ করেন বধ বাঁচান তুম্বুর।
দেবর্ষি তুমিই দুঃখদায়ক ঠাকুর॥
নানা রাগ রাগিণী আমরা সর্ব্বজন।
অঙ্গহীন হইয়াছি তোমার কারণ॥
এত শুনি নারদ হইয়া দুঃখমন।
আপনা ধিক্কারি বহু করেন নিন্দন॥
তথা হৈতে শ্বেতদ্বীপে করেন গমন।
বিষ্ণুকে কহিলা মুনি যত বিবরণ॥
তব বাক্যে বহু শ্রমে শিখিলাম গান।
তথাপি না হইলাম তুম্বুরু সমান॥
এত শুনি নারায়ণ নারদেরে কন।
শুন কহি মুনিবর আমার বচন॥
গানবন্ধু স্থানে তুমি শিখেছ যে গান।
তাতে কি হইতে পার তুম্বুরু সমান॥

তুম্বুরুর সম হতে যদি ইচ্ছা কর।
সৌদামিনী কহে তবে হরিবাক্য ধর ॥

ত্রিপদী।

অষ্টাশীতি যুগ পরে, বৈবস্বত মন্বন্তরে,
যদুবংশে দেবকীজঠরে।
কৃষ্ণনামে ধরা'পরে, জন্ম বসুদেবঘরে-
লয়ে, বিনাশিব কংসাসুরে ॥
দ্বারকাতে মহামতি, যবে করিব বসতি,
সেই কালে তুমি তথা যাবে।
এই সব বিবরণ, মোরে করাবে স্মরণ,
পরে তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ॥
তাবৎ কালের তরে, দেব গন্ধর্ব্ব গোচরে,
শিখ গান দেবর্ষিপ্রধান।
সত্য মান মম বাণী, অন্যথা না হবে মুনি,
এত বলি হরি অন্তর্দ্ধান ॥
হরিবাক্যে মুনিবর, প্রণমিয়া অতঃপর,
বীণাস্কন্ধে চলিলা সত্বর।
দেব ঋষি ভেদজ্ঞান, হরিভক্তের প্রধান,
গান করি ভ্রমে চরাচর ॥
বারুণ আগ্নেয় যাম্য, ঐন্দ্র কৌবের বায়ব্য,
ঐশান নৈঋত্য অষ্ট হয়।

স্মরি হরিগুণগান, ভ্রমে মুনি সর্ব্বস্থান,
পরে শুন মুনি মহাশয়॥
দেবতা গন্ধর্ব্বকৃত, হয়ে সর্ব্বত্র পূজিত,
ব্রহ্মলোকে করেন গমন।
হাহা হুহু নামধর, দুই গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
গায়ক প্রধান দুই জন॥
দোঁহার নিকটে গান, শিখেন ঋষিপ্রধান,
হরিগুণগানে সদা রত।
ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত, হয়ে দেবর্ষি হর্ষিত,
ভ্রমে মুনি নিজ ইচ্ছামত॥

পয়ার।

বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া মুনিবর।
তুম্বুরুভবনে যান হরিষ অন্তর॥
তথা গিয়া ঋষীন্দ্র করেন দরশন।
রাগ সহ ক্রীড়াসক্ত রাগপত্নীগণ॥
তাহা দেখি মুনিরাজ হয়ে সলজ্জিত।
স্বর্গলোকে চলিলেন হইয়া ত্বরিত॥
পরে বহুকালান্তরে দেবকীগর্ভেতে।
বসুপুত্ররূপে হরি জন্মিলা ধরাতে॥
যদুবংশে কৃষ্ণনামে বিষ্ণু অবতার।
দ্বারকায় বাস করি, কংসেরে সংহার॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা অনুসারে নারদ ধীমান্।
চলিলেন দ্বারকায় হরিসন্নিধান ॥
যোড়করে প্রণমিয়া শ্রীহরিচরণে।
পূর্ব্বকথা স্মরণ করান সেই ক্ষণে ॥
শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুরূপে অনন্ত-শয্যায়।
শিক্ষা হেতু গান আজ্ঞা দিলেন আমায় ॥
সেই আজ্ঞা হেতু অদ্য মম আগমন ;
এত শুনি হৃষ্টচিত্তে হাসি হরি কন ॥
শুন জাম্বুবতী সতী আমার বচন।
নারদে শিখাও গান বীণার বাদন ॥
হরিবাক্যে জাম্বুবতী হরিষ বিধানে।
শিখাইলা গানবাদ্য বহু তান মানে ॥
সম্বৎসর পরে কহিলেন চক্রপাণি।
সত্যভামা স্থানে গান শিক্ষা কর মুনি।
সত্যভামায় প্রণমিয়া হরির বচনে।
বহু গান শিখিলেন তাঁহার সদনে।
অতঃপর নারদে কহিলা যদুমণি।
শিক্ষা কর গান গিয়া যথায় রুক্মিণী।
হরিবাক্যে চলিলেন রুক্মিণীর স্থান।
মুনি দেখি মহাদেবী করেন সম্মান।
মুনি প্রতি দাসীগণ কহে অতঃপর।
গান জান মুনি কিন্তু নাহি জান স্বর।

শুনি রুক্মিণীর দাসীগণের বচন।
প্রণমি রুক্মিণীপদে দেবর্ষি তখন।
স্বরযুক্ত গান শিখিলেন দ্বিবৎসর।
অপূর্ব্ব আখ্যান মুনি শুন অতঃপর!
পরে হরি নারদে ডাকিয়া নিজস্থান।
ভক্তাধীন ভক্তে শিক্ষা দিলা বহু গান।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গান শিখি মুনিবর।
স্বয়ং কণ্ঠে আবির্ভাব হৈল যত স্বর।
ব্রহ্মানন্দ মুনির হৃদয়ে প্রবেশিল।
ঈর্ষ্যাদ্বেষ দোষ আদি বিনষ্ট হইল।
তুম্বুরুর প্রতি ঈর্ষ্যা যে কিছু আছিল।
ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তে সে সমস্ত দূরে গেল।
পরে দেবঋষি প্রণমিয়া হৃষীকেশে।
নৃত্য করি বহু স্তব করেন অশেষে।

তোটক-ত্রিপদী।

(প্রভাতী স্বরে সংগীত)

জয় দেবকীনন্দন, রুক্মিণী-রমণ,
শমন দমন কারক হে।
জয় যাদব মাধব, পূজিত বাসব,
কেশব কংস বিনাশক হে।

গিরি গোবর্দ্ধন, করে বিধারণ,
বিধি মোহন ব্রজবালক হে।
জয় রাধিকাহৃদয়, হারী দয়াময়
মম হৃদয়ভয় হারক হে"।

পয়ার।

স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি ঋষিপ্রতি কন।
মনোভীষ্ট সিদ্ধি তব হইল এখন।
অতএব যাও মুনি বৈকুণ্ঠভুবন।
তুম্বুরু সহিত গানে তোষ নারায়ণ।
কার্য্যে মনে বাক্যে করি বিষ্ণুতে ভকতি।
ধীর ভক্ত গানযোগে তুষিবে শ্রীপতি।
অন্তিমে যদ্যপি বাঞ্ছ শ্রীহরিচরণ।
দেবী কহে হরিগুণ গাও ভক্তগণ।
অতি গোপনীয় এই হরি উপাখ্যান।
মনুষ্যদুর্ল্ভ এই গ্রন্থ রামায়ণ।
নিরানন্দহারী সর্ব্ব মঙ্গলকারণ।
জানকীজন্মের এই পূর্ব্ব বিবরণ।
ভারদ্বাজ তব স্নেহে কহি সমুদয়।
পয়ার ছন্দেতে দেবী সৌদামিনী কয়।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত নারদের গানশিক্ষানামক
সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম-সর্গ।

——০*০——

পয়ার।

সেই সীতা যেইরূপে রাক্ষসীগর্ব্ভেতে।
ব্রহ্মরক্তে জন্ম স্থিতা ধরণীমধ্যেতে।
যেরূপে ধরণী হতে সীতা সমুত্থিতা।
যেরূপে জনক হৈলা জানকীর পিতা।
তব স্থানে বিস্তারিত করিব বর্ণন।
ভারদ্বাজ মহামুনি কর হে শ্রবণ।
হইতে ত্রিলোকজয়ী দশাস্য রাবণ।
জরামৃত্যুভয় আদি রাহিত্যকারণ।
তপস্যা অর্পিত মন করি দশানন।
বহুকাল করিলেন তপ আচরণ।
তপফলে তেজ হৈল সূর্য্যের সমান।
ত্রিলোক করিবে দগ্ধ হেন লয় জ্ঞান।
রাবণের তপে তুষ্ট ত্রিলোক-কারণ।
আইলেন ব্রহ্মা হংসরথে আরোহণ।
সর্ব্বদেবগণেতে বেষ্টিত প্রজাপতি।
উপস্থিত রাবণ সম্মুখে হৃষ্টমতি।

হে রাবণ আসিয়াছি ব্রহ্মা তব স্থান।
যাহা ইচ্ছা লও বর করিব প্রদান।
মম বাক্যে তপ ত্যজ অহে নিশাচর।
তব তপ তেজে ভস্মপ্রায় চরাচর।
মনোভীষ্ট সিদ্ধি তব হইবে এখন।
আমি বরদাতা বর করহ গ্রহণ।
সূর্য্যদৃষ্টি হৈতে নেত্রে কর নিবারিত।
দিব বর লও বৎস নিজ মনোনীত।
ব্রহ্মবাক্যে ধ্যানভঙ্গ করে দশানন।
সম্মুখে কমলাসন সহ দেবগণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া বিরিঞ্চিচরণে।
দশানন স্তব করে সে দশ আননে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিনাশ আদি ক্ষয়।
তব হৈতে জীব জন্ম আদি লয় লয়।
দিবারাত্র চন্দ্রসূর্য্য তারা গ্রহগণ।
তব আজ্ঞা পালে সদা করিয়া ভ্রমণ।
না জানি ভকতি স্তুতি আমি মূঢ়মতি।
অজ্ঞ অনভিজ্ঞ তুচ্ছ নিশাচর জাতি।
নিজগুণে যদি নাথ দিলা দরশন।
হইব অমর, বর কর হে অর্পণ।
পদ্মযোনি এত শুনি কহিলেন তবে।
সর্ব্ব জীব হৈতে অমরত্ব না পাইবে।

এত শুনি নিজ মনে চিন্তিলা রাবণ।
ছলে অমরত্ব বর করিব গ্রহণ।
এত ভাবি ব্রহ্মা প্রতি কহে দশানন।
কৃপাদানে তবে দীনে কর বরার্পণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
দানব অসুর পক্ষী রক্ষ বিদ্যাধর।
নাগ পরী ব্যাঘ্র সিংহ ভল্লুক গণ্ডার।
হস্তি অশ্ব মহিষ ছাগল বৃষ আর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি অপদেবগণে।
কেহ মোরে বিনাশিতে না পারিবে রণে।
আর এক বর দেহ দেব পদ্মাসন।
মরিব ইচ্ছিলে নিজ তনয়া রমণ।
রাবণের মন মনে বুঝি পদ্মাসন।
হাসিয়া সমস্ত বর করেন অর্পণ।
সহ দেবগণ পরে হন অন্তর্দ্ধান।
বিরচিল সৌদামিনী মধুর আখ্যান।

ত্রিপদী।

পাইয়া বিধির বর, মহাদর্পে নিশাচর,
তৃণতুল্য দেখে চরাচর।
করি ত্রিলোক ভ্রমণ, জিনি দেবদৈত্যগণ,
হৈল একাধিপ লঙ্কেশ্বর।

এক দিন সে রাবণ, দণ্ডকারণ্যে গমন
করি দেখে মহামুনিগণ।
তপ আচরণে মন, জিনি তপনকিরণ,
অগ্নি সম দ্বিজ অগণন।
তবে দেখি দশানন, ভাবে নিজ মনে মন,
কেমনে জিনিব মুনিচয়।
যুঝিবারে করি ভয়, পাছে ব্রহ্মহত্যা হয়,
কৌশলে করিব সবে জয়।
এত ভাবি দুরাশয়, সকলে সগর্ব্বে কয়,
শুন যত মুনি মহাশয়।
আমি রাজা দশানন, জিনিয়াছি ত্রিভুবন,
সম্প্রতি তোমরা দেহ জয়।
জয়পত্র লিখি সবে, জয় তবে দেহ এবে,
সকলের মঙ্গল হইবে।
এত শুনি মুনিগণ, সকলে সক্রোধ মন,
রাবণের প্রতি কন তবে।
মোরা যত তপোধন, করি ঈশ-আরাধন,
কি ধনে করিব করার্পণ।
এত শুনি দশানন, ক্রোধে কম্পে ঘনে ঘন,
কহে বীর লোহিতলোচন।
নিজ হিতে যদি মন, থাকে তবে সর্ব্বজন,
শীঘ্র মোরে কর করার্পণ।

রাবণের কথা শুনি, সভয়ে যতেক মুনি,
সকলেতে করিলা মনন।
মোরা হই তপাচারী, রত্নধন দিতে নারি,
রক্তদানে করি করদান।
এত ভাবি মুনিগণে, রাবণের সন্নিধানে,
চাহিয়া লইলা এক বাণ।
পরে যত তপাচারী, বাণে নিজ অঙ্গ চিরি,
রক্তে ঘট করিয়া পূরণ।
পূর্ণ করি ঘটবর, দিলা রাবণগোচর,
কহিলেন শুন দশানন।
হয়ে তুমি মদাসক্ত, লইলে মুনির রক্ত,
এই রক্তে বংশনাশ হবে।
মুনিবাক্যে ভীতমনে, চলিল লঙ্কাভবনে,
আশ্চর্য্য শুনহ মুনি তবে।
নিজ গৃহে আগমন, করি হর্ষে দশানন,
ডাকি মন্দোদরী প্রতি কন।
শুন প্রিয়ে মন্দোদরী, এই ঘট যত্ন করি,
নিজ ঘরে করহ স্থাপন।
বিষ হতে তেজস্করে, আছে বস্তু ঘটান্তরে,
আনিয়াছি মুনির শোনিত।
ইহা যেন কোন জন, কভু না করে ভক্ষণ,
ভূমে যেন না হয় পতিত।

করিয়া ত্রিলোক জয়, আনিয়াছি দ্রব্যচয়,
সযত্নে রাখহ নিজালয়।
এত শুনি মন্দোদরী, রাখে দ্রব্য যত্ন করি,
অতঃপর সৌদামিনী কয়।

অথ মন্দোদরীগর্ভে সীতার জন্ম ও ধরণীগর্ভে স্থাপন।

পয়ার।

করিয়া ত্রিলোক জয় রাবণ দুর্জ্জয়।
ত্রিলোক বিখ্যাত রাজা লঙ্কায় আশ্রয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সরতনয়া।
আনিল বিস্তর কন্যা বলেতে হরিয়া।
মন্দর সুমেরু বিন্ধ্য আদি হিমালয়।
নারী লয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া ভ্রময়।
পরনারীরত স্বামী দেখি মন্দোদরী।
ক্রোধে লাজে ঘৃণাতে মরণ ইচ্ছা করি।
ভাবে সতী পতি যদি হইল অন্তর।
ধিক্ এ জীবনে কুলে ছার কলেবর।
এখনি ত্যজিব প্রাণ আর না রাখিব।
বিষাধিক মুনিরক্ত সমস্ত খাইব।
এত ভাবি মন্দোদরী গৃহমধ্যে যায়।
খাইল ঘটের রক্ত মরণ ইচ্ছায়।

না হইল মৃত্যু আরো হৈল বিপরীত।
অগ্নিবর্ণ গর্ভ তাঁর হৈল আচম্বিত।
স্বয়ং লক্ষ্মী আসি সেই গর্ভে অবতার।
গর্ভ দেখি সতী মনে করেন বিচার।
কি করিতে কি হইল এ আর কেমন।
মৃত্যু ইচ্ছা করি হৈল গর্ভের লক্ষণ।
স্বামী দেশান্তরী লয়ে পরনারীগণে।
হইবে কলঙ্ক অতি গর্ভ দরশনে।
বৎসরেক পতিসহ নাহি দরশন।
আমি সতী গর্ভবতী এ আর কেমন।
এত ভাবি চিন্তানলে দগ্ধা মন্দোদরী।
নিজ মনে সদুপায় চিন্তিলা সুন্দরী।
তীর্থছলে কুরুক্ষেত্রে করিয়া গমন।
গর্ভপাত করি পুন আসিব ভবন।
এই যুক্তি ভাবি করি রথে আরোহণ।
সংগোপনে কুরুক্ষেত্রে করেন গমন।
যোগবলে নিজ গর্ভ করি আকর্ষণ।
ধরাগর্ভে রাখিলেন করিয়া খনন।
সরস্বতী-স্নান সতী করি অতঃপর।
নিজ গৃহে চলিলেন হইয়া সত্বর।
এ কথা প্রকাশ না করিলা কোন স্থান।
অতএব শুন মুনি অপূর্ব্ব আখ্যান।

জনক নামেতে এক রাজর্ষিপ্রধান।
যজ্ঞ করিবারে ইচ্ছা করি মতিমান্।
ধরণী কর্ষণ হেতু লাঙ্গল লইয়া।
চলিলেন রাজঋষি সত্বর হইয়া।
স্বর্ণের লাঙ্গল করে জনকরাজন।
যজ্ঞের কারণে ধরা করেন কর্ষণ।
পরমা সুন্দরী এক কন্যা আচম্বিতে।
সমুত্থিতা হইলেন লাঙ্গলের সীতে।
কমলবদনী ফুল্ল কমলনয়নী।
তড়িত জড়িত বর্ণ হেমলতা জিনি।
কন্যার জনম-মাত্র অমর-ঈশ্বর।
করিলেন পুষ্পবৃষ্টি কন্যার উপর।
দেখিয়া আশ্চর্য্য কাণ্ড জনকরাজন।
চিত্রপুত্তলিকা সম প্রায় অচেতন।
দৈববাণী হৈল পরে জনকরাজনে।
হে রাজন্ এই কন্যা পাল সযতনে।
জাজ্জ্বল্য সূর্য্যের সমা মহা তেজস্বিনী।
সাবধানে কন্যাধনে পাল গিয়া মুনি।
এ কন্যা হইতে হবে বংশের উদ্ধার।
ত্রিজগত-হিতে এই কন্যা অবতার।
কিছু অমঙ্গল তব না হবে রাজন্।
কন্যা লয়ে কর তুমি যতনে পালন।

পরে নির্ব্বিঘ্নেতে কর যজ্ঞ সমাপন।
মঙ্গল হইবে তব ওহে তপোধন॥
এত বলি ব্রহ্মা হইলেন অন্তর্দ্ধান।
দৈববাক্যে জনক পাইলা নিজ জ্ঞান।
অতি যত্নে কন্যাধনে করিয়া গ্রহণ।
যজ্ঞকার্য্য বহুব্যয়ে করি সমাপন।
কন্যা লয়ে নিজালয়ে করিলা গমন।
পত্নীর নিকটে কন্যা করিলা অর্পণ।
অপুত্রা আছিলা সেই জনক-রমণী।
জানকী পাইয়া সুখী হইলেন ধনী।
লাঙ্গলের সীতে জন্মহেতু নাম সীতা।
হইল জানকী নাম জনকপালিতা।
জানকীজন্মের এই পূর্ব্ব বিবরণ।
ভারদ্বাজ বিস্তারিত করিলা শ্রবণ।
যেই জন শুনে সীতা-জন্মবিবরণ।
সকল পাতকে তরে সেই মহাজন।
শুনে কিম্বা ভণে যেই জন এ আখ্যান।
ভব ফাঁস খণ্ডে তার কভু নহে আন।
স্থিরা লক্ষ্মী তাঁর গৃহে করেন বসতি।
হরিপদে মতি অন্তে বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
এই গ্রন্থ পাঠে সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
দামিনী মধুর কাব্য করিলা রচন।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত সীতোৎপত্তি নামক
অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম-সর্গ।

অথ শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

লঘু ত্রিপদী।

জানকীর সহ, রামের বিবাহ,
দিয়া সবে অতি সুখী।
রাজা দশরথ, পূর্ণ মনোরথ,
দেখে বধু শশীমুখী।
কিবা রূপখানি, জিনি সৌদামিনী,
রাম জলধর প্রায়।
আহা কি মিলন, না হয় তুলন,
অতুল তুলনা তায়।
জনক রাজন, অতি সুখী হন,
আনন্দে মগন মন।
বৈবাহিক স্থান, পাইয়া সম্মান,
দশরথ সুখী হন।
অতঃপর রায়, হলেন বিদায়,
জনকের আজ্ঞামতে।
জনক রাজন, দিলা বহু ধন,
যৌতুকাচরণ মতে।

দাস দাসীগণ, বাদ্য অগণন,
অশ্ব গজ রথ আদি।
দিলা অপ্রমিত, কি কব বর্ণিত,
না হয় তার অবধি।
পরে এইরূপ, দশরথ ভূপ,
বিদায় জনক স্থান।
মহা সমারোহে, যান নিজ গৃহে,
দশরথ মতিমান্।
কোশল রাজন, লয়ে পুত্রগণ,
লয়ে বধূ চারিজনে।
সুখ নাহি শেষ, যান নিজ দেশ,
দামিনী ত্রিপদী ভণে।

পয়ার।

পরে শুন ভারদ্বাজ মুনি মহাশয়।
পথিমধ্যে যে ঘটন হৈল সমুদয়।
শ্রীরাম বিবাহ কথা আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পথিমধ্যে জামদগ্ন্য ছিলা দাণ্ডাইয়া।
জামদগ্ন্য দেখি দশরথ অতি ভীত।
কি জানি কি অমঙ্গল ঘটে আচম্বিত।
এত ভাবি শ্রীরামের প্রতি রাজা কন।
শ্রীরাম নামিয়া রামে করহ বন্দন।

পিতৃবাক্যে রথ হৈতে নামি রঘুবীর।
পরশুরামের পদ বন্দিলেন ধীর।
জিজ্ঞাসিলা রঘুপতি রামের কুশল।
তব দরশনে অদ্য নয়ন সফল।
তব প্রীতে কিবা আজ্ঞা হয় মুনিবর।
পালিব হে তব আজ্ঞা ধরি শিরোপর।
শ্রীরামচন্দ্রের সে মধুর সম্ভাষণে।
ঘৃতাহুতি সম জামদগ্ন্য জ্বলে মনে।
মম আগমন প্রশ্নে তোমার কি কাজ।
বীরত্ব করেছ নাকি মিথিলার মাঝ।
দেখিব বীরত্ব তব অদ্য এই স্থান।
না পারিলে সমুচিত করিব বিধান।
ক্ষত্রিয় অন্তক যমসম মম ধনু।
ধর হে ক্ষত্রিয় দশরথ-অঙ্গজনু।
গুণ দিয়া টঙ্কারিয়া শরের সন্ধান।
যদ্যপি পারহে বীর হইবে কল্যাণ।
ইহাতে হারিলে সমুচিত ফল পাবে।
জানকী প্রভৃতি রত্ন ধন হারাইবে।
পরশুরামের বাক্যে কহেন শ্রীরাম।
ক্রোধ ত্যজি মুনিবর করুন্ বিরাম।
এমত বচন তব উপযুক্ত নয়।
তব ক্রোধে রক্ষা পাওয়া মম সাধ্য নয়।

ইক্ষ্বাকুবংশের আমি নহি কুলাঙ্গার।
দ্বিজের সাক্ষাতে করি বীর্য্যের প্রচার।
রামবাক্যে জামদগ্ন্য কহেন তখন।
ছলবাক্য ছাড় ধনু কর হে গ্রহণ।
বারম্বার পরশুরামের বাক্যানলে।
শ্রীরামের স্নিগ্ধচিত্ত অগ্নিসম জ্বলে।
হস্ত পাতি শ্রীরাম চাহিলা ধনুঃশর।
ক্রোধে জামদগ্ন্য ফেলি কহিলেন ধর।
লম্ফ দিয়া রাম ধনু ধরি বাম করে।
চিবুকে চাপিয়া গুণ দিলেন সত্বরে।
পরে টঙ্কারিয়া শর পূরিয়া সন্ধান।
পরশুরামের প্রতি ক্রোধে রাম চান।
জামদগ্ন্য প্রতি কহিলেন ভগবান্।
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে তুমি বলবান্।
সেই অহঙ্কারে মত্ত সদা নিজ মনে।
সে দর্প তোমার চূর্ণ হৈল এত দিনে।
অতএব মম রূপ কর দরশন।
পাইবে পরম জ্ঞান মুনীন্দ্রনন্দন।
এতবলি বিশ্বরূপ করিলা ধারণ।
দামিনী পয়ার ছন্দে করিল রচন।
ধরিলা বিরাটমূর্ত্তি রাম রঘুবর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যুড়িল কলেবর।

পাতাল চরণ ধরা হইল উদর।
স্বর্গেতে মস্তক নেত্র চন্দ্র দিবাকর।
অষ্ট বসু নবগ্রহ রুদ্র সাধ্যগণ।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
ঊনপঞ্চাশত্ বায়ু পিতৃ ঋষিগণ।
চতুর্ব্বেদ ছয় ঋতু নদী অগণন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শিবা প্রতি লোমে স্থিতি।
ব্রহ্মাণ্ড উদর-ভাণ্ড বিরাট-মূরতি।
ত্রিজগত রাম অঙ্গে করি দরশন।
জামদগ্ন্য ব্রহ্মজ্ঞান পাইলা তখন।
শ্রীরামের ত্যক্ত সেই শরের চীৎকারে।
হতজ্ঞানে জামদগ্ন্য ছিলা ধরা'পরে।
চেতন পাইয়া দেখি বিরাটমূরতি।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে রামে আরম্ভিলা স্তুতি।

গীত।

কে জানে হে দেব, মহিমা তোমার,
তুমি হে সর্ব্ব কারণ।
ত্রিলোক তারণ, সৃজন পালন,
প্রলয়ে তুমি বিনাশন।
তুমি হে কেশব, বিরিঞ্চি বাসব,
শঙ্কর রাঘব বামন।

তুমি হে অন্নদা, কমলা সারদা,
জাহ্নবী মোক্ষদা কারণ।
ধরণী উদর, মস্তক অম্বর,
পাতাল তোমার চরণ।
রবি বৈশ্বানর, আর নিশাকর,
এই তব তিন নয়ন।
হে ত্রিতাপহারী, হে ত্রিগুণধারী,
মুরারি শমন শাসন।
রাখ শ্রীচরণে, এই দীনা জনে,
দামিনী লইল শরণ।

জামদগ্ন্যকৃত স্তব।

খর্ব্ব চৌপদী।

জগৎ আধার, ত্রিজগত সার,
নিস্তার কারী, শ্রীহরি।
না চিনিয়ে তোমা, না জেনে মহিমা,
করেছি উপমা, মোহেতে ভরি।
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন,
জানিয়ে অধীন, করহে ক্ষমা।
জগত জনক, জগত পালক,
দীন নিস্তারক, জানিহে তোমা।

ছাড়িয়া ছলনা, কুরু মে করুণা,
বঞ্চনা কোর না, তনয় দীনে।
ওহে সর্ব্বাধার, কাতরে নিস্তার,
কুরু এই বার, গতিবিহীনে।

পয়ার।

এই রূপে বহু স্তব করি বীরবর।
কৃতাঞ্জলিপুটে পড়ে ধরণী উপর।
পরশুরামের স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম।
ধরিলেন নিজ রূপ নেত্র অভিরাম।
শ্রীরাম কহিলা শুন জামদগ্ন্য বীর।
ইন্দ্রলোকে গিয়া নিজ চিত্ত কর স্থির।
রঘুবীরবাক্যে স্থির করি নিজ মন।
আজ্ঞামাত্র জামদগ্ন্য করিলা গমন।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া করিলেন স্থিতি।
নির্ব্বীর্য্য অবশ অঙ্গ সদা দুঃখমতি।
নিস্তেজ নির্ম্মদ দুঃখি করি দরশন।
বৎসরান্তে পিতৃগণ জামদগ্ন্যে কন।
বিষ্ণুস্থানে পরাজয় হওন কারণ।
কি কারণে বৎস তব সদা দুঃখমন।
সর্ব্ব সারৎসার হরি ত্রিলোকপ্রধান।
সকলের আদিকর্ত্তা প্রভু ভগবান্।

সৃজন পালন লয় আদি তিন গুণ।
সকলের বীজ হরি নির্গুণ সগুণ।
তাঁর স্থানে পরাজয়ে কি লজ্জা তোমার।
অতএব শুন বাপু কহি প্রতীকার।
বধূসর নামে নদী তীর্থের প্রধান।
তপাচার কর গিয়া তাহে করি স্নান।
তেজদ তীর্থের নাম পুণ্যতীর্থবর।
তাহে স্নানে পাইবে তেজস্বী কলেবর।
তোমার প্রপিতামহ ভৃগু মুনিবর।
দেবতার পরিমাণে এক যুগান্তর।
করিয়াছিলেন তপ সেই তীর্থবরে।
অতএব বৎস তুমি যাও তথাকারে।
পিতৃলোকগণের বচন অনুসারে।
সত্বরে চলিলা রাম সেই বধূসরে।
তথা গিয়া স্নান দান করি মুনিবর।
পাইলেন তেজস্বী পূর্ব্বের কলেবর।
এই গ্রন্থ যেই জন শুনে কিম্বা ভণে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত, যায় বৈকুণ্ঠভুবনে।
এইরূপে রামচন্দ্র জানকী লইয়া।
মহানন্দে উত্তরিলা অযোধ্যায় গিয়া।
সূত মাগধ বন্দি করিছে বন্দন।
দেবতা তেত্রিশ কোটী করিল স্তবন।

পুষ্প বরিষণ হয় শ্রীরাম উপর।
দেবী কহে কুরু কৃপা করুণাসাগর।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত জামদগ্ন্য-বিশ্বরূপদর্শননামক নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম-সর্গ।

শ্রীরামের বনে গমন ও সীতাহরণ।

ত্রিপদী।

অদ্ভুত কাহিনী, শুন অহে মুনি,
ভারদ্বাজ মহাশয়।
রাম গুণসেতু, পিতৃ আজ্ঞাহেতু,
করেন কাননাশ্রয়।
শ্রীরাম ধানুকী, লক্ষ্মণ জানকী,
সহিত দণ্ডক বনে।
গোদাবরীতীরে, পর্ণের কুটীরে,
রহিলেন তিন জনে।
মৃগের শিকারে, থাকি তথাকারে,
শ্রীরাম কৌতুকি অতি।

কিছু দিন তথা, সহ ভ্রাতা সীতা,
রহিলেন রঘুপতি !
রাক্ষস রাজন, দশাস্য রাবণ,
কালপাশে বদ্ধ হয়ে।
মূঢ়তা প্রকাশি, গোপনেতে আসি,
লইল সীতা হরিয়ে।
সন্ন্যাসীর বেশে, ধরি তাঁর কেশে,
লঙ্কাতে প্রবেশ করে।
অশোক কাননে, অতি সঙ্গোপনে,
রাখে সীতাধন হরে।
শ্রীরাম আসিয়ে, সীতা না দেখিয়ে,
পড়িলেন ধরা'পরে।
অনুজ লক্ষ্মণ, করান চেতন,
মুখে জলার্পণ করে।
রাম-নেত্র-জলে, জন্মিলা সে স্থলে,
নামে বৈতরণী নদী।
নেত্র বিতরণ, জলের কারণ,
পাইলেন সে উপাধি।
সেই জলে স্নান, তর্পণ বিধান,
হেতু তরে পিতৃগণ।
হেতু বৈতরণী, নাম বৈতরণী,
দ্বি-অর্থ সেই কারণ।

পরে সেই স্থলে, নয়নের জলে,
পর্ব্বত জন্মে বিস্তর।
মুনীন্দ্র রতন, কর হে শ্রবণ,
যাহা হৈল অতঃপর।

অথ সুগ্রীবের নিকট শ্রীরামের সখ্যতাকরণ জন্য গমন ও হনুমানের নিকট চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ।

পয়ার।

চলিলেন রামচন্দ্র সহিত লক্ষ্মণ।
করিতে সুগ্রীব সহ মিত্রতাবন্ধন।
সুগ্রীব কপীন্দ্র করে ঋষ্যমূকে বাস।
উপনীত রাম সনে মিত্রতাভিলাষ।
বালিভয়ে সুগ্রীব করিয়া পলায়ন।
ঋষ্যমূকে বাস সহ কপি পঞ্চজন।
বৃক্ষবল্ক পরিধায়ী বীর দুই জনে।
দেখি উপজিল ভয় সুগ্রীবের মনে।
বালির প্রেরিত চর করি অনুমান।
ভিক্ষুক-বালকবেশে বীর হনূমান।
করিলেন গমন শ্রীরাম বিদ্যমান।
দেবী কহে হনূমান হও সাবধান।
কে তুমি বলিয়া হনূ দাঁড়াল সম্মুখে।
পূর্ব্বরূপ না দেখি বৈকুণ্ঠরূপ দেখে।

চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম করে।
মাণিক্য কিরীট শিরে কিবা শোভা করে।
বনমালা দোলে কিবা উরস উপর।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ তদুপরি দীপ্তিকর।
পীতাম্বরধারী বর্ণ জলধর জিনি।
সারদা কমলা পার্শ্বে স্থিরা সৌদামিনী।
লক্ষ্মণ অনন্তরূপে সহস্র ফণায়।
আতপত্রধারী পরমাত্মার মাথায়।
ব্রহ্মপুত্র সনক সনন্দ সনাতন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটী যত দেবগণ।
পিতৃ ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
সকলে বেষ্টিত কিবা রূপ মনোহর।
ভূচর খেচর নর আদি নাগগণ।
সকলে সাদরে সেবে শ্রীবিষ্ণুচরণ।
তেজস্বী সহস্র সূর্য্যসম কলেবর।
শত চন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় বদন সুন্দর।
বিষ্ণুর দেখিয়া রূপ হনূর বিস্ময়।
অতুল রূপমাধুরী তুলনা না হয়।
রূপের সাগর হরি সম পারাবার।
সারদা কমলা তাতে তরঙ্গ সঞ্চার।
সে রূপ-জলধিজলে হনূর নয়ন।
ডুবিল, তুলিতে যুক্তি কর হে এখন।

পয়ার প্রবন্ধে দেবী সৌদামিনী বলে।
ডুবিল নয়ন-মন ও রূপসলিলে।
ডুবিলে জলধিজলে নষ্ট হয় প্রাণ।
ও জলে ডুবিলে ত্রাণ অবশ্য নির্ব্বাণ।

অথ হনুমানের নিকট নারায়ণ সাংখ্যযোগ কহেন।

পয়ার।

পুনঃ নেত্র নিমীলন করি হনূমান।
দেখিয়া অপূর্ব্ব রূপ পান দিব্যজ্ঞান।
করযোড়ে স্তব হনূ করেন তখন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি পঞ্চানন।
প্রকৃতিপুরুষ তুমি তুমি ত্রিভুবন।
জলস্থল স্থাবর জঙ্গম জীবগণ।
প্রাণরূপে প্রাণীমধ্যে তব অধিষ্ঠান।
কি জানি হে তব স্তুতি বানর অজ্ঞান।
কৃপা করি দেহ নাথ নিজ পরিচয়।
কি হেতু আগত দীনগণের আশ্রয়।
সুগ্রীব কপীন্দ্র এই পর্ব্বত-ঈশ্বর।
তাঁর স্থানে থাকি মোরা পঞ্চটি বানর।
দ্বিভুজ ধনুকধারী করি দরশন।
বালি-চর ভাবি ভয়ে সুগ্রীব রাজন।

পাঠাইলা আমারে জানিতে সে কারণ।
হেথা আসি অন্যরূপ করি দরশন।
নহেন সামান্য তাহা জেনেছি নিশ্চয়।
তুষ্ট হয়ে যাই দাসে দিলে পরিচয়।
করপুটে সম্মুখে দাণ্ডাল হনুমান।
কি আশ্চর্য্য এ প্রকার কল্পনা বিধান।
ভাবিলেন হনূ, রাম আমার সদন।
কহিবেন যোগকথা ব্রহ্ম-বিমোহন।
কহে সৌদামিনী ওহে রাম রঘুমণি।
তরুণী-তরণে দিও চরণ-তরণী।
এই গ্রন্থ যেবা শুনে অথবা যে ভণে।
কৃপায় তাহাকে স্থান দিও শ্রীচরণে॥

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত শ্রীরামের চতুর্ভুজ রূপদর্শন
নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

অথ হনুমানের নিকট শ্রীরামের ব্রহ্মজ্ঞান কথন।

পয়ার।

ভক্তিমান্ হনূমানে করি দরশন।
নারায়ণ ব্রহ্মজ্ঞান কহেন তখন।
যে প্রশ্ন করিলে মনে পবননন্দন।
মনোযোগে যোগবাক্য করহ শ্রবণ।
গোপনীয় কথা এই দেবে অবিদিত।
তোমার নিকটে অদ্য কহিব নিশ্চিত।
বহু বহু বিপ্র প্রাপ্তে এই ব্রহ্মজ্ঞান।
ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মলোকে পাইলেন স্থান।
ব্রহ্মবাদী লোক নহে সংসারে আসক্ত।
এ অপূর্ব্ব, জ্ঞানীমাত্রে মায়াপাশে মুক্ত।
গোপনীয় সেই কথা যোগী অগোচর।
ভক্ত জানি কহি অদ্য তোমার গোচর।
আত্মা নামে ব্রহ্ম তিনি দ্বিতীয় রহিত।
নিরমল নিত্য সূক্ষ্ম বিবেক বর্জ্জিত।
সকলের অন্তর্যামি প্রাণরূপী হর।
সেই ব্রহ্ম প্রকৃতি কালাগ্নি রূপধর।

তেজোময়রূপ ব্রহ্ম বেদের বচন।
সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তে জ্ঞানির মোচন।
বিশ্বসংসারাদি এই ব্রহ্মের অধীন।
ব্রহ্মেতেই জনমিয়া ব্রহ্মে হয় লীন।
এই ব্রহ্ম মায়াধীনে করেন সৃজন।
ব্রহ্ম কভু আপনি সংসারি নাহি হন।
অপরেও সংসারী করিতে নাহি চান।
কার্য্যফলে কর্ম্মলাভ বেদের বিধান।
এই পরমাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা নাহি হন।
নহেন পুরুষনারী মায়া প্রাণ মন।
পরমার্থ কেবল চৈতন্য রূপধারী।
চিদানন্দময় সাধুগণ সহকারী।
আলোকান্ধকারে ভেদ যেরূপ প্রকার।
বিশ্বে ঈশে তাদৃশ জানিবে সারোদ্ধার।
আতপে ছায়াতে যথা আছয় প্রভেদ।
প্রভু সহ প্রপঞ্চের সেরূপ বিচ্ছেদ।
যাঁহাকে অজ্ঞাত হেতু নিরানন্দ লোক।
বিকারী পাতকী ক্লেশী পায় রোগ শোক
সে ধনে বঞ্চিত লোকে মুক্তি নাহি পায়
ফিরিয়া ঘূরিয়া জন্মমৃত্যুপথে যায়।
জীবন্মুক্ত মুনিগণ বিকার বিহীন।
সদানন্দময়, নহে সুখদুঃখাধীন।

পরমার্থ সত্য তিনি দেখেন আত্মায়।
ঈশ্বর অজ্ঞাত জীব জন্মমৃত্যু পায়।
যাঁহাকে না জেনে জীব হয় হতজ্ঞান।
কর্ত্তারূপী দেখে আত্মা সকল প্রধান।
দুঃখী সুখী কৃশ স্থূল ভাবে আপনারে।
নানা চিন্তা জনগণে চিন্তারোপ করে।
এ হেতু সংসারি লোক মাত্রেই অজ্ঞান।
অন্য জ্ঞান হেতু হয় অজ্ঞান বিধান।
অহঙ্কার যোগে পরমাত্মা ভগবান্।
কর্ত্তা মানি আপনাকে করেন বাখান।
চিরস্থায়ী প্রকৃতিকে ব্রহ্মবাদীগণ।
অব্যক্ত কারণরূপে করেন ভাবন।
মায়া প্রকৃতির সহ সম্পর্ক কারণ।
সর্ব্বব্যাপী আত্মা আত্মে হন বিস্মরণ।
আপনাকে নিত্যব্রহ্ম না করেন জ্ঞান।
সে কারণে আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান পান।
সেই জন্য দুঃখাদুঃখ জন্মে নিজ মনে।
সেই ভ্রান্তে পড়িলে রাগাদি দোষ আনে।
কার্য্যমাত্রে পাপপুণ্য জ্ঞানরূপ দোষে।
বিবিধ যোনিতে জন্ম লভয় মানুষে।
বস্তুত অভিন্ন দোষহীন সর্ব্বব্যাপী।
এক আত্মা মায়াযোগে ভিন্ন ভিন্ন রূপী।

অতএব জ্ঞানীগণে পরমার্থধনে।
অদ্বিতীয় সত্যব্রহ্ম মানে ব্রহ্মজ্ঞানে।
অব্যক্ত প্রকৃতিরূপা যেই মহামায়া।
তিনিও আছেন আত্মা আশ্রয় করিয়া।
বেদের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।
ধূমযোগে আকাশ যেরূপে ম্লান হয়।
সেই মত অন্তরের বিকার কারণ।
আত্মারূপী ঈশ্বর মায়াতে লিপ্ত হন।
স্ফটিক যেমন নিজে নির্ম্মল বরণ।
অন্য দ্রব্য সহযোগে হয় বিবরণ।
সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতি সহ যোগে।
নানারূপে নানা স্থানে মায়া অনুরাগে।
জ্ঞানী জ্ঞানস্বরূপ কহেন এ জগত।
চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বভাব-বশতঃ।
কালাদি ব্যাপক সেই পুরুষ নির্গুণ।
ভ্রান্তগণে অর্থভাগে ভাবেন সগুণ।
যেরূপে রক্তিকা ব্যবধানে স্ফটিকের।
বিভিন্ন বরণে মিশি হয় বর্ণফের।
সেরূপে ঈশ্বর অন্য বস্তু ব্যবধানে।
তদ্ধর্ম্মে আক্রান্ত হন মানবের জ্ঞানে।
অতএব আত্মা নিত্য শুদ্ধ সর্ব্বগত।
নির্ব্বিকার নিরাকার বচন শাস্ত্রতঃ।

মোক্ষেচ্ছুক ব্যক্তিদের উপাদেয় ধন।
অনুমেয় শ্রুতিতে শ্রোতব্য তিনি হন।
সর্ব্বভূতে আত্মা যিনি করেন দর্শন।
আত্মাতেই সর্ব্বভূত করেন গমন।
সেই কালে তিমি ব্রহ্মপদে লীন হন।
অন্যথা না হয় কভু বেদের বচন।
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত হইলে।
সমাধিস্থ হয় জীবগণ সেই কালে।
ব্রহ্মেতে মিশিয়া তিনি ব্রহ্মরূপী হন।
নিশ্চয় জানিবে ইহা পবননন্দন।
যে জ্ঞানির হৃদে সর্ব্ব কাম ত্যক্ত হয়।
ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত সেই মহাশয়।
আত্মা সত্যরূপে ভাবে যেই মতিমান্।
আজগৎ মায়া কার্য্যরূপে করে জ্ঞান।
যেই কালে ব্রহ্মজ্ঞানী চিদানন্দ হন।
শিবরূপে খ্যাত তিনি বেদের বচন।
মায়ারূপ ব্যাধিতে হইতে পরিত্রাণ।
একমাত্র ঔষধ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান।
যেরূপে সমুদ্রে মিলে নদনদীগণ।
জ্ঞানিগণ সেইরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হন।
একমাত্র ব্রহ্ম সত্য অনিত্য সকল।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি বিনা জীবন বিফল।

জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত কারণ।
পরিত্যক্ত সমলোকে নিন্দনীয় হন।
জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম নিত্য সতত নির্ম্মল।
অজ্ঞান তমসীরূপ জানিবে কেবল।
বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হন সুপ্রকাশ।
অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানদীপে করে নাশ।
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হন বেদান্তের সার।
তব স্নেহে কহিলাম পবনকুমার।
ব্রহ্মপদার্থেতে মন স্থৈর্য্যরূপে স্থিতি।
তাহাকেই যোগ কহে শুন মহামতি।
যোগী হৈতে জ্ঞান জন্মে জ্ঞান হৈতে যোগ।
যোগীজ্ঞানিদের নাহি কোন অন্ত্র যোগ।
যোগী যাহা যোগে পান জ্ঞানি পান জ্ঞানে।
জ্ঞানি যাহা জ্ঞানে পান যোগি পান ধ্যানে।
যোগ, জ্ঞান, দুই তত্ত্ব যুক্ত যেই জন।
তত্ত্বজ্ঞানি হন তিনি বেদের বচন।
যোগজ্ঞান হইতে বঞ্চিত নরগণ।
ঐশ্বর্য্যে মাতিয়া হয় আত্মবিস্মরণ।
জ্ঞানহীনগণ তমাচ্ছন্ন হয়ে রয়।
নিশ্চয় জানিবে বৎস পবনতনয়।
সর্ব্বব্যাপী অতীব বৃহৎ যেই জ্ঞান।
যোগযুক্ত লোক তাহা দেহান্তেতে পান।

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ যে পরম ঈশ্বর।
সকলের আত্মা ব্রহ্মরূপী মায়াধর।
সকল স্বরূপ আমি সর্ব্ব-রসযুত।
সকলের ইচ্ছাময় জ্ঞাত সর্ব্বভূত।
আমি নিত্য জরামৃত্যু না হয় আমার।
হস্তপদহীনে কর্ম্মগতি চমৎকার।
চক্ষুকর্ণ হীনে দেখিশুনি এ সংসার।
সকলের অন্তর্যামি আমি নির্ব্বিকার।
আমাকে না জানে কেহ আমি জানি সব।
আদিময় বলি জ্ঞানি করে অনুভব।
স্বভাবতঃ মায়াশূন্য আমি অগোচর।
সকল কারণ আমি নাহিক দোসর।
সর্ব্ব বেদে আমি আমাতেই সর্ব্ববেদ।
না জানিয়া মূঢ়গণ ভাবয় প্রভেদ।
গোপনীয় আমি করি সবাকে প্রেরণ।
পণ্ডিতে আমাকে কহে সকল কারণ।
এই গুপ্তভাব মম নাহি জানে কেহ।
জ্ঞানিগণে মোরে চিনে হন মুক্তদেহ।
মায়ামোহে মুগ্ধ নাহি হয় যেই নর।
সেই পায় মুক্তি, হয় আমার সোসর।
শতকোটী কল্পেও তাঁর জন্ম নাহি হয়।
তব স্নেহে বৎস কহিলাম সমুদয়।

যোগি, পুত্র আর শিষ্য ভিন্ন অন্যজনে।
অদাতব্য এই তথ্য বেদের বচনে।
ব্রহ্মবিষয়ক এই জ্ঞান সমুদয়।
পয়ার প্রবন্ধে দেবী সৌদামিনী কয়।

ব্রহ্মসংগীত।

দেহি মে পরম ব্রহ্ম দেহি শ্রীচরণে স্থান।
না জানি ভজনস্তুতি স্ত্রীজাতি অতি অজ্ঞান।
এ ভব বিষম নীর, পাতক তাহে কুম্ভীর,
কেমনে হইব স্থির, প্রলোভ তাতে তুফান।
তব নামে করি ভর, ভাসিতেছি নিরন্তর,
হয়ে নাথ রূপান্তর, রক্ষ তনয়ার প্রাণ।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত সাংখ্যযোগকথন নামক
একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ-সর্গ।

অথ ব্রহ্মমাহাত্ম্য বর্ণন।

ত্রিপদী।

রাম মধুর বচনে, পুনঃ কন হনূমানে,
শুন বৎস পবননন্দন।
প্রধান পুরুষ হতে, কাল জন্ম মহামতে,
কাল হৈতে জন্মে ত্রিভুবন।
সেই আত্মা সর্ব্বাত্মন্, তিনি সর্ব্বভূতে রন্,
চতুর্দ্দিকে তাঁহার আসন।
সর্ব্বদিকে পদকর, বহু নেত্রকর্ণধর,
সেই আত্মা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
সকল ইন্দ্রিয়গণে,সে আত্মাকে নাহি জানে,
তিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় রহিত।
অক্ষয়াব্যক্ত অব্যয়, ব্রহ্মরূপী সর্ব্বাশ্রয়,
কিন্তু সকলের অবিদিত।
তাঁহার মায়াপ্রভাবে, বিমুগ্ধ সকল জীবে,
মায়াতেই সকল বিস্মৃত।
সকলে মায়া আশ্রিত,যেজন জানে নিশ্চিত
সেই জন বিজ্ঞ সুপণ্ডিত।

সহযোগে স্ত্রীপুরুষ, অনাদি কালপুরুষ,
তাহা হৈতে মহদ সৃজিত।
তাহা হৈতে ত্রিজগৎ, শুন বৎস হনূমৎ,
তোমাকে কহি যে বিস্তারিত।
সম্পর্কেতে যে প্রকৃতি, জন্ময় পুরুষ জাতি,
(সে) প্রকৃতির গুণগ্রাহী হয়।
সম্বন্ধেতে অহঙ্কার, পঞ্চবিংশতি প্রকার,
পুরুষ জানিবে সুনিশ্চয়।

পয়ার।

ত্রিজতে আদিময়ী কেবল প্রকৃতি,
প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি।
মহত্তত্ত্ব হৈতে জনমিল অহঙ্কার,
অহঙ্কারাশ্রিত দেখ এ তিন সংসার।
বিজ্ঞগণে মহত্তত্ত্বে কহেন জীবন,
অন্তরাত্মা জীবরূপী মহত্তত্ত্ব হন।
সেই জীব হৈতে দেহী পায় হে জীবন,
সুখ দুঃখ গণ্য হয় জীবনকারণ।
বিজ্ঞান স্বরূপ সেই জীব সহকারী,
নিশ্চয় জানিবে ইহা ওহে বনচারী।
পুরুষগণের নানা বিবেক কারণ,
সংসারে বিমুগ্ধ হয় পুরুষের মন।

কালক্রমে প্রকৃতিতে সঙ্গম কারণ,
তাহাতে সংসার সৃষ্টি বেদের বচন।
কালকৃত সৃষ্টি হয় এ তিন ভুবন,
কালেতে সংহারে পুনঃ কে করে বারণ।
কালের অধীন দেখ যত চরাচর,
কাল নহে কারো বশ সদা অগোচর।
সকলেতে ব্যাপ্ত কাল কালে ব্যাপ্ত সব,
কালচক্রে ত্রিভুবন ক্ষয় সমুদ্ভব।
বেদ পাঠে পণ্ডিতে করেন অনুমান,
সকল ইন্দ্রিয় হৈতে মন সে প্রধান।
মন হৈতে প্রধান জানিবে অহঙ্কার,
অহঙ্কার হৈতে শ্রেষ্ঠ মহত্তত্ত্ব সার।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা হন প্রকৃতি আপনি,
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাখানি!
পুরুষ হইতে প্রাণ জানিবে প্রধান,
প্রাণ হৈতে শ্রেষ্ঠ ব্যোম্ জানিবে প্রমাণ।
তাহা হৈতে তেজোরূপী প্রধান ঈশ্বর,
আমি হই সে ঈশ্বর সর্ব্ব অগোচর।
সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানাত্মক আমিই ঈশ্বর,
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহিক দোসর।
নহি আমি স্ত্রীপুরুষ নহি ক্লীব জাতি,
বিশেষ জানিলে মোরে পায় দিব্যগতি।

আমা ভিন্ন ত্রিজগত অনিত্য সকল,
মম মায়াচক্রে ঘুরে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
কালের প্রেরণকর্ত্তা একমাত্র আমি,
মম অগ্রে কাল সর্ব্ব কামে হন কামি।
শ্রীরাম কহেন শুন পবনতনয়,
বেদের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।
সৌদামিনী কহে রাম দয়ার আধার,
দয়া করি তনয়ারে ভবে কর পার।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত ব্রহ্মমাহাত্ম্য
বর্ণন নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশ-সর্গ।

অথ ভক্তিযোগ কথন।

পয়ার।

মনোযোগে শুন বৎস অপূর্ব্ব কথন,
যাহাতে বিমুক্ত জীব এ ভববন্ধন।
যাগ যজ্ঞ দান তপে না হই বাধিত,
ভক্তিতে ভক্তের স্থানে সর্ব্বদা বিক্রীত।
প্রলয়ে বিলয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল,
আমি মাত্র একা থাকি জানিবে কেবল।

সর্ব্বব্যাপী সাক্ষিরূপী আমি হে নিশ্চয়,
আমাকে না চিনে কেহ পবন-তনয়।
সকলের মধ্যে যিনি যাঁর মধ্যে সব,
সেই বস্তু আমি শুন পবন-সম্ভব।
আমাকে না দেখে মুনি আদি দেবগণ,
আদিময় বলি মোরে বেদেতে বর্ণন।
যজ্ঞেতে আমাকে তুষ্ট করে বিপ্রগণ,
আমাকে নয়নে কেহ না করে দর্শন।
পিতামহ ব্রহ্মা আদি যত যোগিগণ,
সকলে আমাকে ধ্যানে করেন ধারণ।
সকল দ্রব্যের ভোক্তা আমি হব্যাহারী,
সর্ব্বদেব স্বরূপ আমি হে সর্ব্বচারী।
ধার্ম্মিক বেদজ্ঞ লোকে দেখেন আমায়,
ভক্তের নিকট আমি থাকি সর্ব্বদায়।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি,
ভক্তিতে ভজিলে পায় মম স্থানে স্থিতি।
নীচ জাতি শূদ্র আদি ভজিলে আমায়,
তারাও বিমুক্ত হয়ে দিব্যগতি পায়।
মম ভক্ত পাপে মুক্ত দুঃখ নাহি পায়,
ভক্তের বিনাশ নাহি মম প্রতিজ্ঞায়।
যে করে ভক্তের নিন্দা সে নিন্দে আমায়,
ভক্তকে পূজিলে আমি তুষ্ট হই তায়।

আমার পূজার হেতু হয়ে ভক্তিবান্,
ফল জল পুষ্প আদি যেবা করে দান।
সে আমার প্রিয় ভক্ত কভু নহে আন,
ভক্তিতেই মুক্তি ইহা বেদের বিধান।
সৌদামিনী করযোড়ে সদা ভিক্ষা চায়,
অন্তিমে চরণপ্রান্তে রেখ এ দীনায়।

ত্রিপদী।

সৃষ্টি স্থাপনের পূর্ব্বে, সৃজিয়া হিরণ্যগর্ভে,
লোকহিতে করি বেদার্পণ।
যোগিদের গুরু আমি, সকলের অন্তর্যামি,
আত্মীয় আমার ভক্তগণ।
বেদনিন্দুকের বৈরী, যোগির মোচনকারী,
সংহারক এ তিন সংসার।
সৃজন পালন আদি, মম গুণ তিন বিধি,
জানিবে হে পবনকুমার।
সংসারের আদিময়, কিন্তু সাংসারিক নয়,
লোকমোহে আমি মায়াধারী।
সে মায়া-শক্তি আমার, ব্যাপিয়াছে ত্রিসংসার,
আমি ভক্তহৃদি মায়াধারী।
সর্ব্বশক্তি প্রবর্ত্তক, সর্ব্বশক্তিনিবর্ত্তক,
মোক্ষমূল আমি সর্ব্বাধার।

অচিন্ত্য মায়া আমার, বুঝিবারে সাধ্য কার,
যে বুঝে নির্ব্বাণ মুক্তি তার।
এক শক্তি সর্ব্বব্যাপী, হয় জগন্নাথরূপী,
নারায়ণরূপে সৃষ্টি করে।
তৃতীয়া শক্তি তামসী, হয় সকল বিনাশী,
মম শক্তি নানা মায়া ধরে।
কেহ মোরে দেখে ধ্যানে, কেহ দেখে দিব্যজ্ঞানে,
কর্ম্মে কেহ করে দরশন।
যাজ্ঞিক যে মহাজন, তিনি মম প্রিয় হন,
শুন বৎস পবননন্দন।
জ্ঞানে যে ভজে আমারে, কিম্বা মনে ইচ্ছা করে
মম আরাধনা করিবারে।
সেও মম ভক্ত হয় পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়,
না আসে এ মায়া-কারাগারে।
দেখিতেছ যে তাবৎ, আমা হৈতে ত্রিজগৎ,
আমি মাত্র পুরুষ প্রধান।
মায়া-চক্রেতে আমার, ঘূরিতেছে ত্রিসংসার,
বিজ্ঞে মোরে কহে ভগবান্।
যে জন এ তত্ত্ব জানে, স্থান পায় মমস্থানে,
হয় সেই নির্ব্বাণে নির্ব্বাণ।
যোগাশ্রয় ভগবান্, কাল স্বভাব বিধান,
এ সৃষ্টি করেন বর্ত্তমান।

ভগবান্ যোগেশ্বর, হৈতে পদার্থনিকর,
মহত্ত্বেতে মহাদেব হন।
শ্রেষ্ঠেতে ঈশ্বর কয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মময়,
আমি মহাযোগির জীবন।
এই রূপে যেই জন, আমারে করে চিন্তন,
বেদজ্ঞ পণ্ডিত সেই জন।
যে ভাবে আমার রূপ, পরমানন্দ স্বরূপ,
সেই পায় নির্ব্বাণ মোচন।
আহিতাগ্নি ধর্ম্মবানে, প্রসন্ন চিত্ত বিধানে,
এই শুভ উপদেশ দিবে।
বেদসার এ বচন, যত্নে গোপনীয় হন,
তব স্নেহে কহিনু জানিবে।
শ্রীরামের পদতরী, আশ্রয়ে এ দীনা নারী,
ইচ্ছা ভবার্ণবে হতে পার।
হের হে পুণ্ডরীকাক্ষ, এ দীনারে রক্ষ রক্ষ,
সৌদামিনী ডাকে অনিবার।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত ভক্তিযোগনামক
ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্তঃ।

চতুর্দ্দশ-সর্গ ।

অথ ভগবৎ-হনূমৎ-সংবাদ ।

পয়ার ।

সর্ব্বলোককর্ত্তা আমি রক্ষক নাশক,
আমি নিত্য সর্ব্বরূপী জগতজনক ।
যে আশ্চর্য্য দৃষ্টি করিয়াছ অসম্ভব,
অন্তরাত্মা আমি আমাতেই আছে সব ।
সকল পদার্থ মধ্যে মম অধিষ্ঠান,
মম ক্রিয়াশক্তিতে এ জগত বিধান ।
জগতের পালন সৃজন আদি লয়,
আমারি ত্রিগুণে তাহা জানিবে নিশ্চয় ।
আমি হই মায়া প্রবৃত্তির মূলাধার,
উৎপত্তি বিনাশ কভু না হয় আমার ।
সৃষ্টির প্রথমে নারীপুরুষ হইতে,
দুই হৈতে সর্ব্ব বস্তু জন্মে এ জগতে ।
মহত্তত্ত্ব রূপে মম তেজঃ প্রকটিল,
আমা হৈতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি হইল ।
আশ্চর্য্য এ ব্রহ্মরাজ্য বেদ চারিখান,
সৃষ্টির প্রাক্কালে বিধাতাকে করি দান ।

দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আমার আজ্ঞায়,
আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছি তাঁয়।
চতুর আনন ব্রহ্মা আজ্ঞাতে আমার,
সৃজন স্থাপন কর্ম্ম হইল তাঁহার।
অব্যয় অনন্ত বিষ্ণুরূপী নারায়ণ,
তিনিও আমার মূর্ত্তি করিতে পালন।
যিনি কাল রুদ্র সর্ব্বনাশের কারণ,
আমার তৃতীয় রূপধারী তিনি হন।
মমশক্তি অধীনে সে দেব হুতাশন,
ত্রিলোকেতে ব্যাপ্ত দেখ পবননন্দন।
দেবতাগণের হব্য করেন বহন,
পিতৃলোকে কব্য দেন করিয়া যতন।
বৈশ্বানর নামে অগ্নি জানে সর্ব্ব জন,
দিবারাত্র ভুক্ত অন্ন করেন পাচন।
মম শক্তি অধীনে জানিবে সুনিশ্চয়,
অনিত্য সকল বস্তু আমি নিত্যময়।
বারিধি বরুণ মম আজ্ঞার কারণ,
জীবন স্বরূপে পালে জীবের জীবন।
যে অনলীভূত দেহ করেন পোষণ,
আমার আজ্ঞায় শুন পবননন্দন।
আমার আজ্ঞায় চন্দ্র লোকপ্রকাশক,
বৃষ্টিদানে সূর্য্যদেব জগত রক্ষক।

আমার আজ্ঞায় ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর,
যাজ্ঞিকে সুফল দানে তোষেন অন্তর।
আমার আজ্ঞায় যম হন ধর্ম্মরাজ,
দুষ্টের দমন শিষ্টপালনাদি কাজ।
ধনদাতা কুবের সে অধীনে আমার,
ধনদানে পরিতুষ্ট করেন সংসার।
সর্ব্ব রাক্ষসের কর্ত্তা দেবতা নৈঋত,
আমার অধীন তিনি জানিবে নিশ্চিত।
বেড়ান ভুতের স্বামী দেবতা ঈশান,
আমার আজ্ঞায় ভক্তে করে ফল দান।
রুদ্রশ্রেষ্ঠ মহাদেব যোগির ঈশ্বর,
মম আজ্ঞা হেতু তিনি হন অনশ্বর।
সর্ব্ব অগ্রগণ্য সেই দেবগণপতি,
আমার আজ্ঞায় তাঁর বিঘ্নঘ্ন শকতি।
দেব কার্ত্তিকেয় ব্রহ্মজ্ঞানির প্রধান,
আমার আজ্ঞায় সেনাপতিপদ পান।
মরীচি প্রভৃতি দেখ স্থত ঋষিগণ,
মম আজ্ঞা হেতু করে বিবিধ সৃজন।
সম্পত্তি স্বরূপা লক্ষ্মী শ্রীহরিবনিতা,
তিনিও আমার অনুগ্রহের আশ্রিতা।
সারদা সকল সারা বাক্যবিধায়িনী,
মম অনুগ্রহে তিনি পাণ্ডিত্যদায়িনী।

সংস্মৃতা হইয়া যেই সাবিত্রীরূপিণী,
জ্ঞানদাত্রী মুক্তিদাত্রী জীবনিস্তারিণী।
ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী পার্ব্বতী শিবশক্তি,
তাঁহারাও মম আজ্ঞা হেতু দেন মুক্তি।
দেবশ্রেষ্ঠ অনন্ত মস্তকে ধরি মহী,
জানিবে তিনিও হন মম আজ্ঞাবাহী।
সম্বর্ত্তক নামে যিনি বাড়বা অনল,
শোষেন সমুদ্র মম আজ্ঞায় কেবল।
প্রসিদ্ধ প্রতাপান্বিত মনু চতুর্দ্দশ,
প্রজার পালক সবে হন্ মম বশ।
আদিত্য শশাঙ্ক রুদ্র অশ্বিনীনন্দন,
পবন প্রভৃতি আর যত দেবগণ।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব নাগ নর,
সিদ্ধ সাধ্য গরুড় নক্ষত্র নিশাচর।
কলা কাষ্ঠা নিমেষ পক্ষাদি দণ্ড পল,
মুহূর্ত্ত বৎসর দিন ঋতু যে সকল।
চারিযুগ পঞ্চভূত জঙ্গম স্থাবর,
ব্রহ্মাণ্ড ভুবন চতুর্দ্দশ মন্বন্তর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাগ্নি জল আদি করি,
মায়া বুদ্ধি প্রকাশাদি মম আজ্ঞাকারী।
যে অনাদি মায়া দেহীমাত্রের মোহিনী,
তিনিও আমার হন আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।

মোহ বিনাশিয়া করে মোক্ষপদ দান,
সে বিদ্যাও মমাধীন শুন হনূমান।
অধিক কথনে আর কিবা প্রয়োজন,
জানিবে হে মমাধীন এ তিন ভুবন।
সনাতন জ্যোতিঃরূপ আমি সর্ব্বেশ্বর,
আমা ভিন্ন ত্রিসংসারে না দেখি দোসর।
তরণীস্বরূপা এই জ্ঞান উপদেশ,
তবস্থানে কহিলাম করিয়া বিশেষ।
গোপনীয় কথা ইহা না জানে সংসার,
কহিলাম ভক্ত জানি তোমাকে বিস্তার।
এ তরী আশ্রয়ে ভক্ত তরে ভবার্ণব,
তব স্নেহ হেতু বৎস কহিলাম সব।
সৌদামিনী কহে রাম ভবের কাণ্ডারী,
আশ্রিতা অধমা জনে দেহ পদতরী।

হনুমানের নিকট শ্রীরামের পরিচয় প্রদান।

পয়ার।

মায়াশ্রয় করিয়া মানব কলেবরে,
লইয়াছি জন্ম দশরথরাজঘরে।
শ্রীরাম আমার নাম শুন হনূমান,
অনুজ লক্ষ্মণ ডানি হস্তের সমান।

তজ্জ্যেষ্ঠ ভরত মম জীবনের ভাই,
সর্ব্বানুজ শত্রুঘ্নের তুল্য পাই নাই।
আমি পূর্ণব্রহ্ম চারি অংশেতে জন্মিয়া,
করিব মানব লীলা ধরায় রহিয়া!
তব স্নেহে কহিলাম মম বিবরণ,
কভু না ভুলিবে কর হৃদয়ে ধারণ।
তব সহ এই মম কথোপকথন,
শুনিলে অশেষ পাপে হয় বিমোচন।
প্রত্যহ এ গ্রন্থ পাঠ করে যেই নরে,
পাইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি স্বর্গে বাস করে।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে রত যেই বিপ্রগণ,
যে করায় তাঁহাদের এ কথা শ্রবণ।
তিনিও পাঠকে মুক্ত বেদের বচন,
নিশ্চয় জানিবে বীর পবন নন্দন।
এ কথার অর্থবোধ করে যেই জন,
শমন তাহার ভয়ে করে পলায়ন।
অথবা সে ভক্তিভাবে যেই জন শুনে,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত স্থান পায় মম স্থানে।
অতএব অতি যত্নে এই বিবরণ;
সর্ব্বদা উচিত করা ব্রাহ্মণে শ্রবণ।

শ্রবণে মননে কিম্বা অর্থবোধ জ্ঞানে,
করিলে পাতকে মুক্ত সৌদামিনী ভণে।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত ভগবৎ হনুমৎ
সংবাদ নাম চতুর্দ্দশ-সর্গ সমাপ্তঃ।

পঞ্চদশ-সর্গ।

অথ হনুমানকৃত স্তব।

ভঙ্গ-পয়ার।

হর্ষে বীর হনুমান, হর্ষে বীর হনুমান,
নেত্র মুদি হৃদে রামরূপ করি ধ্যান।
ওঁ বাক্য উচ্চারণে, ওঁ বাক্য উচ্চারণে,
শ্রীরামে করেন স্তুতি বেদের বচনে।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
অনন্ত পুরুষ ত্রিজগত নিস্তারণ।
তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি,
পুরাণ পুরুষ কাম প্রদায়ক কামি।
বিভু পবিত্র নির্ম্মল, বিভু পবিত্র নির্ম্মল,
স্থাবর জঙ্গম দিবা রাত্র্যাদি অনল।
তুমি লঘু হৈতে স্থূল, তুমি স্থূল হৈতে স্থূল,
সূক্ষ্ম হৈতে সূক্ষ্ম তুমি. তুমি সর্ব্বমূল।

তুমি সর্ব্ব সারাৎসার, তুমি সর্ব্ব সারাৎসার,
অনাথের নাথ দুর্ব্বলের বলাধার।
তুমি স্থাবর জঙ্গম, তুমি স্থাবর জঙ্গম,
পশু পক্ষী জীব জন্তু আদি ভুজঙ্গম।
দেব তুমি সর্ব্বরূপ, দেব তুমি সর্ব্বরূপ,
স্বরূপে বিরূপ আর বিরূপে স্বরূপ।
কভু না হও সাকার, কভু না হও সাকার,
নিরাকার নির্ব্বিকার আকারে সাকার।
সর্ব্ব ঘটে তব বাস, সর্ব্ব ঘটে তব বাস,
তব আজ্ঞা হেতু ভব প্রকাশ বিনাশ।
সৃষ্টি প্রলয়ের কালে, সৃষ্টি প্রলয়ের কালে,
বটপত্র শায়ী বিভু ছিলে যেই কালে।
তব নাভি সুকমলে, তব নাভি সুকমলে,
জন্মিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা সে কালে।
বিধি জন্মি তব হতে, বিধি জন্মি তব হতে,
প্রকাশিলা সৃষ্টি বিধি তব বিধিমতে।
ব্যোমে সদা নৃত্যকারী, ব্যোমে সদা নৃত্যকারী,
কোটী কোটী প্রণিপাত তব পদে করি।
যোগিদের যোগ রূপ, যোগিদের যোগ রূপ,
যোগে যে সর্ব্বদা জাগে সে দেখে স্বরূপ।
দেখি তব ও মূরতি, দেখি তব ও মূরতি,
ব্রহ্মানন্দ মম-হৃদে জাগিল সম্প্রতি।

করি ও রূপ চিন্তন, করি ও রূপ চিন্তন,
হইব জীবন মুক্ত জিনিব শমন।
দেবী কহে যোড় করে, দেবী কহে যোড় করে,
দেহীমে চরণ তরী অকূল পাঁথারে।

পয়ার।

তোমার বচনে মুক্তি বীজ সে ওঁকার,
অবিনাশী গুঢ় মর্ম্ম যোগেতে প্রচার।
প্রসিদ্ধ এরূপে শুনি পণ্ডিত বচন,
দেবগণে সদা তব করেন স্তবন।
তব আরাধনায় নিষ্পাপ ঋষিগণ,
বেদ বাক্যে সদা তব করেন স্তবন।
সর্ব্ব সত্যরূপা হন ব্রহ্মজ্ঞানি যতি,
শান্তিগুণ ব্রহ্ম তব অঙ্গে তাঁর স্থিতি।
বহু শাখাযুক্ত বেদ অন্ত নাহি যার,
একমাত্র তুমি নাথ বোদ্ধা হও তার।
তোমাকে চিনিয়া লয় যে জন স্মরণ,
নিত্য শক্তি লভে যায় জনম মরণ।
তাহা ভিন্ন অন্যের না হয় বোধ জ্ঞান,
তোমাকে না চিনে জীব সজ্ঞানে অজ্ঞান।
তোমাকে জানিয়া শিব অষ্টৈশ্বর্য্য পান,
মহাতেজি ব্রহ্মা ব্রহ্মানন্দে জ্ঞানবান্।

ওহে বিশ্বরূপ জ্যোতিঃ স্বরূপ অচল,
সদা মুক্ত একমাত্র তুমিই কিবল।
এই বিশ্ব সংসার পালনে সদা রত,
অন্তে তোমাতেই লীন চরাচর যত।
স্মরণে আগত আমি করিহে প্রণাম,
দেহী ভক্তি রঘুপতি পূর্ণ কর কাম।
প্রকৃতি পরাণ মহান্ হরি ইন্দ্র যম,
ঈশ্বরাদি দিক্‌পাল সূর্য্য অগ্নি সোম।
বায়ু আদি তুমি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান্,
বেদের বচন ইহা কহেন বিদ্বান্।
বিশ্বের আশ্রয় স্থান তুমি অবিনাশি,
সকলের জ্ঞেয় জ্ঞানবান্ জ্ঞান রাশি।
সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক তুমি হও,
অবিনাশী নিত্যময় সর্ব্ব স্থানে রও।
তুমি বিষ্ণু তুমি রুদ্র তুমি আদিময়,
চরমেতে তোমা ভিন্ন কিছু নাহি রয়।
দিবাকর সম তেজ তমোগুণাতীত,
অনন্ত বিনাশ হীন চিদাশ্রয় স্থিত।
সর্ব্বব্যাপী আদিময় সকল কারণ,
তুমি সর্ব্বময় বিভু পণ্ডিত বচন।
যার মধ্যে চরাচর হয় প্রকাশিত,
অব্যয় নির্ম্মল যিনি বেদেতে বিদিত।

যোগের ঈশ্বর অতিশয় মুক্তিযুক্ত,
কৃপায় রাঘব রক্ষ আশ্রিত এ ভক্ত।
ব্রহ্মরূপ পবিত্র ত্রিলোকে বন্দনীয়,
প্রসীদ ভূতেশ চিরানন্দ আরাধীয়।
তব পদ স্মরণে সংসার মায়া নাশে,
মুক্তিপদ লভে জীব কাটি মায়া ফাঁশে।
কায়মনো বাক্যে করি নিজ মনোস্থির,
তোমাকে প্রসন্ন করি দেব রঘুবীর।
হনূর স্তবেতে তুষ্ট কমল লোচন,
ত্যজি বিশ্বরূপ পূর্ণ রাম রূপ হন।
রঘু কুলোত্তম পরে কন হনূমানে,
সজল জলদ প্রায় গম্ভীর বচনে।
তব কৃত স্তবে মোরে তুষিবে যেজন,
সে হবে, পরম গতি মুক্তির ভাজন।
অতএব হনূ তুমি চিত্ত স্থির কর,
উপযুক্ত কর্ম্ম কর মম বাক্য ধর।
কহে সৌদামিনী দাশরথির চরণে,
রঘুবর মুক্ত কর এ ভব বন্ধনে।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত হনুমৎ নামক
পঞ্চদশ-সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ-সর্গ।

পয়ার।

পুনঃ হাসি কন রাম শুন কপিবর,
হরিল আমার ভার্য্যা রাবণ পামর।
সেই হেতু আসিয়াছি সুগ্রীবের স্থান,
তাঁর সহ সখ্যতা করাও হনূমান।
শ্রীরামের প্রতি হনূ কহেন হাসিয়া,
কার সাধ্য তব ভার্য্যা লইতে হরিয়া।
কিবল মনুষ্য লীলা করিবার তরে,
তব অবতার হইয়াছে ধরাপরে।
অতএব প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি,
ইহা কহি দুইজনে লন স্কন্ধোপরি।
সুগ্রীব নিকটে যান লয়ে দুই জনে,
দোহে দেখি সুগ্রীব হইলা সুখী মনে।
ইহার কৃপায় হবে দুঃখ বিমোচন,
বালি জিনি পুনর্ব্বার হইব রাজন।
এত ভাবি শ্রীরামে করেন আলিঙ্গন,
হনূ বাক্য মতে করি মিত্রতা বন্ধন।
সুগ্রীব কৃতার্থ মানি আপনার মনে,
বসাইলা সমাদরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

কিছু দিন পরে বালি সহ করি রণ,
বালি বধি শ্রীরাম সুগ্রীব প্রতি কন।
পাইলে আপন রাজ্য হইলে রাজন,
সৈন্য আহরণে সীতা উদ্ধার এখন।
শ্রীরামের বাক্য মতে সুগ্রীব রাজন,
করিলা সংগ্রহ বীর কপি অগণন।
লক্ষ্মণের প্রতি রাম কহেন তখন,
কিরূপে জলধি পারে করিব গমন।
তাহার উপায় কর লক্ষ্মণ সুধীর,
তাহা শুনি লক্ষ্মণ চলিলা অম্বুতীর।
অম্বুধীর প্রতি কন লক্ষ্মণ ধীমান,
সীতা উদ্ধারণে দেহ গমনের স্থান।
সগর রাজার বংশজের বধূ সীতা,
দুষ্ট দশানন কৃত হয়েছেন হৃতা।
জ্ঞান হত রামচন্দ্র জানকীর শোকে,
সৈন্যগণে পন্থা দানে তোষ হে তাঁহাকে।
লক্ষ্মণ সমুদ্রে কহিলেন বার বার,
রত্নাকর পথ দেহ সৈন্য যাইবার।
না শুনিল রত্নাকর ক্রোধিত লক্ষ্মণ,
লম্ফ দিয়া ঝম্প দিলা সমুদ্রে তখন।
লক্ষ্মণের অঙ্গ হৈতে ক্রোধাগ্নি উথলে,
শুষিল সমুদ্র বারি সেই ক্রোধানলে।

অগ্নি দাহে জলজন্তু করয়ে চীৎকার,
জল জন্তু স্থল হেতু মরিল অপার।
সমুদ্র গর্ব্ভেতে ছিলা হত দেবগণ,
অগ্নি দাহে উঠি ভয়ে করে পলায়ন।
দেখিল আশ্চর্য্য কাণ্ড বানর মণ্ডল,
ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার কোলাহল।
স্বস্তি বাক্যে ঋষিগণ করেন মঙ্গল,
দেখি কর্ম্ম অসন্তোষ রাম মহাবল।
কহে দেবী সৌদামিনী করিয়া পয়ার,
অতঃপর শুন নর অন্য সমাচার।

অথ শ্রীরামচন্দ্রের নেত্রনীর দ্বারায় পুনর্ব্বার
সমুদ্র পূরণ ও সীতা উদ্ধার-করণ।

রামচন্দ্র কন, শুনহে লক্ষ্মণ,
ভাল কর্ম্ম তব নহিল এখন।
সীতার বিরহে, সদা অঙ্গ দহে,
শোক নীরে করি জলধি পূরণ।
এত বলি রাম, কান্দি অবিরাম,
নেত্রনীরে পূর্ণ করি রত্নাকর।
অসম্ভব কাজ, দেখি দেবরাজ,
পুষ্প বরষিলা শ্রীরাম উপর।
আশ্চর্য্য ঘটন, দেখি সর্ব্ব জন,
পুনঃ পুনঃ মনে করিল চিন্তন।

স্থির ত্রিভুবন, হইল তখন,
জলধি শ্রীরামে করেন স্তবন।
জলধি জীবনে, সেতু সুবন্ধনে,
সৈন্য সহ করি লঙ্কায় গমন।
বধি দশানন, সীতা উদ্ধারণ,
পরে অযোধ্যায় করেন গমন।
দেখি রাম ধন, রাম মাতাগণ,
আর প্রজাগণ আনন্দে মগন।
নিজ রাজ্যে রাম, হইয়া রাজন,
আনন্দে পুরিল এ তিন ভুবন।
পেয়ে রাম রাজা, সুখি যত প্রজা,
পশু-পক্ষী আদি হর্ষিত সবে।
দুন্দুভি বাদনে, সঘণে গগণে,
পুষ্পবৃষ্টি করে সকল দেবে।
কালে বরিষণ, করে দেবগণ,
দুগ্ধবতী গাভী শস্যপূর্ণা ক্ষিতি।
কহে সৌদামিনী, রাম নৃপমণি,
দেহীমে দীনায় শ্রীপদে মতি।

ইতি অদ্ভুত কাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত শ্রীরামের রাজ্য পালন নামক ষোড়শ-সর্গ সমাপ্তঃ।

সপ্তদশ-সর্গ।

অথ মুনিগণকৃত শ্রীরামের প্রশংসা ও
শ্রীরামের মদগর্ব্ব।

রাক্ষস বধিয়া রাম আসি নিজ দেশ,
হইলেন মহারাজ গেল সব ক্লেশ।
মস্তকে ধরিয়া ছত্র অনুজ লক্ষ্মণ,
ভরত চামর করে করেন ব্যজন।
তালবৃন্ত ব্যজন করেন শত্রুঘ্ন,
সম্মুখে করেন স্তব রাজা বিভীষণ।
দ্বারি বেশে হনূমান রহিলেন দ্বারে,
যুবরাজ সে অঙ্গদ সৈন্য রক্ষা করে।
জাম্বুবান সুসেন প্রভৃতি কপিগণ,
সভ্যগণ স্থানে সবে বসিয়া তখন।
শ্রীরামের রাজ্য প্রাপ্তি হইল ঘোষণ,
আশীর্ব্বাদ করিতে চলিল মুনিগণ।
পূর্ব্বদিকস্থিত বিশ্বামিত্র তপোধন,
শিষ্যসহ সভাতে দিলেন দরশন।
দক্ষিণ দিকস্থ দত্তাত্রেয় আদি মুনি,
আইলেন সভাতে দেখিতে রঘুমণি।

কমঠাদি ঊর্দ্ধরেতা পশ্চিম হইতে,
আইলেন বশিষ্ঠাদি শিষ্যের সহিতে।
শিষ্য উপশিষ্য সঙ্গে যত মুনিগণ,
আশীর্ব্বাদি ফল করে সভায় গমন।
স্বস্তি বাক্য উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ করি,
দাণ্ডাইলা সভাস্থলে যত তপাচারী।
গলবস্ত্রে রামচন্দ্র করি গাত্রোত্থান,
অভ্যার্থনা আদি করি রাখিলা সম্মান।
রাম দত্ত দিব্যাসনে যত মুনিগণ,
বসিলেন সবে হয়ে অতি হর্ষ মন।
মহাতেজা রামচন্দ্র সীতার সহিত,
ভ্রাতৃগণ পৌরজন হয়ে একত্রিত।
যথাবিধি পূজা করিলেন মুনিগণে,
পরিতুষ্ট মুনিগণ মঙ্গলোচ্চারণে।
বক্তৃশ্রেষ্ঠ মুনিগণ প্রশংসেন রামে,
তুমি ত্রিজৎ কর্ত্তা আসি ধরাধামে।
পুত্রাদি অমাত্য সহ বধিলে রাবণ,
পুনর্জ্জাত প্রায় সুস্থ হইল ভুবন।
সকলের ক্লেশদায়ী রাবণ দুর্ব্বার,
ত্রিজগতে নাহি হয় উপমা যাহার।
দশ মুখে দশদিক করিদরশন,
আজ্ঞায় করিত দশ দিকের শাসন।

সেই দুষ্ট দুরাচারে করিয়া বিনাশ,
ত্রিদশের বিনাশিলে হৃদয়ের ত্রাস।
উদ্ধার এ ত্রিভুবন কৃপায় তোমার,
ব্রহ্মার প্রার্থনা হেতু তব অবতার।
রঘুবংশ-আনন্দজনক রঘুমণি,
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া অবতীর্ণ এ ধরণী।
তব দরশনে অদ্য সফল জীবন,
নিজ করে করিয়াছ রাবণ নিধন।
অদ্যাবধি করিলে সে রাবণে স্মরণ,
শরীর অবশ হয় হৃদয় কম্পন।
করেন প্রশংসা বার বার মুনিগণ,
তাহাতে গর্ব্বিত হৈল শ্রীরামের মন।
রামগর্ব্ব বুঝি সীতা কন মুনিগণে,
সবিনয়ে যোড় করে মধুর বচনে।
দশাস্য বধের হেতু রামে প্রশংসন,
পরিহাস সম মম লইতেছে মন।
উদ্বেগজনক দুষ্ট সত্য সে রাবণ,
কিন্তু তারে বধ নহে প্রশংসা কারণ।
ইহা শুনি মুনিগণ সবিস্ময় মন,
পরস্পর করে সবে মুখাবলোকন।
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মী অবতার,
উপহাস মানিলেন বাক্যে সবাকার।

ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি,
সৌদামিনী কহে সীতা দর্পী-দর্পহারী।

ত্রিপদী।

চিন্তান্বিত মুনিগণে, দেখি সীতা ভীতা মনে,
যোড় করে প্রণমিয়া কন।
অন্য লোক সম মুনি, নহে মিথ্যা মম বাণী,
আজ্ঞা হৈলে কহি বিবরণ॥
সীতার বিনয় শুনি, পরিতুষ্ট যত মুনি,
প্রীতি বাক্যে কহিলেন পরে।
আদ্যোপান্ত বিবরণ, জানকী কর বর্ণন,
সবাকার ইচ্ছা শুনিবারে॥
শ্রীরামাদি সভাজন, আর যত মুনিগণ,
সীতা প্রতি দেন অনুমতি।
সবাকার আজ্ঞা শুনি, হর্ষে জনকনন্দিনী,
আরম্ভিলা পূর্ব্বের ভারতি॥
বাল্যকালে মুনিগণ, ছিলাম পিতৃভবন,
সেই কালে বিপ্র একজন।
দ্বিজ অতিথীর বেশে, আসি জনক আবাসে,
কহিলেন-শুন হে রাজন॥
বরষার চারি মাস, থাকিব হে তব বাস,
দেবতুল্য যদি সেব মোরে।

দ্বিজভক্ত মম পিত, হইলেন হর্ষান্বিত,
বিপ্রে রাখিলেন সমাদরে ॥
নানা ভোজ্য আয়োজন, দ্বিজে করি নিয়োজন,
মোরে কন দ্বিজে সেবিবারে।
পিতৃ অনুমতি ক্রমে, সেবিতাম দ্বিজোত্তমে,
বিপ্র হৈলা সন্তুষ্ট আমারে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে, আশ্চর্য্যাদি দরশনে,
কহিতেন নানা ইতিহাস।
শুন শুন মুনিগণ, কহি আশ্চর্য্য কথন,
মুনিমুখে শুনেছি যে ভাব ॥

পয়ার।

আমার সেবায় পরিতৃপ্ত মুনিবর,
কহিলা আশ্চর্য্য এক আমার গোচর।
স্নানাহ্নিক করি মুনি সুস্থ কলেবর,
ডাকিলেন মোরে মুনি আপন গোচর।
কহিলেন শুন সীতা আশ্চর্য্য কথন,
তোমার নিকটে অদ্য করিব বর্ণন।
অতি স্বাদু যুক্ত দুগ্ধ সমুদ্রের বারি,
বেষ্টিত পুষ্কর দ্বীপে গোলাকার করি।
তথায় করেছি এক আশ্চর্য্য দর্শন,
মন স্থির করি বৎসে করহ শ্রবণ।

সেই দ্বীপে লক্ষদল অগ্নির সমান,
রক্তবর্ণ পদ্মপুষ্প অতি শোভমান।
ব্রহ্মার আসন সেই কমলের দল,
মনুষ্য অগম্য তথা দেবক্রীড়াস্থল।
মানসোত্তর নামে আছে গিরিবর,
অযুত যোজন দীর্ঘে আড়ে পরিসর।
সেই পর্ব্বতের মধ্যে পুরী শোভমান
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর,
সদা ক্রীড়া করে সেই পর্ব্বত উপর
সুমালি নামেতে এক রাক্ষস প্রধান,
সুমালির কন্যা সে নিকষা তার নাম।
বিশ্রবস মুনিপত্নী নিকষা সুন্দরী,
প্রসবিল দুই পুত্র সেই নিশাচরী।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সহস্রবদন ভয়ঙ্কর,
কনিষ্ঠ সে দশানন রাজা লঙ্কেশর।
তাহাদের জন্মকালে শূন্যে আচম্বিত,
হইল কঠোর শব্দ অতি বিপরীত।
রব আর তিন লোক দমনকারণ,
সে হেতু দোঁহার নাম হইল রাবণ।
কনিষ্ঠ রাবণ করি শিব আরাধন,
করিল ত্রিলোক তুচ্ছ সে বর কারণ।

কুবের আবাস লঙ্কা স্বর্ণময়ী পুরী,
লইল ভ্রাতার স্থানে বলাৎকার করি।
সহস্র বদন জ্যেষ্ঠ রাবণ ভীষণ,
বিনা তপে বিনা মন্ত্রে জিনিল ভুবন।
থাকিয়া পুষ্করে করে ত্রিলোক দমন,
নিমেষে ত্রিলোক নাশে হেন লয় মন।
চন্দ্র সূর্য্য কুলাচল প্রভৃতি লইয়া,
কন্দুক্রীড়া করে নিত্য কৌতুকি হইয়া।
মানসোত্তর বেষ্টি বহু দিব্য পুরী,
ইন্দ্রাদি দেবের বাস ছিল তদুপরি।
নিজ বাহুবলে লয়ে সে জ্যেষ্ঠ রাবণ,
সুখে আছে রাজা হয়ে লয়ে পরিজন।
মাতামহ আদি সুখে আছে তথাকারে,
মহাসুখে রাবণ পুষ্করে বাস করে।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পুরী দিয়া মন্ত্রিগণে,
ইন্দ্রাধিক রাজ্যভোগ করে সেই স্থানে।
ত্রিলোকের সার দ্রব্য করি আকর্ষণ,
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব গঠন।
কি কব সে পুরীর সৌন্দর্য্য চমৎকার,
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত মণ্ডিত প্রাকার।
অয়স্কান্ত নীলকান্ত পোকরাজ মণি,
কাঞ্চন রজত মুক্তা হীরকে গাঁথনি।

পুরীমধ্যে নানা বৃক্ষ সুন্দর শোভিত,
শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত হরিত লোহিত।
শাল তাল তমাল পনস নারিকেল,
গুবাক খর্জ্জুর আম্র জম্বু নিম্ব বেল।
দেবদারু বকুল চম্পক নাগেশ্বর,
অশোক কিংশুক বট দেখিতে সুন্দর।
শাখায় শাখায় নানা পক্ষি করে গান,
কোকিল পাপিয়া শিখি বাবুই শাঙ্কান।
হীরামন কাকাতুয়া পারাবত নুরী,
ময়না ফরিদি তোতা কাক শুক শারী।
মনোহর সরোবর পুরীর ভিতর,
তাহে ক্রীড়া করে নানা পক্ষি জলচর।
হংস বক মৎস্যরাঙ্গা ডাহুক ডাহুকী,
পানকৌটি আর চক্রবাক চক্রবাকী।
সরোবরে প্রস্ফুটিত পুষ্প মনোহর,
কমল কুমুদ নীল লোহিত উৎপল।
সরসীর তটে নানা কুসুমকানন,
গোলাপ মল্লিকা জাঁতি মাধবী রঙ্গণ।
যুথিকা মালতী পারিজাত অপ্রাজিতা,
কৃষ্ণকেলি সূর্য্যমুখী জুঁই রাধালতা।
বিশাই নির্ম্মিতা পুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ,
ছয় ঋতু সদাকাল যথা মূর্ত্তিমান।

পুরীর প্রাঙ্গণে মণি মুক্তা সুরঞ্জিত,
সুন্দর সোপান দ্বার দেবতা বাঞ্ছিত।
সেই পুরী মধ্যে বাস করণ কারণ,
সাধুগণ করে বহু তপ আচরণ।
বাহুবলে সহস্রবদন ভয়ঙ্কর,
লইয়াছে সেই পুরী জিনিয়া অমর।
ইন্দ্রাদি দেবতা আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
অপ্সর অসুর সিংহ ব্যাঘ্র নাগনর।
অনায়াসে গলদেশে করিয়া বন্ধন,
রাখিয়াছে সবাকারে সে দুষ্ট রাবণ।
সপ্ত জলনিধি দেখে গোষ্পদ সমান,
লোষ্ট্রের সদৃশ দেখে দ্বীপ সপ্তখান।
তৃণতুল্য জ্ঞান করে এ তিন ভুবন,
মান্যরূপে কাহাকেও না করে গণন।
ক্রুদ্ধ হয়ে সেই কালে সহস্রবদন,
উপক্রম করে নাশিবারে ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা বিশ্বশ্রবা আর পুলস্ত্য প্রভৃতি,
তাত! বৎস! ক্ষম বলি করেন মিনতি।
কহু কষ্টে বিনয়ে করেন নিবারণ,
ভয়ঙ্কর সহস্রবদন সে রাবণ।
বাল্যকালে সেই দ্বিজ কহিলা আমায়,
এখনও স্মরণে হৃদয় কম্প হয়।

অনুগ্রহ করি মোরে কহিলা ব্রাহ্মণ,
শুন সীতা পুষ্করে আছয় সে রাবণ।
লঙ্কাতে আছয় তার কনিষ্ঠ রাবণ,
সম্প্রতি শ্রীরাম যারে করিলা নাশন।
চারি মাস থাকি বিপ্র পিতার ভবনে,
আশীষ করিয়া যান তীর্থ পর্য্যটনে।
সহস্রাননের এই অদ্ভুত আখ্যান,
কহিলাম বিস্তারিত সভা বিদ্যমান।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে দেবী সৌদামিনী,
অন্তিমে চরণে রেখ জনকনন্দিনী।

ইতি অদ্ভুত কাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকি কৃত সহস্রানন রাবণ বিবরণ নামক সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ-সর্গ।

অথ শ্রীরামের সৈন্যসজ্জা।

চৌপদী।

মম নিবেদন, যত মুনিগণ,
করিলা শ্রবণ, রাবণ কথা।
প্রবাসি ব্রাহ্মণ, কহিলা যেমন,
আছে সে এখন, হৃদয়ে গাঁথা।

রাম মহাশয়, সুগ্রীব সহায়,
হনূ আদি তায়, একত্র করি।
পুত্র অমাত্য, অনুগত ভৃত্য
সবে মিলি বলে, বধিলা অরি॥
আমার কারণ, রাজিবলোচন,
সাগর বন্ধন, প্রভৃতি করি।
লঙ্কার দাহনে, সহ পরিজনে,
বধিলা রাবণে, ধনুকধারী॥
তবু মম মনে, আশ্চর্য্য না মানে,
সেই সে কারণে, কহিনু সার।
বধিলে পুষ্করে, রাবণ হুঙ্করে,
তবে সে আশ্চর্য্য, হয় আমার॥
বধিলে সে বীর, ত্রিলোক সুস্থির,
চির যশ রহে, ত্রিলোকমাঝ।
অতএব মম, অপরাধ ক্ষম,
ওহে অগ্নি সম, দ্বিজ সমাজ॥
এই কথা শুনি, যত মহামুনি,
করি সাধু ধ্বনি, জানকী প্রতি।
করি প্রশংসন, আশীষ বচন,
হন সর্ব্বজন, হরিষ মতি॥
রাঘব তখন, উৎসাহ বর্দ্ধন,
করণ কারণ, করিয়া তর্জ্জন।

কহিলা তখন, সাজ সৈন্যগণ,
সহস্র বদন, করিব নিধন॥
অদ্যই পুষ্করে, গিয়া সে দুষ্করে,
বধিব স্বকরে, প্রতিজ্ঞা মন।
এই কথা বলি, রাম মহাবলী,
উঠিলেন জ্বলি, অগ্নির সম॥
শ্রীরাম বচন, শুনি হর্ষমন,
সাজে সৈন্যগণ, বিচিত্র সাজে।
সাজে রাম সেনা, কে করে গণনা,
বাদ্য বিধ নানা, রঙ্গেতে বাজে॥
বাজে কাড়া পড়া, মাধুরি টিকারা,
আর সপ্তস্বরা, অতি সুন্দর।
জগঝম্প কাঁসি, ভেরী তুরি বাঁশী,
সৈন্যগণ খুসি, হেতু সমর॥
কাহেল মোচঙ্গ, দুন্দুভি মৃদঙ্গ,
শানাই সুরঙ্গ, শুনিতে অতি॥
ঢক্কা তাসা ঢোল, কাহেল মাদোল,
সৈন্য কোলাহল, হইল তথি॥
শ্রীরাম চরণ, করিয়া স্মরণ,
করিল লিখন, কুলের বালা।
শ্রীরাম কাণ্ডারী, দানে পদ তরী,
তার ভববারি, না কর হেলা॥

অথ সৈন্যগণের বীর দর্প।

মালঝাঁপ ছন্দ।

অগণন সৈন্যগণ সবে রণ কারণে।
কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ চড়ে বারণে।
কেহ পদে বীরনাদে লম্ফ ঝম্প করিছে।
করওয়াল তরোয়াল খাড়াঢাল ঝাঁকিছে।
নিশাচর বনচর আর নর মিলিয়ে।
অসম্ভব করে রব স্তব্ধ সব করিয়ে।
কপিগণে হর্ষমনে বৃক্ষোপরে চড়িছে।
হয়ে খুসী বৃক্ষে বসি সবে লেজ নাড়িছে।
রঘুবীর সবে স্থির করিবাবে কহিলা।
রামপদ রাখি হৃদে সৌদামিনী রচিলা।

সীতা ও শ্রীরামে দ্বন্দ্ব ও পুষ্কর দ্বীপে সহস্রানন বধার্থ শ্রীরামাদির গমন।

পয়ার।

রাম কন এত সৈন্য জলনিধি পারে।
অশ্বে গজে রথে সবে যাবে কি প্রকারে।
চারি রথে যত ধরে শ্রেষ্ঠ বীরগণ।
জাম্বুবান্ হনূ যে সুগ্রীব বিভীষণ।
চারি রথে চারি ভ্রাতা করিব গমন।
চারি রথে চল সেনা ধরে যত জন।

রামের বচন শুনি জনকজা কন।
যাইব হে তব সনে দেখিবারে রণ।
শুনিয়া সীতার বাক্য রাম ক্রুদ্ধ অতি।
কি কহিলা তুমি পুনঃ যাইবে সংহতি।
একবার সঙ্গে গিয়া কর সর্ব্বনাশ।
লজ্জাহীনা তাই পুন কহ হেন ভাষ।
কত কষ্টে বিনাশ করিয়া দশানন।
করেছি উদ্ধার তাহা না হয় স্মরণ।
অবিশ্বাসী নারীজাতি অতি ভয়ঙ্কর।
নারী হয়ে যাবে তুমি দেখিতে সমর।
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস একি সর্ব্বনাশ।
নারীর চরিত্রে স্মরি হৃদে লাগে ত্রাস।
পুনরায় হেন কথা মুখে না আনিবে।
পুনর্ব্বার কহিলে উচিত ফল পাবে।
অবধ্যা রমণী বলি ক্ষমি একবার।
পুনর্ব্বার শুনিলে করিব প্রতীকার।
শ্রীরামের কথায় লজ্জিতা অতি সীতা।
রহিলেন অধোমুখে হৃদয়ে দুঃখিতা।
শ্রীরামের প্রতি কন জানকী তখন।
আমার নিকটে রবে পবন-নন্দন।
সীতাবাক্যে রাম রাখি পবন-নন্দনে।
চারি রথে চারি জন চলিলেন রণে।

সঙ্গেতে সুগ্রীব জাম্বুবান বিভীষণ।
দুগ্ধ সমুদ্রের তীরে করিলা গমন॥
অপার গম্ভীর নীর অতি ভয়ঙ্কর।
চারি রথ চলিল সে জলের উপর॥
কিছু দূরে গিয়া রথ হইল অচল।
হাবুডুবু খায় অশ্ব হইয়া বিকল॥
না পারে যাইতে রথ না পারে আসিতে।
লাফানি চোবানি খায় সাগর মধ্যেতে॥
রথমধ্যে প্রবেশিল সলিল দুষ্কর।
হাবুডুবু খায় জলে চারি সহোদর॥
না দেখি নিস্তার আর জীবন বিকল।
নাহি চলে রথচক্র হইল অচল॥
বিপদ দেখিয়া অতি লক্ষ্মণ সুধীর।
কহিলেন মা জানকী স্মর রঘুবীর॥
রাম কন বরঞ্চ হে জীবন ত্যজিব।
তথাপি নারীরে ভাই স্মরিতে নারিব॥
তব ইচ্ছা হয় যদি করহ স্মরণ।
এত শুনি সীতাস্তব করেন লক্ষ্মণ॥
বিপদে পড়িয়া ডাকি জনকনন্দিনী।
কাতরে নিস্তার মাতা বিপদনাশিনী॥
অদ্য সূর্য্যবংশ নাশ হয় গো জননী।
কৃপাদানে রক্ষ রাম-হৃদি-বিলাসিনী॥

আদ্যাশক্তিরূপা তুমি ত্রিলোকজননী।
এ বিপদে রক্ষ অদ্য কলুষবারিণী॥
লক্ষ্মণের স্তবে তুষ্টা জানকী তখন।
জানিলা লক্ষ্মণ করে বিপদে স্মরণ॥
হনূ প্রতি সীতা কন শুন হনূমান।
রথ সহ চারি ভ্রাতা কর পরিত্রাণ॥
দুস্তর সাগর নীরে হইয়া মগন।
বিপদে লক্ষ্মণ মোরে করিছে স্তবন॥
সীতাবাক্যে হনূমান হাসিয়া অন্তরে।
এক লম্ফে উত্তরিলা জলনিধি তীরে॥
দুই করে চারি রথ চাপিয়া ধরিলা।
এক টানে চারি রথ কূলেতে লইলা॥
রথ সহ সর্ব্বজন অযোধ্যা নগরে।
পুন আসি উত্তরিলা জানকী গোচরে॥
অতঃপর রথ হৈতে নামি সর্ব্বজনে।
বিমর্ষে শ্রীরাম বসিলেন সিংহাসনে॥
জানকী কহিলা রাম এ আর কেমন।
তরিতে নারিলে দুগ্ধজলধিজীবন॥
ভবসাগরের নাকি তুমি কর্ণধার।
তবে কেন নারিলে হইতে অম্বুপার॥
এই মুখে চাহিলে বধিতে সে রাবণ।
নহে তব কর্ম্ম করা সে বীরে নিধন॥

সীতা বাক্যে রামচন্দ্র করেন উত্তর।
সিন্ধু পার হইলে বধিব নিশাচর॥
সীতা কন আছয়ে পুষ্পক রথখান।
চক্ষুর নিমিষে রথ শূন্যেতে পয়ান॥
সেই রথে কেন বা না করিলে স্মরণ।
অনাসে জলধি পারে বধিতে রাবণ॥
সীতা বাক্যে সীতানাথ কহেন তখন।
ভাল স্মরাইলে মম না ছিল স্মরণ॥
এত বলি পুষ্পরথে করিলা স্মরণ।
স্মৃত মাত্রে রথ আইল রামের সদন॥
দেখি আনন্দিত মনে শ্রীরঘুনন্দন।
সৈন্য সহ সেই রথে করি আরোহণ॥
চলিলেন মহাদর্পে বধিতে রাবণ।
চক্ষুর নিমেষে রথ পুষ্করে গমন॥
রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর।
লক্ষ ক্রোশ পরিমিত আড়ে পরিসর॥
অতি বিপরীত এক ঘণ্টা আছে তায়।
সেই ঘণ্টা শব্দে বীর যুদ্ধবার্ত্তা পায়॥
এক বারে ছয় শব্দ যে বীর করিবে।
শিবের আজ্ঞায় সেই রাবণে বধিবে॥
শত্রুঘ্ন নামিয়া ঘণ্টা নাড়িতে লাগিলা।
না নড়িল ঘণ্টা দেখি লজ্জিত হইলা॥

লক্ষ্মণ নামিলা পরে অতি ক্রোধ মনে।
একবার বাজে ঘণ্টা অতি প্রাণপণে॥
ভরত নামিয়া ঘণ্টা ধরি দিলা টান।
দুই শব্দ হৈল শুনে রাবণ ধীমান॥
ভাবিল অন্তরে কেহ ক্রীড়ার কারণ।
নাড়িতেছে ঘণ্টা বুঝি করি আস্ফালন॥
শিবপূজা করে বীর হয়ে একমন।
গ্রাহ্য নাহি হয় তার যুদ্ধের কারণ॥
অতঃপর রামচন্দ্র নামিয়া তখন।
চারি শব্দে করিলেন ঘণ্টার বাদন॥
সহস্রবদন শুনি সৈন্য প্রতি কয়।
এ বীর ডাগর কিছু মম মনে লয়॥
অতএব সাজ সবে করিবারে রণ।
কে আইল মম করে অর্পিতে জীবন॥
আজ্ঞামাত্রে সৈন্যগণ হইল সজ্জিত।
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদর্পে হৈল উপনীত॥
মার মার শব্দেতে রাবণ মহাবল।
রামের সম্মুখে যায় সহ সৈন্যদল॥
চারি জনে দেখিয়া রাবণ হাস্য করে।
কহে কোথা হৈতে আইলে মরিবার তরে॥
কোমল শরীর দেখি নবনীত প্রায়।
কাহার তনয় কেন আইলে হেথায়॥

তোমাদের দেখি দয়া হৈল মম মনে।
না বধিব যাও সবে নিজ নিকেতনে॥
রত্ন, ধন যদি কিছু থাকে প্রয়োজন।
যাহা ইচ্ছা চাহ আসি করিব অর্পণ॥
এতশুনি ক্রোধভরে কহেন লক্ষ্মণ।
আসিয়াছি যুদ্ধে নহি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ॥
মহারাজ দশরথ জম্বুদ্বীপপতি।
চারি পুত্র তাঁর মোরা জ্যেষ্ঠ রঘুপতি॥
লঙ্কায় বধিলা রাম রাবণাদি বীর।
তোমাকে বধিয়া অদ্য হইব সুস্থির॥
ভয়ে স্তব করি দিতে চাহ বহু ধন।
তোমাকে বধিয়া তুষ্ট করিব ভুবন॥
শীঘ্র যুদ্ধ দেহ ওরে দুষ্ট দুরাচার।
এত বলি রাম দিলা ধনুকে টঙ্কার॥
এত গালি শুনি বীর সহস্র আনন।
নাহি করে ক্রোধ হাসে বিকাশি দশন॥
কহে দশরথ রাজা পুণ্যবান্ অতি।
বৃদ্ধকালে পেয়েছিল চারিটী সন্ততি॥
অতি ক্ষুদ্র রাজা কিন্তু ছিল ধর্ম্মজ্ঞান।
নারীবাক্যে পুত্র ত্যজি ছাড়ে নিজ প্রাণ॥
তার বংশনাশে মম ইচ্ছা নাহি হয়।
অতএব যাও সবে আপন আলয়॥

এতেক বলিয়া বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
নিশ্বাসবায়ুতে রথ উঠিল আকাশ॥
ক্ষণমধ্যে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি সলজ্জিত॥
রথ হৈতে নামি যান সীতার সদন।
সীতা জিজ্ঞাসেন রাম বধিলে রাবণ॥
এত শীঘ্র কেমনে হে বধিলে সে বীর।
সংবাদ কহিয়া নাথ মোরে কর স্থির॥
ব্যঙ্গবাক্য বুঝি রাম লজ্জিত অন্তর।
কহিলেন অশ্বগণ অতি ক্ষীণতর॥
নিশ্বাসে উড়িল রথ রাখিতে নারিল।
সে কারণে যুদ্ধ আদি কিছু না হইল॥
সীতা কন রাম তুমি নিজে বিশ্বম্ভর।
বিশ্বভারে কেন না রাখিলে রথবর॥
রাম কন ওকথা না ছিল হে স্মরণ।
নিশ্বাসে উড়িল রথ সেই সে কারণ॥
সীতা কন পুষ্পরথে নাহি প্রয়োজন।
চারি রথ সজ্জা কর যুদ্ধের কারণ॥
তিন রথে তিন ভাই আর সৈন্যগণ।
তব রথে তুমি আমি পবননন্দন॥
চল দেখি রঘুবীর রাবণ সদন।
না উড়িবে রথ আমি করিলে গমন॥

লুকাইয়া আমি যুদ্ধ করিব দর্শন।
বিস্মৃত হইবে যাহা করাব স্মরণ ॥
শুনিয়া সীতার বাক্য শ্রীরাম তখন।
আজ্ঞা দিলা চারি রথ করিতে সাজন।
আজ্ঞামাত্র চারি রথ হইল সজ্জিত।
সৈন্য সহ রথে রাম চাপিলা ত্বরিত।
শ্রীরামের রথে সীতা আর হনূবীর।
চক্ষের নিমেষে রথ যায় সিন্ধুতীর।
হনূ প্রতি জনকজা কহেন তখন।
সেতুরূপে নীরোপরে করহ শয়ন।
চারি রথ তবোপরে করুক গমন।
আজ্ঞামাত্র হনূবীর করিলা শয়ন।
আড়ে দীর্ঘে শরীর বিস্তারি সেই ক্ষণ।
সেতুরূপী হইলেন পবননন্দন।
দেখিয়া শ্রীরাম আদি অতি চমৎকার।
হনূ হইলেন সেতু প্রকাণ্ড আকার।
একূলে চরণ শির রহিল ওকূলে।
সেতুরূপে শয়ন করিলা মধ্যস্থলে।
বক্ষোপরে চারি রথ করিল গমন।
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে পবননন্দন।
জয় রাম বলি বীর করি গাত্রোত্থান।
রথধ্বজে বৈসে বীর মারুত সন্তান।

যুদ্ধক্ষেত্রে পুন রথ করিল গমন।
রথ হৈতে নামিলেন জানকী তখন।
একবার ঘণ্টা ধরি করি আন্দোলন।
একবারে ছয় শব্দ পূরিল গগন।
ভয়ঙ্কর শব্দে স্তব্ধ হৈল ত্রিভুবন।
রাবণ হইল ভীত জানিয়া মরণ।
সৈন্যগণে কহে বীর সাজ এই বার
অদ্যকার যুদ্ধে মম না হবে নিস্তার।
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ ভঙ্গ হৈল মন।
জানিলাম অদ্য মম নিশ্চয় মরণ।
এত শুনি সৈন্যেরা সাহসে করি ভর।
সকলে সাজিল হয়ে সভয় অন্তর।
দূত প্রতি আদেশিল সহস্র আনন।
কে করিল হেন শব্দ কর অন্বেষণ।
এত বলি মহা ক্রোধে সহস্রবদন।
মহা রোষে ওষ্ঠ দংশে কম্পে ঘনে ঘন।
ভুষণ্ডি তোমর শেল শক্তি শূল আদি।
নাগপাশ খুর আদি অস্ত্র নানাবিধি।
দ্বি সহস্র করে ধরে নানা প্রহরণ।
প্রকাণ্ড আকার বীর শমন-দমন।
দ্বি সহস্র নেত্র জ্বলে সমান উল্কার।
ক্রোধে নেত্রানল বৃষ্টি হয় অনিবার।

কহে বীর কোন্ জন আইল সমরে।
নাহি দেখি মম শত্রু এই চরাচরে।
ইন্দ্র আদি যত আছে অমর প্রধান।
সকলে আমার দাস হয়ে রাখে প্রাণ।
এখনি নাশিতে পারি যত চরাচর।
নাশিব অমর নাগ ভূচর খেচর।
পাতালেতে স্বর্গ করি স্বর্গেতে পাতাল।
করিব প্রলয় আজি হয়ে মহাকাল।
এক সমুদ্রের বারি করিয়া সিঞ্চন।
অন্য সমুদ্রেতে লয়ে করিব পূরণ।
রেণু সম ভাঙ্গি চূর্ণ করিব ভূধর।
নরলোকে অমর অমরলোকে নর।
তুলিব পৃথিবী লয়ে অনন্ত ভেদিয়া।
চক্ষুর নিমিষে ফেলি সকল নাশিয়া।
ব্রহ্মার সান্ত্বনা হেতু ছিলাম সুস্থির।
আমার সহিত দ্বন্দ্ব করে কোন্ বীর।
এত বলি রাম অগ্রে করিল গমন।
শ্রীরামে দেখিয়া হাসে সহস্রবদন।
একবার নিশ্বাসে উড়াই রথখান।
লজ্জা খেয়ে পুন আসিয়াছ দিতে প্রাণ।
এত বলি রাবণ ছাড়িল হুহুঙ্কার।
সেই মহাশব্দে পূর্ণ হৈল ত্রিসংসার।

কহে দেবী সৌদামিনী রচিয়া পয়ার।
শ্রীরামরাবণে যুদ্ধ বাধিল অপার।

অথ সহস্রাননের সৈন্যগণের বল ও রূপবর্ণন।

লঘুত্রিপদী।

সহস্র আনন, কবিবারে রণ,
সহ সৈন্যগণ যায় সমরে।
সেনাপতিগণ, ভীষণ দর্শন,
দেখিলে শমন পলায় ডরে।
নানাবর্ণ রথে, অশ্বে গজে পথে,
কেহ সিংহে নাগে করিয়া ভর।
বিচিত্র পতাকা, বর্ম্মে অঙ্গ ঢাকা,
জ্বলন্ত উলকা যে ঘোরতর।
লয় মম মন, এক এক জন,
ভুবন নাশনে সক্ষম ধর।
রাক্ষস আকৃতি, দেখিতে বিকৃতি,
কেহ সিংহ ব্যাঘ্র সম বানর।
কেহ গজানন, কেহ অশ্বানন,
গর্দ্দভ আনন-বিকট কায়।
কৈহ দশানন, কেহ শতানন,
কেহ ষড়ানন শমন প্রায়।

কোন বীরবর, পৃষ্ঠে মুখ ধর,
কেহ লম্বোদর বক্ষে বদন।
কেহ উরূপরে, স্কন্ধে মুখ ধরে,
নাসাহীন কেহ এক চরণ।
জন্তুর সমান, কেহ লোমবান্,
দীর্ঘকর্ণ কেহ বারণ সম।
কৃষ্ণ নীল পীত, ধূষর লোহিত,
ভূষণে ভূষিত বর্ণানুপম।
কুক্কুট সমান, কারো মুখখান,
পেচকবদন প্রকাণ্ড কায়।
পিঙ্গল বরণ, জটা বিভূষণ,
বিহীন দশন কুম্ভীর প্রায়।
কেহ বা ভুঙ্কর, যেমন মকর,
মৎস্যের সোসর শল্কভূষণ।
সৈন্য অগণন, কে করে গণন,
করিবারে রণ করে গমন।
বিস্তারিতে তার, কি সাধ্য আমার,
সম পারাবার রাবণসেনা।
কহে সৌদামিনী, সংক্ষেপ কাহিনী,
রাম রঘুমণি কুরু করুণা।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত রাবণসৈন্যসংগ্রহ নামক
অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ-সর্গ।

অথ রাবণের সৈন্যগণের সংক্ষেপে নামবর্ণন।

পয়ার।

বাল্মীকি কহিলা শুন অহে শিষ্যবর।
সংক্ষেপে বর্ণিব নাম তোমার গোচর।
কোটীশ মানসপূর্ণ শাল প্রকালন।
কক্ষক কপাল কাল বেগসন্তাপন।
শশবেগ সুলোমা আর যে মহাহনূ।
বিহঙ্গ শরভ মোদ প্রমোদক ভানু।
কৌনশ পাণ্ডর শক্র কৃশ যে হরিণ।
নীচমুখ কুঠারক পেচক প্রবীণ।
পূর্ণাঙ্গদ পূর্ণমুখ প্রভাস সুকুলি।
এরক কণ্ডর রেণী বেণী মহাবলী।
বাহ শঙ্খবেগ ধূর্ত্ত পোত পপাতক।
শঙ্কুকর্ণ অথাহর সমর যাচক।
অব্যয় মানস কামচর রক্তদন্ত।
কৃপণ কুলপ কমঠক সু-অনন্ত।
বেগবান পাবক পিঙ্গল মণিকন্দ।
নিকুম্ভ কুমুদ পদ্ম নন্দক আনন্দ।

ক্রথ উপক্রথ কপিকন্দ ঘ্রাণশ্রবা।
কাঞ্চনাক্ষ জলস্কন্ধ অক্ষ হয়গ্রীবা।
অক্ষদন্ত উগ্রমুখ বজ্রদন্ত আদি।
বিশাল্যক্ষ মহাঘোর রোষিত অনাদি।
সমুদ্র সমান সৈন্য আইল সমরে।
বিস্তারি সবার নাম কে বর্ণিতে পারে।
প্রধান সৈন্যের নাম সংক্ষেপ বচনে।
কহিলাম ভারদ্বাজ তোমার সদনে।
ভয়ঙ্কর মহাবেগযুক্ত বীরগণ।
পর্ব্বত আকার দেহ বিকটদর্শন।
যোজনেক স্থূল দ্বিযোজন দীর্ঘাকার।
ইচ্ছামত বলবান্ স্ব-ইচ্ছা আকার।
বায়ুসম গতি তেজ জিনিয়া অনল।
নীর সম বলবান্ সমরে তরল।
কামরূপী নানা রূপ করয় ধারণ।
সমরে অস্থির যার ইন্দ্রাদি শমন।
সহস্র আনন সহ অতি ক্রোধভরে॥
রাম অগ্রে সিংহনাদে প্রবেশে সমরে।
নানা অস্ত্র বৃক্ষশাখা গিরিশৃঙ্গ আদি।
কোলাহল করে যথা গর্জ্জে জলনিধি।
রাবণের পুত্রগণ অতি ভয়ঙ্কর।
পিতার সহিত চলে করিতে সমর।

'তাহাদের নাম মুনি করহ শ্রবণ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করিয়া বর্ণন।
কালকক্ষ কম্ভাণ্ডক কালকাক্ষ আর।
ভুতল মথর্ন সিত যজ্ঞবাহু সার।
প্রবাহু দেবনাশন সোমপ সর্জ্জাল।
মহাতেজা ক্রুথ ক্রাথ সুব্রতক কাল।
চিত্রদেব বীর্য্যবান্ মধু মহাবল।
সুপ্রসাদ কীরিটক বসনবিহ্বল।
মধুকর্ণ কলস ধর্ম্মদ মনমথ।
সূচীবক্ত্র চারুবক্ত্র শ্বেতবক্ত্র রথ।
কুম্ভবক্ত্র কুম্ভোদর মুণ্ডগ্রীব আর।
কৃষ্টৌজা হংসবক্ত্র সুব্রতক মার।
আইল ইত্যাদি বহু পুত্রসহ বীর।
এক এক পুত্ররণে ভুবন অস্থির।
সিংহনাদে দশদিক করিল পূরণ।
প্রাণভয়ে অতিভীত যত দেবগণ।
হুহুঙ্কার সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
বিরচিল সৌদামিনী রচিয়া পয়ার।

ইতি অদ্ভুত কাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকি কৃত রাবণপুত্র নির্ব্বাণ নামক ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ-সর্গ।

পয়ার।

এইরূপে দুইদল সমরে প্রস্তুত।
হেনকালে দৈববাণী হইল অদ্ভুত।
সহস্র আনন ওরে করহ শ্রবণ।
নিশ্চয় জানিবে অদ্য তোমার মরণ।
অযোধ্যার রাজা এই রাঘবেন্দ্র বীর।
ইহাঁর সমরে তিন ভুবন অস্থির।
তোমার অনুজ দশানন লঙ্কাপুরে।
হরিয়া জানকী শ্রীরামের হস্তে মরে।
এবে লয়ে নিশাচর ভল্লুক বানর।
আইলেন তোমারে বধিতে রঘুবর।
অদ্য তব কোনরূপে না হবে নিস্তার।
নিশ্চয় জানিবে এই দৈববাক্য সার।
এত কহি দৈববাণী হইল স্থগিত।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে সঘনে কম্পিত।
চীৎকার করিয়া কহে রাবণ দুর্ব্বার।
রিপু আজি উপস্থিত সাক্ষাতে আমার।

নরশত্রু নাশি মাংস করিব ভক্ষণ।
এত বলি ক্রোধে করে বাণ বরিষণ।
দ্বিসহস্র করে করে বাণ অবতারে।
চারি রথে বর্ষে বাণ যেন জলধরে।
রাবণের সৈন্যগণ শমন আকার।
ধরিয়া রাক্ষস নর গ্রাসে অনিবার।
কেহ বা মৃত্তিকা নখে করিয়া খনন।
তন্মধ্যে প্রোথিত করে রামসৈন্যগণ।
শ্রীরামের সৈন্য যত ভল্লুক বানর।
গিরিশৃঙ্গ লয়ে করে অদ্ভূত সমর।
ভ্রমিছে রাক্ষস কেহ প্রবেশি উদরে।
উদর চিরিয়া নখে আসিছে বাহিরে।
কেহ রাক্ষসের শিরে করি আরোহণ।
প্রস্রাব পুরিষ ত্যাগ করে ঘনে ঘন।
কেহ নখাঘাতে চক্ষু লয় উপাড়িয়া।
চক্ষুহীনে সৈন্যগণে বলে হাতাড়িয়া।
তাহা দেখি কপিগণ হাসিতে লাগিল।
দেখিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
ধরিয়া বানর ক্রোধে গ্রাসে নিশাচর।
কর্ণপথে বাহিরায় যতেক বানর।
উঠি রাক্ষসের শিরে ফেলে জটা ছিঁড়ি।
কেহ বা মুকুট ছিঁড়ে কেহ ছিঁড়ে দাড়ি।

নখ অস্ত্রে কেহ নাসা করিল ছেদন।
কেহ কর্ণ ছিড়ে কেহ উপাড়ে দশন।
বানরের যুদ্ধকাণ্ড অদ্ভুত ব্যাপার।
মরিল রাক্ষস কত সংখ্যা নাহি তার।
নল নীল জাম্বুবান্ আর বিভীষণ।
বধিল রাক্ষস বহু না হয় গণন।
রাক্ষসের সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল রণে।
সাহসে করিয়া ভর কেহ বাণ হানে।
বীরদর্পে করে কেহ বাহু আস্ফালন।
বীরের লম্ফনে ধরা সঘনে কম্পন।
কপির গর্জ্জন রাক্ষসের সিংহনাদ।
পরিপূর্ণ ত্রিভুবন গণিছে প্রমাদ।
পুন ফিরি নিশাচর করে মহারণ।
বিনাশিল শ্রীরামের সৈন্য অগণন।
রাক্ষসের সৈন্য করে শিলা বরিষণ।
সঘনে গগনে উঠি কর্‌য়ে গর্জ্জন।
প্রলয়কালেতে যথা মেঘ আড়ম্বর।
সেরূপে রাক্ষসসৈন্য ছাইল অম্বর।
কেহ হস্তিসম গর্জ্জে কেহ অশ্বসম।
গর্দ্দভ শূকর সম গর্জ্জে অনুপম।
কপিসৈন্যগণ কেহ উঠিল আকাশ।
কেহ গিরিশৃঙ্গে বাস করে অট্টহাস।

রাক্ষসে রাক্ষসে ধরি করে নিষ্কোষণ।
পদাঘাতে সৈন্য করে রুধির বমন।
হস্তি অশ্ব রথ হৈতে পড়ি পদাঘাতে।
অচৈতন্য রিপুসৈন্য পড়ে ধরণীতে।
রাক্ষসের অস্ত্রাঘাতে রামসৈন্যগণ।
মরিল বহুত সেনা কে করে গণন।
এইরূপে দুই দলে তুমুল সমর।
রক্তেতে হইল নদী বহে খরতর।
রণে ভঙ্গ দিল পরে যত নিশাচর।
সহিতে নারিল কপিগণের সমর।
রামসৈন্যে সিংহনাদে হয় জয়ধ্বনি।
রামে আশীর্ব্বাদ করে হর্ষে যত মুনি।
রামের হইল প্রায় জয়ের লক্ষণ।
দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত যত দেবগণ।
কহে দেবী সৌদামিনী শ্রীরামচরণে।
জীবনান্তে পদপ্রান্তে রেখ দীনা জনে।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত সঙ্কুলযুদ্ধ নামক বিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ-সর্গ।

অথ রাবণকৃত শ্রীরামাদির দুর্গতি ও সীতার সহিত
রাবণের যুদ্ধাড়ম্বর।

ত্রিপদী।

এইরূপে বহুতর, হইল ঘোর সমর,
দুই দল সম বলবান্।
মহাযুদ্ধ রাত্র দিনে, কেহ নাহি হারে জিনে,
দেখি ভাবে সহস্র বয়ান্।
ভুবনবিজয়ী আমি, হয়ে ত্রিলোকের স্বামী,
করি কপি নর সহ রণ।
শুনিবারে উপহাস, প্রকাশিতে মাননাশ,
অপযশে পূরিবে ভুবন।
এত ভাবি মহাকায়, বায়ুগামী রথে ধায়,
মীন প্রায় সমরসাগরে।
প্রবেশি শ্রীরামসৈন্যে, ভাবে বীর মনে মনে,
না বধিব এ নরবানরে।
এত ভাবি মতিমান্, যুড়িল বায়ব্য বাণ,
মহাকোপে হানে সৈন্যগণে।
বায়ুতে ঘূর্ণায়মান্, সৈন্য উঠিল বিমান,
সবে যান্ নিজ নিকেতনে।

জাম্বুবান্ বিভীষণ, সুগ্রীবাদি কপিগণ,
সবে গেল আপন ভবনে।
সকলে মানে বিস্ময়, স্বপ্ন সম জ্ঞান হয়,
মহা ভীতচিত্ত দেবগণে।
শূন্যে দেব ঋষিগণে, রামের জয়কারণে,
বেদপাঠ করেন সঘনে।
করেন আশীষ বাণী, জয়ী হও রঘুমণি,
অরি বধি রক্ষ ত্রিভুবনে।
পেয়ে শঙ্করের বর, মহাদর্পে নিশাচর,
রথ হৈতে নামিয়া ধরায়।
ক্রোধেতে করিয়া ভর, আনে চারি গিরিবর,
সিংহনাদ করে মহাকায়।
সেই শব্দে চারি ভ্রাত, চারি রথে মূর্চ্ছাগত,
রাবণ ধরিল চারি জনে।
চারিটী পর্ব্বত লয়ে, চাপাইল চারি ভায়ে,
যুদ্ধ জয় ভাবে মনে মনে।
পরম আহ্লাদ মনে, সিংহনাদ ঘনে ঘনে,
সৈন্য সহ নাচে রণস্থলে।
দেখি জানকীর মন, মহাক্রোধে জ্বালাতন,
অঞ্চল বান্ধিলা কটিমূলে।
জনকজা পতিব্রতা, পতিদুঃখে দুঃখান্বিতা,
রথে আর থাকিতে নারিলা।

ধনুর্ব্বাণ লয়ে সুখে, দাণ্ডায়ে অরি-সম্মুখে,
রাবণেরে গালি আরম্ভিলা।
জিনি রণে দুরাচার, নাচিতেছ অনিবার,
আজি তোরে বধিব জীবনে।
শুন ওরে দুরাচার, শ্রীরাম স্বামী আমার,
তাঁরে রাখ গিরি আচ্ছাদনে।
নিকটে মৃত্যু তোমার, যুদ্ধ দে রে দুরাচার,
আজি রক্ষা নাহি মম স্থানে।
শুনি জানকীবচন, চমকি সহস্রানন,
রথে দেখে জানকী-রতনে।
রূপ দেখি মহাকায়, কামে হৈল মূর্চ্ছাপ্রায়,
ভাবে এ কি রূপ চমৎকার।
হেন সুন্দরী রমণী, কখন না দেখি শুনি,
দাস হয়ে রহিব উহার।
এত ভাবি সে রাবণ, বিকাশি সহস্রানন,
হাসি কহে মৈথিলীর প্রতি।
এস এস প্রাণপ্রিয়ে, তোমারে যাই লইয়ে,
এবে তব ঘুচিল দুর্গতি।
তুমিলো আমার ভোগ্যা, নহ হীন নরযোগ্যা
পাটেশ্বরী করিব তোমায়।
যাহা চাহ তাহা দিব, দাস হয়ে হে সেবিব,
মম সহ চল লো ত্বরায়।

শুনি সীতা ক্রোধমনে, সকম্পিতা ঘনে ঘনে,
ধনুকে যুড়িলা তীক্ষ্ণবাণ।
রাবণের প্রতি সতী, হানিলেন শীঘ্রগতি,
রাগে বাণ অনল সমান।
তথাপি রাবণ বীর, কামে মত্ত, জানকীর
সহ যুদ্ধ করিতে না চায়।
পুনঃপুনঃ সীতাপ্রতি, বাণী কহে সে দুর্ম্মতি,
শশিমুখী চল মমালয়।
অতি সুকোমল কায়, যেন নবনীত প্রায়,
যুদ্ধ করা সাধ্য কি তোমার।
আমি ত্রিলোক-পূজিত, সবে মম অনুগত,
তব বাণে কি হবে আমার।
হয়ে আমি কৃতাঞ্জলি, সুন্দরী তোমাকে বলি,
গৃহে চল আমার সহিত।
আমি হব আজ্ঞাকারী, হবে তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
দাস হয়ে থাকিব নিশ্চিত।
দামিনী রাবণপ্রতি, কহে শুন রে দুর্ম্মতি,
আয়ুঃ শেষ হইল তোমার।
ত্রিলোকজননী যিনি, কহ তাঁরে কটুবাণী,
আর তোর না দেখি নিস্তার।

অথ দেবতাগণ জানকীকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।

পয়ার।

দেবগণ শূন্যে থাকি করেন দর্শন।
ধনুক্করে সীতাদেবী যুদ্ধের কারণ।
পরস্পর দেবগণ কহেন তখন।
কেমনেতে জনকজা করিবেন রণ।
ত্রিলোকবিজয়ী দুষ্ট শঙ্করের বরে।
কেমনে জানকী বিনাশিবেন উহারে।
গরুড়বাহনে একবার আসি হরি।
দুষ্টস্থানে পরাজয় হন চক্রধারী।
বিষ্ণুকে গরুড় সহ ফেলিল সাগরে।
কোন্ বীর হবে স্থির দুষ্টের সমরে।
সে অবধি আমরা যতেক দেবগণ।
ভয়ে নাহি যাই কভু দুরাত্মা সদন।
সিংহ দেখি ভয়ে যথা পলায় শৃগাল।
উহাকে দেখিলে মোরা ভাবি মহাকাল।
সেই হরি দশরথগৃহে অবতার।
গিরি আচ্ছাদনে তাঁরে রাখে দুরাচার।
স্বর্ণলতা কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনী।
কিরূপে দুষ্টেরে জয় করিবে না জানি।
এইরূপে পরস্পর যত দেবগণ।
জানকীর জয় হেতু করেন চিন্তন।

জয়ী হও জনকজা কন মুনিগণ।
বেদবাক্যে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
জানকীর বলোৎসাহ বর্দ্ধন কারণ।
এক শব্দ দেবরাজ করেন তখন।
শুনিয়া দুষ্কর শব্দ শ্রীরামবনিতা।
রাবণে ভাবিয়া ক্ষুদ্র হইলা কুপিতা।
বাড়িল সমরসাধ জানকীর মনে।
কিল কিল শব্দ করে নিশাচরগণে।
ধনুর্ব্বাণ করে সীতা মাতিলেন রণে।
অধরা হইলা ধরা তনয়া ধারণে।
ক্রোধেতে জ্বলেন সীতা অনল সমান।
সৌদামিনী কহে দিও পদপ্রান্তে স্থান।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত শ্রীরামসৈন্যনিক্ষেপনামক একবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ-সর্গ।

পয়ার।

প্রবল দেখিয়া শত্রু জানকী তখন।
বাণে বাণে বিনাশিলা সৈন্য অগণন।
জ্বলন্ত অনল সম বাণ খরষাণ।
মরিল বিস্তর সৈন্য নাহি পায় ত্রাণ।

ধনুকে সন্ধান বাণ করেন কখন।
মারেন কখন নাহি হয় নিরূপণ।
আচম্বিতে শত্রুদল হয় খণ্ড খণ্ড।
ক্ষণমাত্র যুদ্ধে শত্রু হৈল লণ্ডভণ্ড।
প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিল যত সেনা।
রমণীর যুদ্ধ দেখি রাবণ বিমনা।
ভাবে মনে এ রমণী সামান্যা না হয়।
কামরূপা নারী এই জানিনু নিশ্চয়।
এত ভাবি মহাবীর ক্রোধিত হইল।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ধনু করে নিল।
বীরদর্পে সৈন্যপ্রতি কহে মহাবীর।
পথিক সমান সবে দেখ হয়ে স্থির।
এক বাণে রমণীকে করিয়া নিধন।
নিবারিব পুত্রশোক জেনো সৈন্যগণ।
সুস্বাদু কোমল মাংস করিব ভোজন।
রক্ত দিয়া করিব হে পুত্রের তর্পণ।
এত বলি ধনুকে যুড়িল অগ্নিবাণ।
বরুণাস্ত্রে সীতা অগ্নি কহেন নির্ব্বাণ।
জলাকার রঙ্গভূমি ভাসে সৈন্যগণ।
শোষকাস্ত্রে রাবণ করিল নিবারণ।
সর্পবাণ মারে বীর জানকীর প্রতি।
লক্ষ লক্ষ সর্প ধায় ভীষণ আকৃতি।

ধরাসুতা গরুড়াস্ত্র করিলেন ত্যাগ।
ক্ষণমাত্রে গরুড় ভক্ষিল যত নাগ।
গরুড়ের পাখসাটে মরে সৈন্যগণ।
বজ্র অস্ত্রে গরুড়ে নিবারে সে রাবণ।
পর্ব্বতাস্ত্র জানকী করিলা অবতার।
বায়ু অস্ত্রে গিরি উড়াইল সে দুর্ব্বার।
এইরূপে মহাযুদ্ধ কেহ নাহি জিনে।
দেখিয়া জনকী চিন্তা করিলেন মনে।
মহাকায় মহা বলবান্ নিশাচর।
তাহাতে বিস্তর সৈন্য অতি ভয়ঙ্কর।
এত ভাবি করিলেন নায়িকা সৃজন।
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী অগণন।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ করে রণ।
অরিসৈন্য ধরি কেহ করেন চর্ব্বণ।
রণস্থল ভাসে রক্তে যেমন সাগর।
শিবাগণ রক্তমাংস ভক্ষে নিরন্তর।
ঘোরনাদে গৃধ্র কাক উড়িছে আকাশে।
উঠিছে কবন্ধ বহু সৈন্যের বিনাশে।
মহাপ্রলয়েতে যথা হয় একাকার।
সেইরূপ রঙ্গভূমি ভীষণ আকার।
দেখিয়া রাবণ মনে করিল চিন্তন।
একা নারী কেমনে হইল বহুজন।

নিশ্চয় জানিনু আজি না হবে নিস্তার।
সাহসে করিয়া ভর যুঝি পুনর্ব্বার।
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ নহে নিবারণ।
পয়ার প্রবন্ধে দেবী সৌদামিনী কন।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত রাম-সম্মোহন এবং সীতারাবণযুদ্ধ নামক দ্বাবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পয়ার।

এইরূপে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
না পারেন জানকী বধিতে নিশাচর।
অতঃপর কালীরূপ করিলা ধারণ।
ক্ষুণ্ণোদরী কোটরপ্রবিষ্ট দ্বিনয়ন।
ক্রোধে চক্রসম নেত্র ঘূরে অনিবার।
ত্রিনেত্রেতে ক্রোধানল হইল সঞ্চার।
গলদেশে মুণ্ডমালা কটিতে কিঙ্কিণী।
ভয়ঙ্কর বেগবতী কঠোর নাদিনী।
ঘোরতরা বিকৃতি আকারা ভয়ঙ্করী।
লোলজিহ্বা চতুর্ভুজা অতি লম্বোদরী।

দীর্ঘ ওষ্ঠা প্রলয়ের জলদবরণী।
শিরে জধা করে খড়্গ খর্পরধারিণী।
দীর্ঘাকারা দীর্ঘ রোমাবলী বিভূষিতা।
সীতারূপ ছাড়ি মাতা হইলা অসিতা।
খড়্গাঘাতে রাবণের কাটিলেন শির।
শিববরে যোড়া লাগে না মরিল বীর।
পুনঃ পুনঃ মস্তক কাটেন অনিবার।
শঙ্করের বরে যোড়া লাগে পুনর্ব্বার।
না পারেন বধিতে রাক্ষস দুরাশয়।
মহা চিন্তা উপজিল দেবীর হৃদয়।
এক বিন্দু রক্ত ভূমে হইলে পতন।
পুনঃ শির উঠি স্কন্ধে লাগে ততক্ষণ।
এত দেখি মহাদেবী জিহ্বা প্রসারিলা।
রঙ্গভূমি সম দীর্ঘ জিহ্বা বাড়াইলা।
তদুপরি তুলিলেন দুষ্ট নিশাচর।
কাটিলা সহস্র শির জিহ্বার উপর।
রুধির পড়িল যত করিলেন পান।
অতঃপর দুরাচার হারাইল প্রাণ।
রাবণ মরিল দেখি যত দেবগণ।
দেবীর উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
ঋষিগণ স্তবপাঠ করেন বিস্তর।
নিশাচরবধে তুষ্ট যত চরাচর।

জয় কালী কালী বলি ডাকিনী যোগিনী।
রক্তমাংস খায় নাচে হয়ে উলঙ্গিনী।
কালিকার লোমকূপ হৈতে মাতৃগণ।
কালীসহ ক্রীড়ার্থে জন্মিলা অগণন।
জগৎ ধ্যাপিকা তাঁরা শুন মুনিবর।
শত্রুকে ভয়দা ভক্তে সদয়া অন্তর।
সংক্ষেপেতে কহিলাম শুন মুনিবর।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে যায় যম-ডর।
প্রভাবতী বিশালাক্ষী গোমতী পালিকা।
শ্রীমতী বহুলা অপ্সুজাতা অম্বালিকা।
পুত্রী ধূমাবতী ধ্রুব রত্না ভয়ঙ্করী।
বসুদামা সুদামা বিশোকা জলেশ্বরী।
মত্তজানী জয়া সেনা কালাখ্যা শোভনা।
শত্রুঞ্জয়া মহাচূড়া রোমান্বিতাননা।
মেঘস্বনা অমিতাক্ষী জয়া কোপবতী।
পদ্মাবতী সুনেত্রা করজা ভোগবতী।
সন্তালিকা কালপত্নী কলা মহাবলা।
নিত্যপ্রিয়া মহানন্দা সংস্মিত মেখলা।
শতঘণ্টা শতানন্দা সুপ্রভা ভাবিনী।
বিদ্যুজ্জিহ্বা চন্দ্রসীতা মঙ্গলদায়িনী।
কঙ্কালী ভদ্রকালিকা স্ফটিকা চামরী।
কপালমালিনী কুম্ভকাক্ষ শতোদরী।

মন্দোদরী মনোরমা পুতনা সুপ্রভা।
ক্রোশনা কোটরা শোকনাশা রবিনিভা।
উৎক্রাম্বিন্নী তড়িতাক্ষী ক্রোশনা কঙ্কনা।
বেতালজননী ইড়াবতী চিত্রসেনা।
নম্রমুখী কেতকী কুক্কুটী ঊর্দ্ধবেণী।
দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা মুকুটী কাঞ্চনী।
লোহিতাক্ষী মহামায়া মেধা সুকুমারী।
গোকর্ণা মহিষাননা জায়া লম্বোদরী।
অন্নৃণাভা মহাভাগা দীর্ঘকেশযুতা।
ভূতিতীর্থ অগোচরা ত্রিলোকপ্রসূতা।
খরস্পর্শা লম্বোদরা কঙ্কনা শোভনা।
ইত্যাদি নায়িকা যত কে করে গণনা।
শ্রীরামজানকীপদ হৃদয়েতে ধরি।
বিরচিল সৌদামিনী সুদীনা কিঙ্করী।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত রাবণবধ ও মাতৃকা উৎপত্তি নামক ত্রয়োবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—*—

পয়ার।

এইরূপে জন্মিলেন বহু মাতৃগণ,
বিস্তারি সবার নাম কে করে বর্ণন।
শত্রুকে ভয়দা রণে অতি বেগবতী,
সীতা সহ ক্রীড়াহেতু সবার উৎপত্তি।
রাক্ষসের শির ক্ষুদ্র পর্ব্বত আকার,
করে করি ক্রীড়াহেতু সহিত সীতার।
আরম্ভিলা কন্দুক্রীড়া জানকী সহিত,
পদভরে ধরা, ধরাধরাদি কম্পিত।
কোন মাতৃগণ অস্ত্রমালা বিধারিণী,
মুণ্ডমালা গলে শিশুকর্ণা উলঙ্গিনী।
রক্তেতে কর্দ্দম প্রেত-পুরিষ সমান,
তদুপরি কন্দুক্রীড়া সমরাবসান।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি জনক-নন্দিনী,
নাচিতে লাগিলা হয়ে অসিতারূপিণী।
সুধাপানে শূন্যজ্ঞানে করেন নাচন,
ভয়ে স্বর্গ হৈতে খসি পড়ে গ্রহগণ।

শূন্যমার্গে ছিল যত দেবের বাহন,
পড়িল ধরণীবক্ষে হয়ে কম্পবান্।
সূর্য্যের ঘোটকগণ অতি ভীতমন,
মুক্তরশ্মি হয়ে বেগে করে পলায়ন।
স্থগিত তপনদেব না চলেন আর,
সহিতে নারেন ধরা অধরার ভার।
পাতালে গমনোদ্যতা হইলা ধরণী,
নাচেন অসিতারূপা ধরণীনন্দিনী।
অট্টহাস জানকীর মাতৃর হুঙ্কার,
প্রলয় গণিয়া স্তব্ধ হৈল ত্রিসংসার।
কহে দেবী সৌদামিনী পয়ার রচনে,
অন্তিমে চরণে স্থান দিও দীনা জনে।

অথ নারায়ণকৃত মহাদেবের স্তব এবং স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্কর সমর-ক্ষেত্রে আগমন করত শবাকারে শায়িত হইয়া হৃদয়োপরি জানকীর বেগ ধারণ করেন।

পয়ার।

রসাতলগতা প্রায় হইলা ধরণী,
প্রলয় গণিয়া চিন্তামগ্ন চিন্তামণি।
বাসুদেব মহাদেবে করিলা স্তবন,
হরিস্তবে মহা তুষ্ট দেব পঞ্চানন।

হর কন হরি কেন করিলে স্তবন,
বিষ্ণু কন কর দেব ধরারে রক্ষণ।
জানকীর পদভরে কম্পিতা ধরণী,
রসাতলগতা প্রায় দেখ শূলপাণি।
যে প্রকারে পার ধরা রক্ষ দিগম্বর,
নতুবা ক্ষণেকে নষ্ট হবে চরাচর।
এত শুনি রণক্ষেত্রে চলিলা শঙ্কর,
শবাকারে শয়ন করিলা ধরাপর।
উন্মত্তা হইয়া সীতা করেন নাচন,
আচম্বিতে শববক্ষে পড়িল চরণ।
শিব-শবস্পর্শে সীতা পাইল চেতন,
পদদৃষ্টে লাজে করি রসনা দংশন।
ভাবিলেন কি করিতে হইল কি কায,
গুরুবক্ষে পদ দিয়া পাইলাম লাজ।
শিবগুরু রঘুনাথ তাঁর গুরু হর,
কেমনে দিলাম পদ গুরুবক্ষোপর।
এত ভাবি রণে ক্ষান্ত হইলেন সতী,
উরস হইতে নামিলেন শীঘ্রগতি।
সীতারূপ ধরি হরে করিলা স্তবন,
স্তবেতে হইলা তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
কহিলেন জনকজা লও কিছু বর,
সীতা কহিলেন যদি বর দিবে হর।

শ্রীরামাদি চারিজনে কর হে চেতন,
তোমার প্রসাদে করি অযোধ্যা গমন।
সীতাবাক্যে হনূপ্রতি কহিলা শঙ্কর,
পর্ব্বত চাপন খুলি ফেল কপিবর।
আজ্ঞামাত্রে হনূ ফেলিলেন গিরিগণ,
কর বুলাইয়া হর করান চেতন।
চৈতন্য পাইয়া রাম আদি চারি জন,
মার মার শব্দ করি উঠেন তখন।
সৌদামিনী কহে রক্ষ রাজীবলোচন,
হইল চব্বিশ সর্গ সংক্ষেপে লিখন।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত মহাদেব কর্ত্তৃক ধরণীরক্ষণ শ্রীরামাদির চৈতন্যপ্রাপ্তি নামক চতুর্ব্বিংশতিতমসর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

পয়ার।

চৈতন্য পাইয়া রাম আদি চারিজন,
দেখিলেন সৈন্য সহ রাবণ নিধন।
কহিলেন নিশাচরে করিলাম বধ,
অযোধ্যায় চল সবে ঘুচিল আপদ।

রামবাক্যে হাসি কন জনকনন্দিনী,
জানিলাম এত দিনে বীর রঘুমণি !
বীরত্ব প্রকাশি অস্ত্র বধিলে রাবণ,
অতএব চল প্রভু অযোধ্যাভবন।
এত বলি হরে প্রণমিয়া সর্ব্বজন,
মহানন্দে চলিলেন অযোধ্যাভবন।
রাম আগমনে সুখী যত প্রজাগণ,
ঘরে ঘরে করে সবে মঙ্গলাচরণ।
পূর্ণঘটে আম্রশাখা অতি মনোহর,
রোপিল কদলীতরু দেখিতে সুন্দর।
বাদ্যকরে নানা বাদ্য করে অপ্রমিত,
গায়কগণেতে গায় মধুর সঙ্গীত।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা সম নারীগণ,
তালে মানে নাচে গায় অতি হর্ষমন।
ভাঁড়েতে ভাঁড়ামী করে কবি গায় ভাটে,
শ্রীরামে তুষিছে মুনিগণ বেদপাঠে।
বসিলেন সিংহাসনে রাজিবলোচন,
মস্তকে ধরিলা ছত্র অনুজ লক্ষ্মণ।
বামেতে বসিলা সতী জনকনন্দিনী,
উথলিল রূপসিন্ধু কহে সৌদামিনী।

গীত।

কি শোভা হইল আজি অযোধ্যার সিংহাসনে।
উপবিষ্ট রঘুমণি প্রফুল্লিত বদনে॥
বামে জনকনন্দিনী, পূর্ণ-সুধাংশুবদনী,
যাঁহার দেখিয়া আঁখি মৃগী পলায় কাননে॥
তালবৃন্ত লয়ে করে, ভরত ব্যজন করে,
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র শিরে সহর্ষমনে।
সর্ব্বানুজ শত্রুঘ্ন, করে চামর ব্যজন,
কৃতাঞ্জলিপুটে বিভীষণ স্তবেন রামে॥
ভূমে লোটায়ে শরীর, সাষ্টাঙ্গেতে হনূবীর,
প্রণাম করিছে ধীর রঘুবীর সদনে।
মুনিগণে বেদস্বরে, শ্রীরামে আশীষ করে,
সৌদামিনী যোড়করে পড়ে রামচরণে॥

অথ সীতাকৃত শ্রীরামের দর্পচূর্ণ।

পয়ার।

রাবণবিনাশ মনে করিয়া স্মরণ।
গর্ব্বিত হইয়া রাম কহেন তখন॥
আমার বীরত্ব সবে দেখিলে এখন।
করিলাম অবহেলে রাবণে নিধন॥
মম সম বীর কেবা আছে চরাচরে।
রাবণদ্বয়েরে বধিলাম নিজ করে॥

এত শুনি ধরাসুতা নারিলা সহিতে।
শ্রীরামে সহাস্যমুখে লাগিলা কহিতে।
কেমনে বধিলে তারে রাজীবলোচন।
চারিজনে করেছিল গিরি আচ্ছাদন।
থাকি গিরি আচ্ছাদনে অহে রঘুমণি।
কেমনে রাবণে বিনাশিলে কহ শুনি।
শুনি শ্রীরামের মুখে নাহি সরে বাণী।
অতঃপর কহিলেন জনকনন্দিনী।
আমি বধিয়াছি সেই দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে রঘুবর।
নবনীতাধিক তব কোমল শরীর।
কেমনে বিনাশ তুমি করিলে সে বীর।
কখন না জান যুদ্ধ তুমি কুলনারী।
কেমনে বধিলে তারে হয়ে অস্ত্রধারী।
তোমার বচনে মম প্রত্যয় না হয়।
প্রত্যক্ষ দেখিলে তবে হয় হে প্রত্যয়।
শুনিয়া হনূর প্রতি চাহিলা জানকী।
ইঙ্গিত করিল বীর হইয়া কৌতুকী।
যে জন না জানে মাতা জানাও তাহায়।
রামায়ণ গীত দেবী সৌদামিনী গায়।

অথ সীতার অসিতারূপ ধারণ ও শ্রীরামকৃত অষ্টাধিকশতনাম স্তব।

পয়ার।

নিজরূপ ত্যজি সীতা হইলা অসিতা।
কোটিসূর্য্য জিনি তেজঃ অতি তেজোযুতা।
সহস্র অগ্নির সম মুণ্ডমালা গলে।
শত শত কালানল দশন করালে।
শিরে জটা ভালে অর্দ্ধ ইন্দু শোভা করে।
কি সুন্দর করে শূল অসিচর্ম্ম ধরে।
প্রতি নখে সুধাকর অতি মনোহর।
কোটিচন্দ্র সম সে বদন দীপ্তিকর।
মুকুটে মণ্ডিত মণি অমূল্য রতন।
কটিতটে বস্ত্র বর্ণ জিনি হুতাশন।
দিব্য গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত কলেবর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অতি শোভাকর।
চন্দ্রসূর্য্য অগ্নি জিনি কিবা ত্রিনয়ন।
বাহ্য অভ্যন্তর স্থিতা সর্ব্বশক্তি হন।
চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মা আদি যতেক অমর।
সভক্তি পূর্ব্বক স্তবে রত নিরন্তর।
সর্ব্ব আবরণরূপা সর্ব্বস্থানে স্থিতা।
সর্ব্বদিকে হস্তপদ নেত্রশিরযুতা।
ধরিলা পরম রূপ জানকী তখন।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভয়ে অচেতন।
প্রণব স্মরিয়া স্তব আরম্ভিলা রাম।
সৌদামিনী কহে অষ্টাধিক শত নাম।

শ্রীরামকৃত সীতার অষ্টাধিক শত নাম স্তব।

মালতীচ্ছন্দ।

সীতা উমা জনকজা ধরণীর নন্দিনী।
আদ্যাশক্তি বিশ্বরূপা তিনলোক বন্দিনী।
কল্যাণী কমলা কান্তি সর্ব্বদুঃখনাশিনী।
কালী কাত্যায়নী কালহরা অট্টহাসিনী।
যশোদা যমুনা জয়াবতী যমত্রাসিনী।
অচ্যুতা অনুজা সর্ব্বময়ী বিন্ধ্যবাসিনী।
অনন্তা নিষ্কলা মলা শান্তা শোকহারিণী।
অচিন্তা কেবলানন্তা ত্রিজগত তারিণী।
অনাদি অব্যয়া শুদ্ধা মোক্ষপদ দায়িনী।
সর্ব্ববর্ণা সর্ব্ববিদ্যারূপা হৃদিস্থায়িনী।
মহাপ্রলয়ের কালে তুমি জলশায়িনী।
বধিয়া কৈটভাসুরে রাজপ্রাণদায়িনী।
মহামায়া মহাবিদ্যা মহাদেব মোহিনী।
সৃজন পালন তুমি বিনাশ বিধায়িনী।
নিত্যরূপা নিত্যময়ী নিত্যানন্দকারিণী।
শান্তা মহেশ্বরী শক্তি রামহৃদিচারিণী।
শাশ্বতী পরমাক্ষরা শিবাত্মা স্বরূপিণী।
তুমি সত্ত্বরজস্তমো ত্রিতাপনিবারিণী।
মোক্ষদা সুখদা সদা মম দুঃখহারিণী।
সাকম্ভরী সারাৎসারা অসারে সুসারিণী।

তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি রাত্রিরূপিণী।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি মাতা অবনী।
কালাকলরূপা কালী তুমি কালবারিণী।
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি নরক নিবারিণী।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি শম্ভুমূরতি।
ব্রহ্মাণী শিবানী বিষ্ণুপ্রিয়া রমা ভারতী।
নিত্য সত্য নিরাকারা নিরাধারা কপালী।
নৃকরভূষণা নরশিরমালা করালী।
নির্ম্মলা বিমলা রমা বুদ্ধিবলদায়িকে।
তুমি জয়া বিজয়া প্রভৃতি অষ্ট নায়িকে।
কালী তারা মহাবিদ্যা আদি দশ রূপিণী।
অমররক্ষিণী মাতা অসুরনিপাতিনী।
যশস্বিনী জয়া গৌরী জগদম্বা যামিনী।
অমলা কমলা কৃষ্ণা রঘুনাথ কামিনী।
অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত সহায়িনী।
কৈটভ নাশিনী পদ্মাননে প্রাণদায়িনী।
কে জানে মহিমা তব তুমি ভবভাবিনী।
দীনা সৌদামিনী চাহে তব পদতরণী।

ধূয়া।

কালী কে জানে তোমায়।
অপার মহিমা তব বুঝা নাহি যায়।

নব কালী দশ বিদ্যা, তুমি অনাদির আদ্যা,
তুমি অসাধ্য আরাধ্যা শিবতন্ত্রে গায়।
হৃদয় সহস্রদলে, হংসিনী স্বরূপা হলে,
মৃণালের তন্তু বলে হও শিবে সমুদয়।
নারীজাতি মূঢ়া অতি, হীনা রতি মতি গতি,
নিজগুণে ভগবতী রাখ রাঙ্গাপায়।

পয়ার।

বাল্মীকি কহিলা তবে ভারদ্বাজ প্রতি।
এ স্তব পঠনে বা শ্রবণে দিব্যগতি।
যেবা শুনে ভণে তার পূর্ণ মনস্কাম।
জানকীর এই অষ্টাধিক শত নাম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি।
শ্রবণে পঠনে মুক্তি ব্রহ্মপদে গতি।
শূদ্রে ধনধান্যপূর্ণ মহামান্য পায়।
শ্রবণে অপুত্রা পায় উত্তম তনয়।
এ স্তব পঠনে মহা স্বস্ত্যয়ন ফল।
জিনে মারিভয় রাজভয়াদি সকল।
ব্যাধি শত্রু আর অগ্নিভয় আদি যত!
বিপদে উদ্ধার শত্রুভয় হয় হত।
অনাবৃষ্টি সময়ে পঠিলে বৃষ্টি হয়।
বাঞ্ছামত ফল পায় জানিবে নিশ্চয়।

সম্যক্ রূপেতে পাঠ করিলে এ স্তুতি।
সীতাসহ শ্রীরামের তথা, হয় স্থিতি।
বারে বারে সৌদামিনী কহে রঘুবরে।
দিও পদতরী ভববারি তরিবারে।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকিকৃত জানকীর অষ্টাধিকশতনামস্তব নামক পঞ্চবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ-সর্গ।

এইরূপে স্তব করি দেব রঘুবীর।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কহিলেন ধীর।
যেরূপে করিলে দুষ্ট রাবণে বিনাশ।
রটন্তি বলিয়া হবে সেরূপ প্রকাশ।
তোমার বিরাটরূপ করি দরশন।
পাইয়াছি অতি ভয় কর সংবরণ।
শ্রীরামের স্তবে তুষ্টা পরম ঈশ্বরী।
হইলেন সীতারূপ অসিতা সংবরি।
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ সুন্দর দ্বিকর।
কমলবদনী প্রতি নখে নিশাকর।
কুরঙ্গ বিজয়ী নেত্র কামধনু ভুরু।
তিলফুল নাসা কেশ আহা কি সুচারু।
পয়োধর গিরিবর জিনিয়া উন্নত।
কি বাহার মুক্তাহার তাহে সুবেষ্টিত।

রামরম্ভা উরু গুরু নিতম্ব সুন্দর।
ত্রিবলি তরঙ্গ কিবা নাভি সরোবর।
তরুণ অরুণ আভা সে চরণতলে।
যে পদ যোগীন্দ্র ইন্দ্র ধরে হৃদ্‌কমলে।
সৌদামিনী কহে রূপ বর্ণনা অতীত।
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎমাত্র হইল লিখিত।
জানকীর নিজরূপ দেখিয়া শ্রীরাম।
করপুটে সাষ্টাঙ্গেতে করিলা প্রণাম।
কহিলেন তুমি নির্ব্বিকারা নিরাকারা।
আমার গোচর হেতু হইলে সাকারা।
সার্থক হইল জন্ম তপস্যা সফল।
সকলের কর্ত্রী তুমি তোমাতে সকল।
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি তোমাতে বিলীন।
ত্রিলোক ত্রিদেব আদি তব আজ্ঞাধীন।
প্রকৃতি জ্ঞানেতে বর্ণে কোন মহাজন।
কেহ বা প্রকৃতি হৈতে শ্রেষ্ঠ করি কন।
শত শত ব্রহ্মা কাল তপন পবন।
সর্ব্বাশ্রয়া হও তুমি বেদের বচন।
অভেদ, অনন্তা চিন্তে চিন্তার আধার।
তোমার সম্পর্কে জীবে জীবন সঞ্চার।
তব আজ্ঞাধীনে সেই পরম ঈশ্বর।
প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে সৃজে চরাচর।

পরম আনন্দরূপা আনন্দদায়িকা।
মহাজ্যোতিঃ নিরঞ্জনা পুরুষনায়িকা।
পরম আকাশ তুমি হও সনাতন।
দেবমধ্যে ইন্দ্র বলবানেতে পবন।
জ্ঞানীর হৃদয়ধন তুমি ব্রহ্মময়।
রমণীর মধ্যে তুমি কৌমারী নিশ্চয়।
অস্ত্রধারী মধ্যে তুমি জামদগ্ন্য বীর।
ঋষিমধ্যে বশিষ্ঠ সত্যেতে ধর্ম্মধীর।
ব্রহ্মজ্ঞানী মধ্যে তুমি কপিল নিশ্চয়।
অষ্ট বসু মধ্যে অগ্নি শ্রেষ্ঠ বলি কয়।
একাদশ রুদ্র মধ্যে তুমি পঞ্চানন।
অদিতীর পুত্রমধ্যে প্রধান বামন।
বিদ্যামধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রধান গণন।
বেদমধ্যে সামবেদ বেদের বচন।
শক্তিমধ্যে মায়াশক্তি কহে বিজ্ঞগণ।
মন্ত্রমধ্যে প্রণব প্রথমে উচ্চারণ।
দশদিকপালমধ্যে তুমি সে ঈশান।
মায়াবী মধ্যেতে বিষ্ণু কভু নহে আন।
পক্ষীমধ্যে গরুড় সতীতে অরুন্ধতি।
বর্ণমধ্যে বিপ্র পণ্ডিতেতে বৃহস্পতি।
জপনীয় মধ্যে তুমি গায়ত্রী প্রধান।
সর্পেতে অনন্ত কপিমধ্যে হনূমান।

যজুর্ব্বেদমধ্যে শত রুদ্ররূপা হও।
পর্ব্বতেতে সুমেরু কখনও ভিন্ন নও।
আদি মধ্য অন্তশূন্য তুমি সর্ব্বময়ী।
তোমাকে ভজিলে জীব কালে হয় জয়ী।
তব আদি অন্ত নাই দ্বিতীয় রহিতা।
পরমানন্দরূপিণী জগত প্রসূতা।
রবিমণ্ডলেতে স্থিতা সহস্রেক শির।
শোভিত সহস্রবাহু অন্তর শক্তির।
জলশায়ী নারায়ণ অনাদিরূপিণী।
মহাঘোরা ভয়ঙ্করা দেবতাবন্দিনী।
কাল অগ্নিরূপা মহাপ্রলয়ের কালে।
অশেষ জন্তুর নাশকর্ত্রী কালে কালে।
কোটী কোটী প্রণিপাত করি তব পায়।
দেবী গায় রাখ পায় আমি নিরুপায়।

ত্রিপদী।

রামের বচন, শুনিয়া তখন,
হাস্যমুখে কয় জনকসুতা।
সে দুষ্ট রাবণ, করিতে নিধন,
যে রূপ ধারণ করেছি তথা।
মানস উত্তর, পর্ব্বত উপর,
আছে রঘুনাথ রূপ আমার।

সেই গিরিবর, অতি মনোহর,
তদুপরি করি সদা বিহার।
সুনীল লোহিত, রূপ গোপনীত,
আছয় নিশ্চিত পর্ব্বতোপরি।
ওহে ধরাস্বামী, সেই রূপে আমি,
তোমার সহিত বসতি করি।
অতএব রাম, পূর্ণ হবে কাম,
বর কিছু লও দিব তোমায়।
শুনি রঘুবর, যুড়ি দুই কর,
করিয়া প্রণাম কহিলা তাঁয়।
দেখিয়া কাতর, যদি দেহ বর,
এক বর তবে দেহ আমায়।
সে রূপ তোমার, হৃদয়ে আমার,
সমভাবে রয় কভু না যায়।
যখন এ বর, লন রঘুবর,
শূন্যেতে শুনিলা অমররাজ।
মিলি দেবগণ, দুন্দুভি বাদন,
পুষ্প বরিষণ অযোধ্যা মাঝ।
ঋষিগণ যত, বেদপাঠে রত,
মঙ্গলাচরণ করেন সবে।
দেবী যোড়করে, কহে জানকীরে,
অকূল পাথারে তারিতে হবে।

ধূয়া।

শুন গো মা সীতে, ধরাতে আসিতে,
বাসনা এ চিতে, ছিল না আমার।
বরং মা অসিতে, যদি বিনাশিতে,
এ ভব-ফাঁসীতে, আসিতাম না আর।

ইতি অদ্ভুতকাণ্ড রামায়ণে বাল্মীকি কৃত শ্রীরামবিজয়নামক
ষড়্‌বিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ-সর্গ।

পয়ার।

বাল্মীকি কহিলা মুনি শুন অতঃপর।
তথাস্তু বলিয়া সীতা রামে দিলা বর।
প্রেম ভক্তি স্নেহ এই ত্রিভাব মিশ্রিত।
আলিঙ্গিলা রাম জানকীরে সত্বরিত।
জিজ্ঞাসিলা ভারদ্বাজ কহ মুনিবর।
ত্রিভাবে ভাবিলা তাঁরে কেন মুনিবর।
বাল্মীকি কহিলা তুমি ধন্য ভারদ্বাজ।
তব তুল্য জ্ঞানী নাহি দেখি ধরামাঝ।
প্রিয়াভাবে প্রেম, কনিষ্ঠেতে স্নেহ হয়।
পরম ঈশ্বরীভাবে ভক্তির উদয়।

সেই হেতু রাঘবের তিন ভাবোদয়।
বিস্তার করিয়া কহিলাম সমুদয়।
অতঃপর জানকী কহিলা হনূমানে।
শীঘ্র সৈন্যগণে বৎস আন মম স্থানে।
আজ্ঞামাত্র চলে বীর পবননন্দন।
সর্ব্বজনে আনিলেন করি আহরণ।
শ্রীরামজানকী বসি রত্নসিংহাসনে।
দেখি আরম্ভিলা স্তব মিলি সর্ব্বজনে।

অথ সর্ব্বজনকৃত শ্রীরাম ও জানকী স্তুতি।

পয়ার।

নমস্তে শ্রীরাম নবনীরদবরণ।
শোভিতা জানকী বামে তড়িত-কিরণ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রাজীবলোচন।
ত্রিলোক-বিজয়ী-দুষ্ট-রাবণ-নাশন।
ত্রিতাপবারণ পদ্মপলাশলোচন।
তব নামে ভব-পাশ হয় হে মোচন।
অনাদি অব্যয় তুমি জীবের জীবন।
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি তোমাতে নিধন।
প্রতি লোমকূপে কোটী ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন।
কে পারে করিতে তব মহিমা বর্ণন।

অন্ত না পাইয়া হর শ্মশানে চারণ।
ভাগীরথী জলময়ী স্পর্শী ওচরণ।
মুনিগণে বসি ধ্যানে মুদি দ্বিনয়ন।
অপার কারণজলে তোমার শয়ন।
কমলা-লালিত পদ চিন্তে যেই জন।
কখনো সে ভবার্ণবে না হয় পতন।
তব শ্রীপদতরণী বেদের বচন।
বিনাপুণ্যে পতিতেরে করিতে তারণ।
অহল্যা মানবী, তরী হইল কাঞ্চন।
কে জানে মহিমা তব কৌশল্যানন্দন।
যাহাতে না ভুলি তব পদ কদাচন।
এই বর দেহ নাথ! দেখি অকিঞ্চন।
মূঢ়া সৌদামিনী কিবা করিবে স্তবন।
দিও হে তরিতে তরী যুগল চরণ।

ত্রিপদী।

এইরূপে সর্ব্বজন, শ্রীরামে করে স্তবন,
অষ্টাঙ্গে লোটায় ধরাতলে।
পরে সকলের প্রতি, কহিলেন রঘুপতি,
একমনে শুনহ সকলে।
এতেক বলি শ্রীরাম, জানকীর গুণগ্রাম,
বিস্তারিত করিলা বর্ণন।

শুনি সবে সবিস্ময়, সাধুবাদ দিয়া কয়,
ধন্য, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
যেই রাম সেই সীতা, কভু নহে ত অন্যথা,
সর্ব্বময়রূপ সর্ব্বাধার।
নিরাকার ভগবান, সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠান,
তব গুণ বর্ণে সাধ্য কার।
পঞ্চানন পঞ্চাননে, রত তব গুণ গানে,
ব্রহ্মা ধ্যানে নাহি পান যাঁরে!
সেই প্রভু বিদ্যমান, দেখিয়া জন্মিল জ্ঞান,
ধন্য ধন্য আমা সবাকারে।
পূরাতে ভক্তের আশ, রামরূপে সুপ্রকাশ,
ভক্তাধীন ভক্তের জীবন।
এইরূপ স্তবে সবে, তুষিলেন শ্রীরাঘবে,
তুষ্ট হয়ে কহিলেন রাম।
'কিছু বর লও তবে, ইচ্ছা অনুরূপ সবে,
পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম।
শুনি শ্রীরামবচন, সবে যোড় করে কন,
এক বর দেহ দয়াময়।
তব রূপ রঘুপতি, তব বামে সীতাসতী,
যুগ্মরূপ হৃদে যেন রয়।
যুগে যুগে জন্ম লই, যেন তব দাস হই,
মোক্ষপদে প্রয়োজন নাই।

এই বর সর্ব্বজনে, দেহ প্রভু নিজগুণে,
অন্য বর মোরা নাহি চাই।
এত শুনি রঘুবর, হয়ে অতি হর্ষান্তর,
দিলা বর তথাস্তু বচনে।
অতঃপর মিলি সবে, শ্রীরামে প্রণমি তবে,
বিদায় চাহিলা সর্ব্বজনে।
রাম দিলা অনুমতি, সবে হর্ষান্তর অতি,
চলিলেন নিজ নিজ স্থান।
ঋষিগণ মিলি সবে, আশীষ বচনে তবে,
তপ হেতু কাননে পয়ান।
পূর্ণ করি মনস্কাম, সীতা ভ্রাতা সহ রাম,
নিরাপদে শাসিলা অবনী।
দেবতার উপকার, করি শত শত বার,
আরম্ভিলা যজ্ঞ রঘুমণি।
স্থান দিও শ্রীচরণে, এই ইচ্ছা সদা মনে,
যোড়করে কহে সৌদামিনী।
যেবা শুনে ভণে আর, তাঁহাদের ক'র পার,
তব পদ যুগল তরণী।

পয়ার।

সরযূ নদীর তীর রম্য স্থান অতি।
তথা আরম্ভিলা যজ্ঞ দেব রঘুপতি।
শত শত অশ্বমেধ বাজপেয় আদি।
রাজসূয় নরমেধ বরাহ ইত্যাদি।
করিলেন কত যজ্ঞ কে বর্ণিতে পারে।
অতএব শুন মুনি কহি অতঃপরে।
কিঞ্চিৎ অধিক এক সহস্র বৎসর।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালিলেন রঘুবর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ নর বনচর।
অপ্সরকিন্নর যক্ষ আদি নিশাচর।
সবে শ্রীরামের বশ সদা করে স্তুতি।
শিব ব্রহ্মা আদি যাঁরে করেন প্রণতি।
ভারদ্বাজ মহামতে এই রামায়ণ।
তব স্নেহে কহিলাম করিয়া বর্ণন।
শতকোটী শ্লোক মহাসমুদ্রের সম।
লিখিয়াছি রামায়ণ ওহে মুন্যুত্তম।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছি তায়।
কহিলাম সীতার মাহাত্ম্য হে তোমায়।
পুনরুক্তি আশঙ্কায় ওহে মুনিবর।
সে সব বর্ণিতে পুনঃ না লয় অন্তর।

ব্রহ্মাস্থানে গুপ্তভাবে আছে যাহা যাহা।
তোমাকে বিস্তারি এবে কহিলাম তাহা।
অদ্ভুত-উত্তরকাণ্ড এ গ্রন্থের নাম।
শুনিলে জীবনমুক্ত অন্তে পায় রাম।
এই রামায়ণ পাঠ করে যেই জন।
ব্রহ্মপদ পায় কভু না হয় খণ্ডন।
প্রত্যহ প্রভাতে কিম্বা মধ্যাহ্ন সময়।
এক কিম্বা অর্দ্ধ শ্লোক শুনে বা পঠয়।
নিশ্চয় পরমগতি পায় সেই জন।
অখণ্ড আমার বাক্য কে করে খণ্ডন।
চব্বিশ সহস্র শ্লোক রামায়ণে আছে।
সে শ্লোক তুলনা নহে এ শ্লোকের কাছে।
এক শ্লোক ইহার যত্তপি পাঠ করে।
পূর্ণ রামায়ণ-ফল পায় সেই নরে।
এ আখ্যান নরজন্মে যে জন না জানে।
জানিবে ধরাতে তার জন্ম অকারণে।
জন্মিয়াও মাতৃগর্ভবাসী সেই জন।
জীবনান্তে কভু মুক্ত না হয় সে জন।
এই রামায়ণ শুনে কিম্বা পাঠ করে।
তাঁরে দেখি কালে কাল পলায় অন্তরে।
পুনর্জ্জন্ম তাঁর আর না হয় জগতে।
নিশ্চয় ব্রহ্মত্ব পায় সেই মহামতে।

যাহা যাহা লিখিয়াছি এই রামায়ণে।
পুনশ্চ সংক্ষেপে তাহা কহি তব স্থানে।
শ্রীরামের জন্ম আদি আশ্চর্য্য কথন।
দণ্ডকবনের যত যত বিবরণ।
চেটীর তাড়নে পেয়ে অতি মনস্তাপ।
লক্ষ্মীকে নারদ ক্রোধে দিলা অভিশাপ।
মন্দোদরীগর্ব্ভে লক্ষ্মী জন্মিলেন পরে।
বিশ্বরূপ ধরিলেন রাম যে প্রকারে।
যোগকথা হনূকে কহিলা শ্রীনিবাস।
শুনিলে পাতক নাশ অন্তে স্বর্গে বাস।
যেরূপে রামের সহ হনূর মিলন।
যেরূপে সুগ্রীব সহ সখ্যতা বন্ধন।
লক্ষ্মণের অনুতাপে সমুদ্র শোষণ।
জানকীকে উদ্ধারিলা বধি দশানন।
অতঃপর সীতা সহ স্বদেশাগমন।
বসিলেন পিত্রাসনে হইয়া রাজন।
আশীষ করিতে আইলেন মুনিগণ।
পরেতে বধিলা সীতা সহস্র আনন।
ব্রহ্মরূপে জনকজা হইলা প্রচার।
তাহা দেখি রাম স্তব করিলা সীতার।
অদ্ভুত-উত্তরকাণ্ডে সংগ্রহ এ সব।
তব স্নেহে বলিলাম হে মুনিসম্ভব।

সব রামায়ণ যেবা পড়িতে না পারে।
করিলে সংগ্রহ পাঠ তরে এ সংসারে।
ঐকান্তিক ভক্ত হবে যেই মহাজন।
অবশ্য করিবে পাঠ এই রামায়ণ।
এই রামায়ণ পাঠ করিবে যে জন।
পাপ হৈতে মুক্ত অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।
রাজ্যচ্যুতে রাজ্যপ্রাপ্তি যুদ্ধে হয় জয়।
সর্ব্ব-তীর্থ-যজ্ঞ-ফল পায় সে নিশ্চয়।
সীতারামে বন্দি কহে দেবী সৌদামিনী।
রামনাম ক'রে আমি জনমদুখিনী।
অর্থনাশ পতিনাশ আর মানহানি।
বর্ষ পঞ্চবিংশতিতে আমি ভিখারিণী।
আরো কত তব মনে আছে রঘুমণি।
তবু না ছাড়িব তব ওপদ-তরণী।
ছাড়িতে হে ইচ্ছা তব নিশ্চয় আমায়।
আমি যে নূপুর তব যুগ্ম রাঙ্গা পায়।

অথ গ্রন্থকর্ত্রীর শেস উক্তি।

রামায়ণ গ্রন্থখানি বাল্মীকির কৃত।
বর্ণিত বিখ্যাত তাহে শ্লোক কোটীশত।
তার মধ্যে সহস্রেক শ্লোক পরিমাণ।
ভাঙ্গি নানা ছন্দ তাহা করিলাম গান।

লিখিলাম সকলের বোধের কারণ।
দোষ ত্যজি গুণ লইবেন সাধুগণ।
ফুটিল এ রামায়ণ-কমল সুন্দর।
এস ভক্তবৃন্দ মধু খাবে ত সত্বর।
সম্মুখেতে কালনিশা কর দরশন।
মুদিলে নয়ন মধু না পাবে তখন।
যেরূপে নিতাই হরিনাম বিলাইল।
সেই মতে রামায়ণ দামিনী রচিল।
এস এস সবে ভবে হবে যদি পার।
শ্রীরামের পদ তরী রাম কর্ণধার।
পারে যেতে না হইবে অর্থ প্রয়োজন।
শীঘ্র আসি কর সবে তরী আরোহণ।
সবিনয়ে বারম্বার ডাকে সৌদামিনী।
এই স্থানে সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থখানি।
জয় সীতারাম সবে বল বার বার।
আসিতে হবে না আর হইবে উদ্ধার।

গীত।

আমি না চাহি অন্য ধন।
হইয়ে শ্রীরামধনে ধনী যেন যায় জীবন।
পাইলে সামান্য ধন, ভুলিব সে নিত্যধন,
অহঙ্কারে সদা মন, হইবে মগন।
অহল্যা পাষাণী ছিল, পরশে মানবী হল,
যে পদ পরশে কাষ্ঠতরী হইল কাঞ্চন।
কহে দেবী সৌদামিনী, দিয়ে সেই পদ দুখানি,
তার মোরে রঘুমণি, এই চির আকিঞ্চন।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আমার রচিত পুস্তক সকল।

অদ্ভুত রামায়ণ ১৲ মাতঙ্গিনী ।০ সংগীত-কৈবল্য। ইতুর পাঁচালী। বৈদ্যজাতির উৎপত্তি। শ্রীরাম-রহস্য। কবিতা-সুন্দর ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি; কিন্তু অর্থাভাব ও লোকাভাব প্রযুক্ত সকলগুলি মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণ মহোদয় ও মহোদয়াগণেরই একমাত্র ভরসা।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

শ্রীযুক্ত কবিরঞ্জন ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্যপ্রণীত।

রোজবাসিনী ১৲ কনকনলিনী ১৲ তরুণী-তাপসী ১৲ প্রণয়-কানন ১॥০ দেড় টাকা স্থলে ১৲ সীতানির্ব্বাসন ৸০ আনা। কলির অবতার (প্রহসন) ।০ এই গ্রন্থগুলি অমৃতভাণ্ডার; পতিভক্তি এবং সতীত্বের আদর্শ। যদি স্ত্রীশিক্ষা দান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থগুলি একবার পাঠ করুন্।

কোন সমালোচক।
